কিশোর

দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী

আর্নস্ট হেমিংওয়ে

Edited By Fuad

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

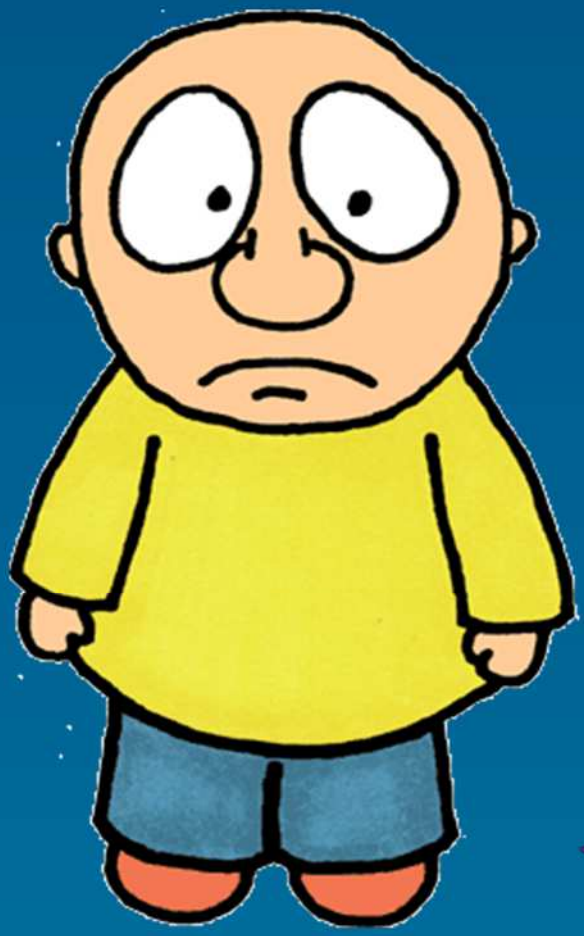

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

অনুবাদকের কথা

মানুষ হিসেবে হেমিংওয়ে ও তাঁর জীবন বর্ণাঢ্য। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই আত্মজৈবনিক। পুরো নাম আর্নস্ট মিলার হেমিংওয়ে। জন্ম ১৮৯৯ সালের ২১ জুলাই, শিকাগোর উপকণ্ঠে ইলিনয়ের ওল্ড পার্ক অঞ্চলে। এক মধ্যবিত্ত ক্যাথলিক পরিবারের সন্তান তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন ডাক্তার। শিকার আর মাছ ধরা তাঁর নেশা ছিল। মা ছিলেন ধর্মপরায়ণ, সঙ্গীতের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ।

হেমিংওয়ের মানস-গঠনে পারিবারিক বৃত্তে তাঁর বাবার প্রভাব সর্বাধিক। আশৈশব তিনি ছিলেন ডানপিটে। ছেলেবেলায় মুষ্টিযুদ্ধ শিখতে গিয়ে তাঁর নাকের হাড় ভেঙে যায় এবং চোখে আঘাত লাগার ফলে ক্ষীণ হয়ে যায় দৃষ্টিশক্তি। দুই-দুবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় দিনমজুরি করেন। যুদ্ধের সঙ্গে হেমিংওয়ের সম্পর্ক ছিল আত্মিক। ১৯১৭ সালে আমেরিকা যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তখন থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন হেমিংওয়ে। ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে নিয়মিত বাহিনীতে যোগ দিতে পারেননি, পত্রিকার যুদ্ধকালীন

সংবাদদাতা এবং স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করেছেন। যুদ্ধের প্রতি তাঁর অদম্য আগ্রহের কারণে সুযোগ পেলেই রণাঙ্গনে চলে যেতেন তিনি। ১৯১৮ সালে ইটালির ফসালটা ডি-পিয়াভায় মর্টার শেলের আঘাতে হেমিংওয়ে আহত হন। বার বার অস্ত্রোপচার করে ডাক্তাররা তাঁর শরীর থেকে ২৩৭টি লোহার টুকরো বের করেন। বীরত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ হেমিংওয়ে খেতাবে ভূষিত হন। ১৯৩৬ সালে স্পেনে যখন গৃহযুদ্ধ চলছে, সেখানেও তিনি ছিলেন সংবাদদাতা হিসেবে। ১৯৪২ সালে কিউবার সমুদ্র উপকূলে শত্রুপক্ষের ইউ-বোট ধ্বংসের কাজ করেন। এসময় তিনি তাঁর মাছধরা নৌকা 'পিলার'-কে কাজে লাগান। ১৯৪৪ সালে হেমিংওয়ে প্রথমে ইংল্যাণ্ড, পরে ফ্রান্সে ছিলেন। ডি ডে-তে মিত্রবাহিনী যখন নরম্যাণ্ডি আক্রমণ করে তখন তিনি ছিলেন লুক্সেমবার্গের সিন-ইফেল হার্টজের জঙ্গলে ফার্স্ট আর্মির ফোর্থ ডিভিশনের সঙ্গে। সংবাদদাতা হিসেবে হেমিংওয়ে দস্তুরমত একটা ছোটখাট বাহিনীও পরিচালনা করতেন। এক পর্যায়ে নিজের বাহিনী নিয়ে আর্ক দ্য ট্রাস্কের কাছে সক্রিয় ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

বীর হেমিংওয়ে এবং সাধারণ মানুষ হেমিংওয়ে মিলে গড়ে উঠেছে প্রবাদপুরুষ আর্নস্ট হেমিংওয়ে। কিংবদন্তীর এই হেমিংওয়ে বাস্তবের হেমিংওয়ে থেকে কোথাও আলাদা, আবার কোথাও-বা এক। বরাবরই তাঁর ব্যক্তিত্ব অনমনীয় এবং উজ্জ্বল। জীবনে নানা সময়ে নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগোতে

হয়েছে তাঁকে। তিনবার বিয়ে করেন তিনি। কিন্তু একটি বিয়েও টেকসই হয়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে তো বটেই, দুবার অটো এবং দুবার প্লেন দুর্ঘটনায় পড়েন। অন্তত বারো বার মগজে চোট পেয়েছিলেন। তাঁর বাবা শেষ বয়সে আত্মহত্যা করেন। এসব ঘটনা তাঁর ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করে—এবংপ্রতিবারই তিনি প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের জোরে কাটিয়ে ওঠেন সেসব আঘাত। হেমিংওয়ের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মাঝে এই মানসিক আঘাতগ্রস্ত মানুষটির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তারাও, তাদের স্রষ্টার মতই, অসীম মনোবলের শক্তিতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে উঠে উপনীত হয় বিশ্বাসের এক জ্যোতির্ময় জগতে—যেখানে মানুষ সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অপরাজেয়! বস্তুত হেমিংওয়ের সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টির মর্মবাণী এটি 'মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু কখনও পরাজিত হয় না।'

হেমিংওয়ে ১৯২১ সাল থেকে প্যারিসে ছবছর স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এসময় দেশত্যাগী মার্কিন ঔপন্যাসিক-সমালোচক এজরা পাউণ্ড ও গারট্রুড স্টেইন-এর সঙ্গে হেমিংওয়ের বন্ধুত্ব হয় এবং এঁদের প্রভাবেই তাঁর জীবনে দেখা দেয় নতুন দিগন্ত। এই দুজনের উৎসাহ ও সমালোচনা হেমিংওয়ের রচনা-শৈলী নির্মিতিতে পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ব্যাপক দেশভ্রমণ, যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা, এবং একাধিক শারীরিক ও মানসিক আঘাতের প্রভাব আর্নস্ট হেমিংওয়ের মানস-গঠনে অপরিসীম। দেশভ্রমণ ও যুদ্ধের অভিজ্ঞতা হেমিং-

ওয়ের চেতনালোকে জন্ম দিয়েছে এক অপার বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ; জাতি-ধর্ম-বর্ণ মতবাদ নির্বিশেষে সমগ্র মানবের দুঃখ-বেদনার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করতে পেরেছেন তিনি। উপলব্ধি করেছেন মানুষ মাত্রেই একা, নিঃসঙ্গ; তার চলার পথ রূঢ় বন্ধুর, আর সেই ঝোড়ো পথে তার নৈঃসঙ্গ্যই তার অন্তর্শক্তি। সে জানে সে একা, তাই বিরূপ বিশ্বের প্রতিটি ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম করে মানুষ এগিয়ে যায় তার আপন লক্ষ্যের দিকে। এই অসম সংগ্রামে হয়ত তার জীবন ধ্বংস হয়ে যায়, যা হতে চায় তা সে পায় না, গ্রীক নিয়তির মতই তার ওপর নেমে আসে অমোঘ ট্র্যাজেডি; তবু হার স্বীকার করে না পৌরুষাকার, তবুও স্বপ্ন দেখে সে, যেমন দেখেছে 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী'-র নায়ক বুড়ো সান্তিয়াগো—আফ্রিকার সাদা সমুদ্র সৈকতে কেশর ফোলান সিংহের স্বপ্ন।

অন্যদিকে, শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের ফলে হেমিং-ওয়ের মনে জন্ম নিয়েছিল নিরাসক্তি। জীবনের যেকোন ঘটনাকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে। হেমিংওয়ের গল্প-উপন্যাসে প্রকৃতি ও ভূ-দৃশ্য বস্তুজগতের ত্রিমাত্রিক অবয়বে ডিটেইলসে উদ্ভাসিত—সেজাঁর ল্যাণ্ডস্কেপের মতই তা নিখুঁত। বর্ণনায় কখনও প্রয়োজনাতিরিক্ত গাঢ় রঙ ব্যবহার করেননি তিনি।

হেমিংওয়ের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, বোধ করি, তাঁর ভাষায়। কথ্য বুলিতে এক অননুকরণীয় অনবদ্য সাহিত্যিক ভাষা সৃষ্টি

করেছেন তিনি। তাঁর বাক্য নির্মেদ, নির্ভার ; সুমিত ও সংহত। অত্যন্ত অবলীলায় আপাত-সহজ কোন শব্দের ভেতর দিয়ে নিগূঢ় কোন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি হেমিংওয়ের ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য।

হেমিংওয়ের উপন্যাস চারটি। 'দি সান অলসো রাইজেস' (১৯২৬); 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস' (১৯২৯); 'ফর হুম দ্য বেল টোলস' (১৯৪০); এবং 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' (১৯৫২)। ১৯৫২ সালে 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী'-র জন্য তিনি সাহিত্যে পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন এবং ১৯৫৪ সালে পান নোবেল পুরস্কার। নোবেল কমিটি সাহিত্যে তাঁর অবদান সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী'-র কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করেছেন : 'His vigorous art and the influence of his style on the literary art of our times as manifested in his book "The Old Man and the Sea"...'

আজীবন খেয়ালি মানুষ হেমিংওয়ে তাঁর নোবেল পুরস্কারের সমস্ত টাকা খরচ করেন কোহিমার ধীবর পল্লীতে। কিউবার রাজধানী হাভানার বার মাইল উত্তরে অবস্থিত এই জেলে পাড়াটিই তাঁকে তাঁর কালজয়ী উপন্যাস 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' লিখতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। কোহিমারের জেলেরা তাঁর সেই ঔদার্যের কথা ভোলেনি। ১৯৬১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আইডা-হোতে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় হেমিংওয়ে তাঁর নিজের বন্দুকের গুলিতে নিহত হন। এসময় বন্দুকটি তাঁর হাতেই ছিল। কোহি-মারের জেলেরা তাঁর স্মৃতি ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। নিজে-

দের নৌকার প্রপেলার থেকে সীসা কুঁদে বের করে হেমিংওয়ের একটি আবক্ষ মূর্তি নির্মাণ করে ওরা।

হাভানার নয় মাইল দূরে, স্যান ফ্রানসিসকো দ্য পাওলোতে পাহাড়ের ওপর একটি খামারে বাস করতেন হেমিংওয়ে। খামার-টির নাম ফিনসা ভিগিয়া। হেমিংওয়ের সম্মানে কিউবা সরকার এটিকে জাতীয় যাদুঘরের মর্যাদা দিয়েছেন। এ বাড়ির যাবতীয় আসবাব, কাগজপত্র অবিকল আগের অবস্থাতেই রেখে দেয়া হয়েছে। প্রতি বছর আগ্রহী দর্শনার্থীরা ভিড় জমান এখানে, বন্ধ দরজা-জানালার শার্সির ভেতর দিয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে দেখেন তাঁদের কিংবদন্তীর মানুষটি বাস্তবে কিভাবে থাকতেন, কেমন ছিল তাঁর রুচি।

মানুষ তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে প্রাণপণ সংগ্রাম করে, এবং অনেক সময় তা করতে গিয়ে বিশ্ববিধানকেও লংঘন করে যায় সে, ফলে তার ওপর নেমে আসে প্রকৃতির অমোঘ নির্মম কষাঘাত—কিন্তু তবু মানুষ হাল ছাড়ে না; চড়া মাশুল দিয়ে হলেও, নিজের চ্যালেঞ্জকে সে প্রতিষ্ঠা করে। মানবজীবনের এই নিগূঢ়তম সত্যটিকেই আর্নস্ট হেমিংওয়ে তাঁর 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' উপন্যাসে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

বুড়ো সান্তিয়াগো একজন জেলে। একটা বিরাট আকৃতির মার্লিন মাছ ধরেছে সে। সমুদ্রের পানি থেকে তাকে টেনে তোলা সহজ কথা নয়। তিন দিন ধরে সংগ্রাম চলল। এই

তিন দিনের কথাই উপন্যাসের অ্যাখ্যানভাগ। বৃদ্ধ হলেও, সান্তিয়াগো চরিত্রে শক্তির বিকাশ আছে এবং শক্তি দিয়েই শেষ পর্যন্ত মাছটাকে পরাজিত করেছে সে। তবে এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হেমিংওয়ে সান্তিয়াগো চরিত্রে মানুষের দৈহিক শক্তির গর্ব প্রকাশ করেননি। তিন দিন ক্রমাগত মাছটার সঙ্গে সংগ্রাম করে জেলে মাছটাকে ভালবেসে ফেলেছে। ওই মালিন মাছ প্রকৃতি ও প্রাণিজগতের সবকিছু মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক। সান্তিয়াগো ওর ভেতর দিয়ে প্রকৃতি ও পশুপাখির সঙ্গে একটা অখণ্ড যোগসূত্র অনুভব করেছে। ভালবেসেছে বলেই মাছটাকে মেরেছে সে।-কারণ, 'কারুকে যদি ভালবাসা যায়, তাকে মারলে পাপ হয় না।' মৃত্যু ভালবাসার সম্পর্ককে করতে পারে চিরস্থায়ী। হেমিংওয়ের মৃত্যু এখানে ভয়াল চেহারা নিয়ে দেখা দেয়নি—মৃত্যু এখানে বিশ্ব-প্রকৃতির সাথে ঐক্যানুভূতির সেতুবন্ধ।

মাছটার সঙ্গে লড়াই করে বৃদ্ধ জেলে একবারও হতাশ হয়ে পড়েনি। 'কিন্তু মানুষের জন্ম তো হার স্বীকারের জন্য নয়। মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু কখনো পরাজিত হয় না··· আশা হারিয়ে ফেলা বোকামি, ও ভাবল। তাছাড়া আমার বিশ্বাস এটা একটা পাপ।'

কিশোর ম্যানোলিন এই উপন্যাসের একটি প্রতীকী চরিত্র। একদিকে, সান্তিয়াগোর নিঃসঙ্গ সংগ্রামের শুরু এবং শেষ পর্যায়ে সে মানবসুলভ সহানুভূতির মডেল। মানুষ এবং জেলে হিসেবে

সান্তিয়াগোর প্রতি ওর শ্রদ্ধাবোধ থেকে সান্তিয়াগোর শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের মনেও একধরনের প্রসন্ন আশাবাদ জারিত হয়।

অন্যদিকে, এবং এটিই প্রধান ও ব্যাপক, ম্যানোলিন চরিত্রের মধ্য দিয়ে সান্তিয়াগোর অতীতে প্রত্যাবর্তন এবং তার সোনালি গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে পুনরাবিষ্কারের দুরূহ-জটিল কাজটিকে সম্পন্ন করেছেন হেমিংওয়ে। অর্থাৎ, একজন মানুষের অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে এই চরিত্রটি। কিশোর ম্যানোলিনের মাঝে সান্তিয়াগো নিজের হারান যৌবনকে আবিষ্কার করে যখন তার সমস্ত ক্ষমতা তার অধিগত ছিল, অথচ যখন জীবনের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কারটি পায়নি সে—অপেক্ষা করতে হয়েছে ভবিষ্যতের জন্যে।

সান্তিয়াগো বারবার বলেছে, 'ছেলেটা যদি আজ থাকত এখানে,' 'ছেলেটাকে যদি আজ পেতাম সঙ্গে'। আর এভাবেই বিরাটকায় মালিন মাছটার সঙ্গে লড়াই করবার মানসিক শক্তি পেয়েছে সে। ছোট্ট সহজ একটি শব্দ 'ছেলেটা'—কিন্তু এর মধ্য দিয়েই নিজের চরম প্রয়োজনে তার হৃতযৌবনকে সে নিজের মাঝে নতুন করে উপলব্ধি করেছে।

সিংহের অনুষঙ্গ উপন্যাসে ফিরে ফিরে এসেছে। 'তোমার বয়সে,' ম্যানোলিনকে সান্তিয়াগো বলেছে, 'আমি আফ্রিকাগামী একটা বড় জাহাজের মাস্তুলে বসে থাকতাম। সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে সৈকতে সিংহদের খেলা করতে দেখেছি।' এই সিংহ-গুলো এক অর্থে সান্তিয়াগোর জীবনে শুশ্রূষার বিশল্যকরণী।

বারবার এদের স্বপ্ন দেখেছে সে। 'সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বিড়াল ছানার মত খেলা করে ওরা,' হেমিংওয়ে লিখেছেন, 'এবং সে ওদের ভালবাসে যেমন বাসে ছেলেটাকে।' সান্তিয়াগোর অবচেতনায় দূরবর্তী সিংহশাবকের স্মৃতি কিশোর ম্যানোলিনের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রত ইমেজের সঙ্গে মিলিত এবং দ্রবীভূত হয়ে গেছে। ওদের একীভূত শক্তির ক্ষমতা এত ব্যাপক যে সান্তিয়াগোর এই বৃদ্ধ বয়সে, তার যন্ত্রণা এবং সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে বিজয়ের মুহূর্তে, ওরাই এখন তার অবলম্বন—তার শক্তির আধার।

এই উপন্যাসের আর একটি লক্ষণীয় দিক এতে সর্বনাম পদের ব্যবহার। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সান্তিয়াগো। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে 'বুড়ো,' 'সে,' এবং 'লোকটা'—এই তিনটি সর্বনামে। এই রীতি আসলে এ উপন্যাসের মর্মবাণীর সম্পূরক। একজন মানুষের যন্ত্রণা ও সাফল্যের চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিশ্ববেদনায় একাকার হতে চেয়েছেন হেমিংওয়ে। এবং সেজন্যেই সর্বনাম পদের ব্যবহার, যেন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রের মাঝে নিজেকেই আবিষ্কার করতে পারে একজন পাঠক।

সমুদ্র এখানে একটি রূপক। বস্তুত আমাদের জীবনটাও একধরনের সমুদ্রই, কখনও উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ কখনও শান্ত সমাহিত; আর সেই সমুদ্রের মূল স্রোতধারা ধরে, বিধিলিপিকে মেনে নিয়ে, উজান বা ভাটিতে, আমরা এগিয়ে যাই যেকোন চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করতে—দুর্বৃত্ত হাঙরের হামলা থেকে

আমাদের জীবনের সেরা সম্পদকে রক্ষা করবার জন্য।

বাংলাভাষায় 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী'র অনুবাদ নতুন নয়। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, বাংলাদেশেও ইতোপূর্বে এর অনুবাদ হয়েছে। শ্রদ্ধেয় ফতেহ লোহানীর সেই আশ্চর্য-অনবদ্য অনুবাদটি আমাকে এই প্রজন্মে 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী'র অনুবাদে দুঃসাহসী হতে প্রেরণা জুগিয়েছে। এখানে এই সুযোগে ফতেহ লোহানীর কথা স্মরণ করছি—তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকারের জন্য।

রওশন জামিল
নভেম্বর ২, ১৯৮৭

দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী

বুড়োমানুষ। ডিঙিতে চেপে গালফ স্ট্রীমে একাকী মাছ ধরে বেড়ায়। আজ চুরাশি দিন একটিও মাছ পায়নি ও। প্রথম চল্লিশ দিন একটা ছেলে ছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু চল্লিশ দিন পরেও যখন কোন মাছ উঠল না, ছেলেটার বাবা মা ওকে বলল বুড়ো এখন নির্ঘাত সালাও, অর্থাৎ চরম অপয়া হয়ে গেছে। ওদের নির্দেশে অন্য নৌকায় চলে গেছে ছেলেটা এবং পয়লা হপ্তায়ই বড় বড় তিনটে মাছ ধরেছে ওরা। রোজ রোজ বুড়োকে শূন্য ডিঙি নিয়ে ফিরতে দেখে খারাপ হয়ে যায় ছেলেটার মন। বুড়ো এলেই ও দৌড়ে চলে যায় কাছে, মাছধরা দড়ি বা কোঁচের বোঝা, হারপুন আর নয়ত মাস্তুলে গোটান পাল বয়ে আনতে সাহায্য করে। পালে ময়দার বস্তার অসংখ্য তালি, গোটান অবস্থায় দেখে মনে হয় যেন স্থায়ী পরাজয়ের ধ্বজাটি।

বুড়োর চেহারা রুগ্ন, ক্লিষ্ট। অসংখ্য বলিরেখা নেমে গেছে ঘাড়ের নিচে। ওর গালে রোদ পোড়া ক্রান্তীয় সমুদ্রের প্রতিফলনে হিতৈষী ক্যান্সারের বাদামি ফুসকুড়ি। মুখের অনেকদূর অবধি নেমে গেছে ওগুলো। হাত দুটো ক্ষতবিক্ষত, বড়শির দড়িতে

ভারি মাছ টেনে তুলবার ফল। তবে ওগুলোর কোনটিই তাজা নয়—মাছহীন মরুভূমির ক্ষয়ের মতই প্রাচীন।

ওর সবকিছুতেই কেমন যেন প্রাচীনত্বের ছোঁয়া। শুধু চোখ দুটোই যা ব্যতিক্রম, সেখানে সাগরের নীল : জ্বলজ্বলে ও অপরাজেয়।

'সান্তিয়াগো,' ডিঙি বেঁধে নদীর পাড়ে উঠতে উঠতে ছেলেটা বলল, 'আবার তোমার সঙ্গে বেরোতে পারব আমি। মাছ বেচে আমাদের কিছু আয় হয়েছে।'

বুড়োই মাছ ধরা শিখিয়েছে ছেলেটিকে, তাই ছেলেটা ওকে ভালবাসে।

'না,' বলল বুড়ো। 'তুমি একটা পয়মন্ত নৌকায় আছ—ওদের সঙ্গেই থাক।'

'তোমার মনে নেই, সে-বার সাতাশি দিন একটিও মাছ পাওনি তুমি। তার পর আমরা তিন হপ্তা রোজ বড় বড় মাছ পেয়েছিলাম।'

'আছে,' বলল বুড়ো। 'জানি তুমি হতাশ হওনি বলেই ছেড়ে যাওনি আমাকে।'

'বাবা আমাকে যেতে বাধ্য করেছে। আমি ছোটমানুষ, তার কথা আমার শোনা উচিত।'

'জানি,' বলল বুড়ো। 'সেটাই স্বাভাবিক।'

'বিশ্বাস জিনিসটা বাবার মধ্যে নেই।'

'তাই,' বলল বুড়ো। 'কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে। আছে

না ?'

'হ্যাঁ,' বলল ছেলেটা। 'আমি টেরাসে বিয়ার খাওয়াই তোমাকে—তারপর নাহয় বাসায় নিয়ে যাব মালপত্র।'

'ক্ষতি কি ?' বলল বুড়ো। 'আমরা দুজনাই তো জেলে।'

ওরা টেরাসে গিয়ে বসল। জেলেদের অনেকে ঠাট্টা করল বুড়োকে, কিন্তু ও চটল না। যেসব জেলে প্রবীণ, তারা ওকে দেখে দুঃখ বোধ করল। কিন্তু তা প্রকাশ করল না ওরা; স্রোতের কথা, কোথায় নিজেদের বড়শি ফেলেছে, কি কি দেখেছে সেসব গল্প বলতে লাগল নম্রভাবে। আবহাওয়ার কথা বলল। আজকের ভাগ্যবান জেলেরা ফিরে এসেছে বহুক্ষণ। ওদের মালিনগুলো কেটে দুটো তক্তার উপর লম্বালম্বিভাবে শুইয়ে, তক্তার এক প্রান্ত দুজনে মিলে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেছে মাছের আড়তে। ওখান থেকে আইস ট্রাকে বোঝাই হয়ে হাভানার বাজারে যাবে মাছগুলো। যারা হাঙর ধরেছে তারা গেছে খাড়ির ওপাশে হাঙর কারখানায়। সেখানে হাঙরগুলোকে ঝুলিয়ে ওদের কলিজা কেটে বের করে ফেলা হয়েছে, ডানা কেটে ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করেছে নুন মাখাবার জন্যে।

বাতাস যখন পুবে থাকে ঘাটের উলটো দিকের হাঙর কারখানা থেকে ভেসে আসে দুর্গন্ধ; কিন্তু আজ উত্তুরে বাতাস, এবং হঠাৎ করেই পড়ে যাওয়ায় ক্ষীণ আঁশটে গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে শুধু।

'সান্তিয়াগো,' ছেলেটা ডাকল।

'উ,' বুড়ো আনমনা। এক হাতে গ্লাস ধরে ফেলে আসা দিন-গুলোর কথা ভাবছিল ও।

'কালকের জন্য তোমাকে কিছু সার্ডিন এনে দিই?'

'না। তুমি বেসবল খেলতে যাও। আমি এখনও দাঁড় বাইতে পারি। রোগেলিও জাল ফেলবে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব। মাছ ধরতে না পারি, এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে সাহায্য করতে পারব।'

'আমাকে তুমি বিয়ার খাইয়েছ,' বলল বুড়ো, 'এখন তুমি বড় হয়ে গেছ।'

'আচ্ছা, প্রথম যেদিন আমাকে সঙ্গে নিলে তুমি, আমার বয়স তখন কত?'

'পাঁচ। আমি একটু আগেভাগে মাছটা তুলে ফেলায় মারা পড়তে বসেছিলে তুমি। আর একটু হলেই নৌকাটা ভেঙে ফেলত ও। মনে পড়ে?'

'পড়ে। ওর লেজের ঝাপটায় নৌকা ভেঙে যাবার দশা হয়েছিল। পাটাতনের উপর মাথা আছড়াচ্ছিল মাছটা। তুমি ওকে পিটিয়ে মারার চেষ্টা করছিলে। আমার বেশ মনে অছে, গলুইয়ের সামনের দিকে, যে জায়গায় গোটান ভেজা মাছধরা দড়িগুলো ছিল সেদিকে আমাকে ছুঁড়ে দিলে তুমি। গোটা নৌকাটা তখন কাঁপছিল থরথরিয়ে। ওকে যখন মুগুর দিয়ে পেটালে তুমি, এমন শব্দ হচ্ছিল যেন বড় একটা গাছ কেটে নামাচ্ছ। আমার সারা গায়ে রক্তের বুনো গন্ধ।'

'সত্যিই মনে আছে, না পরে গল্প করেছিলাম আমি?'

'সে ই প্রথম যেদিন আমরা একসাথে বেরোই তার পর থেকে সব মনে আছে।'

রোদে পোড়া প্রত্যয়ী চোখ দুটো তুলে বুড়ো তাকাল ওর দিকে। দৃষ্টিতে অপার স্নেহ।

'তুমি আমার ছেলে হলে তোমাকে সঙ্গে করে একটা জুয়া খেলতাম আমি,' বিষণ্ণ গলায় বলল সে। 'কিন্তু তুমি তোমার বাবা মায়ের ছেলে—তাছাড়া তুমি একটা পয়া নৌকায় রয়েছ।'

'তোমাকে সার্ডিন এনে দিই? চারটে টোপের খোঁজও জানা আছে আমার।'

'আমার আজকের-গুলোই বেঁচে গেছে। নুন মাখিয়ে বাক্সে তুলে রেখেছি।'

'তোমাকে চারটে নতুন চার দেব আমি। তুমি না বলতে পারবে না।'

'একটা,' বলল বুড়ো। তার আশা আত্মবিশ্বাস কখনও নষ্ট হয়নি। তবে নতুন করে বাতাস ওঠার সাথে সাথে তারা এখন যেন আরও সজীব হয়ে উঠছিল।

'দুটো,' ছেলেটা জিদ ধরল।

'আচ্ছা, দুটো,' রাজি হল বুড়ো। 'তবে চুরি করনি তো?'

'আগে করতাম,' বলল ছেলেটা। 'তবে এগুলো কিনেছি।'

'ধন্যবাদ,' বলল বুড়ো। ও নেহাত সরল অকপট, নিজের বিনয়ে নিজেই বিস্মিত হল। এত বিনয়ী সে কবে হতে শিখল?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করল সে বিনয়ী হতে শিখেছে এবং এতে অপমানের কিছু নেই—তার আত্মসম্মান একটুও খাট হবে না।

'এরকম বাতাস থাকলে কালকের দিনটা চমৎকার কাটবে,' বলল বুড়ো।

'কোথায় যাবে তুমি?' ছেলেটার প্রশ্ন।

'অনেক দূরে—তবে বাতাস পড়ে গেলে যেন ফিরে আসা যায়। ভোর হবার আগেই রওনা দিতে চাই আমি।'

'আমার নৌকাকেও তাহলে দূরে যেতে বলব,' উৎসাহিত বোধ করে ছেলেটা। 'তারপর সত্যি সত্যি যদি তুমি বড় কিছু গাঁথতে পার, তোমার সাহায্যে আমরা হাত লাগাতে পারব।'

'তোমার সর্দার বেশি দূরে যেতে পছন্দ করে না।'

'না,' ছেলেটা বলল। 'তবে ও আমি ঠিকই একটা ফন্দি বের করে ফেলব। পাখির আনাগোনার কথা বলে ডলফিন শিকারের লোভ দেখাব ওকে। ওসব আবার ও ভালমত চোখে দেখতে পায় না।'

'ওর চোখ বুঝি এত খারাপ?'

'প্রায় অন্ধ।'

'আশ্চর্য,' আপনমনে বিড়বিড় করল বুড়ো। 'ও তো কখনও কচ্ছপ ধরেনি। কচ্ছপ ধরলে চোখ নষ্ট হয়ে যায়।'

'তুমি বহুদিন মসকিটো উপকূলে কচ্ছপ ধরেছ। কই, তোমার চোখ নষ্ট হয়নি।'

'আমি এক আজব বুড়ো।'

'আসলেই কি বড় মাছ ধরার ক্ষমতা তোমার আছে এখনও?'

'বোধ হয় আছে। তাছাড়া আমি অনেক কায়দা কানুন জানি।'

'চল, মালগুলো বাড়ি নিয়ে যাই,' ছেলেটা বলল। 'ওই ফাঁকে আমি খেপলা জালটা নিয়ে সার্ডিনের খোঁজে যাব।'

নৌকা থেকে সরঞ্জামগুলো তুলে নেয় ওরা। বুড়োর কাঁধে মাস্তুল। ছেলেটা বইছে কাঠের বাক্স। ওর ভেতরে গোটান মজবুত বিবর্ণ মাছধরা দড়ি, কোঁচ আর হাতলঅলা হারপুন রয়েছে। টোপের বাক্সটা ডিঙিতেই, গলুইয়ের নিচে রইল। নৌকায় তুলবার পর বড় মাছ যে মুগুরটা দিয়ে পিটিয়ে কাবু করা হয় সেটাও থাকল ওটার পাশে। বুড়োর জিনিস কেউ চুরি করবে না তবু পাল আর ভারি মাছধরা দড়িগুলো বাসায় নিয়ে যাওয়াই ভাল মনে করে সে, কারণ ভেজা থাকলে ওগুলোর ক্ষতি হয়। স্থানীয় লোকেরা কেউ তার মাল চুরি করবে না ও নিশ্চিত, তবু বুড়োর বিবেচনায় কোঁচ আর হারপুন নৌকায় ফেলে যাবার অর্থ মানুষকে অহেতুক পাপের পথে প্রলুব্ধ করা।

ওরা সদর রাস্তা ধরে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বুড়োর ঝুপড়িতে এল। দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকে পাল জড়ান মাস্তুলটা দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে রাখল বুড়ো। বাক্সসমেত বাকি মালপত্র ছেলেটা ওটার পাশে নামিয়ে রাখল। ঝুপড়িটা

গোয়ান জাতীয় রাজকীয় পামবৃক্ষের মোটা বাকল দিয়ে তৈরি। ভেতরে একটা খাট, টেবিল ও একটা চেয়ার। কাদা লেপা মেঝের একদিকে রান্নার চুলো, কয়লার। চ্যাপটা শক্ত বিনুনি করা গোয়ান পাতার ফ্যাকাসে দেয়ালে পুণ্যাত্মা যিশুর একটা রঙিন ছবি ঝুলছে। আরও একখানা ছবি রয়েছে, কুমারী মেরির। ওগুলো তার স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন। একসময় দেয়ালে ওর স্ত্রীর একটা রঙ করা ছবিও শোভা পেত, কিন্তু ওটা দেখলে নিজেকে ওর খুব একা লাগে বলে ছবিটা সে নামিয়ে ফেলেছে। এখন সেটা কোণের তাকে ওর ধোয়া শার্ট দিয়ে ঢাকা রয়েছে।

'ঘরে কিছু খাবার আছে?' জানতে চাইল ছেলেটা।

'এক থালা বাসিভাত আর মাছ। কেন, তুমি খাবে?'

'না। আমি বাসায় গিয়ে খাব। চুলোটা ধরাই?'

'না। আমিই ধরিয়ে নেব পরে। মন চাইলে ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে নিতে পারি।'

'খেপলা জালটা নিয়ে যাই?'

'যাও।'

ওদের কোন খেপলা জাল নেই। কবে ওরা জালটা বেচে দিয়েছে ছেলেটার তা মনে আছে পরিষ্কার। তবু রোজ এই খেলাটা ওরা খেলে। ঘরে মাছ, বাসিভাত কিছুই নেই, তাও জানে ছেলেটা।

'পঁচাশি একটা পয়া নম্বর,' বুড়ো বলল। 'কাটাছেঁড়ার পর আমি যদি একটা হাজার পাউণ্ডের মাছ পাই কেমন লাগবে

তোমার ?'

'খেপলাটা নিয়ে আমি মাছ ধরতে যাচ্ছি। তুমি কি দরজায় বসে রোদ পোয়াবে ?'

'হ্যাঁ। কালকের কাগজ আছে ঘরে। বেসবলের খবর পড়ব।'

ছেলেটা বুঝে উঠতে পারে না এই গতকালের খবরকাগজটাও বানান গল্প কিনা। বুড়ো তোশকের নিচ থেকে বের করল ওটা।

'মুদিখানার পেরিকো দিয়েছে,' ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল ও।

'সার্ডিন পেলেই আমি ফিরে আসব। তোমার আর আমারটা রেখে দেব বরফে। কাল সকালে ভাগাভাগি করে নেব আমরা। আমি ফিরে এলে আমাকে বেসবলের খবর শুনিয়ো।'

'ইয়াংকিরা হারবে না।'

'ক্লেভল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ানদের আমার ভীষণ ভয়।'

'ইয়াংকিদের ওপর ভরসা রাখ, বাছা। গ্রেট ডিম্যাগিও আছে ওদের দলে।'

'ডেট্রয়েট টাইগারস আর ক্লেভল্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান দুটোকেই আমার ভয়।'

'দেখ, সাবধান। এরপর হয়ত সিনসিনাটি রেড আর শিকাগো হোয়াইট সক্সকেও ভয় করতে শুরু করবে।'

'তুমি পড় ভাল করে। আমি ফিরে এলে আমাকে শুনিয়ো।'

'আচ্ছা, আমরা পঁচাশি নম্বরের একটা লটারির টিকিট কিনলে কেমন হয় ? কালই তো পঁচাশিতম দিন।'

'মন্দ হয় না,' বলল ছেলেটা। 'কিন্তু তোমার সেরা রেকর্ড সাতাশি—ওটাই-বা বাদ যায় কেন?'

'ওরকম ঘটনা দুবার ঘটে না। কিন্তু, পঁচাশি নম্বর কি পাওয়া যাবে?'

'আমি ফরমাস দেব একটার জন্য।'

'একটা। তার মানে আড়াই ডলার। কার কাছ থেকে ধার নেয়া যায় বল তো?'

'সোজা। আড়াই ডলার ধার করা আমার জন্য এমন কিছু কঠিন না।'

'বোধহয় আমিও পাব। কিন্তু ধার টার আমার পছন্দ নয়। আজ ধার, কাল ভিক্ষা।'

'আহ্হা, এত ঘাবড়াচ্ছ কেন। শরীরটা গরম রেখ,' বলল ছেলেটা। 'মনে নেই এটা সেপ্টেম্বর।'

'এ মাসেই তো বড় মাছেরা আসে,' বলল বুড়ো। 'মে মাসে জেলেগিরি করা সহজ—যে কেউ পারে।'

'আমি সার্ডিনের খোঁজে গেলাম,' বলল ছেলেটা।

ছেলেটা যখন ফিরে এল বুড়ো চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে এবং সূর্য ডুবে গেছে। বিছানা থেকে পুরান আর্মি কম্বলটা এনে চেয়ারের পিঠ আর বুড়োর কাঁধ ঢেকে দিল ও। ভারি অদ্ভুত কাঁধ ওগুলো, প্রাচীন অথচ এখনও মজবুত, ঘাড়টাও শক্তিশালী, বুড়ো যখন ঘুমিয়ে থাকে আর তার মাথা ঢলে পড়ে সামনে অতটা স্পষ্ট দেখা যায় না বলিরেখাগুলো। ওর শার্টে এত

অজস্রবার তালি পড়েছে যে দেখতে ওই জরাজীর্ণ পালটার মতই হয়েছে এবং তালিগুলো রোদে জ্বলে বহু-বিবর্ণ হয়ে গেছে। বুড়োর মাথাটা যেন আরও প্রাচীন, এখন চোখ বন্ধ থাকায় প্রাণের লেশমাত্র নেই ওর মুখে। খবরকাগজটা পড়ে আছে হাঁটুর ওপরে, ওর দুহাতের ভার সন্ধ্যার বাতাসে ওখানেই আটকে রেখেছে ওটা। ওর পা দুখানি নগ্ন।

ওকে ওভাবে রেখে চলে গেল ছেলেটা এবং কিছুক্ষণ বাদে যখন ফিরে এল বুড়ো তখনও ঘুমিয়ে।

'ওঠ,' বলে বুড়োর হাঁটুতে হাত রাখল ছেলেটা।

চোখ মেলে তাকাল বুড়ো এবং মুহূর্তের জন্য মনে হল সে যেন সুদূর থেকে ফিরে আসছে। তারপর স্মিত হাসল।

'কি এনেছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'রাতের খাবার,' বলল ছেলেটা। 'আমরা এখন খাব।'

'আমার খিদে নেই।'

'এস, খেয়ে নাও—নাহলে মাছ ধরতে পারবে না।'

'আগেও ধরেছি,' চেয়ার ছেড়ে কাগজটা ভাঁজ করতে করতে বলল বুড়ো। এরপর কম্বলটা ভাঁজ করতে শুরু করল সে।

'ওটা গায়ে থাক,' বলল ছেলেটা। 'আমি বেঁচে থাকতে না খেয়ে মাছ ধরতে হবে না তোমার।'

'বেঁচে থাক, বাছা,' আশীর্বাদ করল বুড়ো। 'তা কি খাব আমরা?'

'সীম, ভাত, কলার চচ্চড়ি আর খানিকটা তরকারি।'

দুবাটির টিফিন ক্যারিয়ারে করে টেরাস থেকে ওগুলো এনেছে ছেলেটা। কাগজের ন্যাপকিনে জড়ান দুই প্রস্থ ছুরি আর কাঁটাচামচ রয়েছে ওর পকেটে।

'কোত্থেকে আনলে?'

'মার্টিন। হোটেল মালিক।'

'তাহলে তো ওকে আমার ধন্যবাদ জানাতে হয়।'

'আমিই জানিয়ে দিয়েছি,' ছেলেটা বলল। 'তোমাকে আর জানাতে হবে না।'

'আমি ওকে বড় মাছের পেটি উপহার দেব। আমাদের জন্য এর আগেও ও খাবার পাঠিয়েছে, না?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে পেটিমাছের চেয়েও ভাল কিছু দিতে হবে। আমাদের কথা ও খুব ভাবে।'

'দুটো বিয়ারও পাঠিয়েছে।'

'টিনের বিয়ারই আমার পছন্দ।'

'জানি। তবে এগুলো বোতলের। হ্যাতুয়ে বিয়ার। তোমার খাওয়া হলে বোতলগুলো ফেরত দিয়ে আসব আমি।'

'তুমি খুব ভাল ছেলে,' বলল বুড়ো। 'খাবে না?'

'আমারও তো সেটাই প্রশ্ন,' মৃদু স্বরে অনুযোগ করল ছেলেটা। 'তুমি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বাটির মুখ খুলতে চাইনি।'

'আমি তৈরি,' বলল বুড়ো। 'মুখ হাত ধুতে যা একটু সময় লাগবে।'

কোথায় ধোবে? ভাবল ছেলেটা। গ্রামের কুয়ো বড় রাস্তার দিকে দুগলি পরে। আমারই উচিত ওর জন্য পানি আনা, ভাবল ছেলেটা, আর সাবান আর পরিষ্কার তোয়ালে। আমার এত ভুলোমন কেন? ওকে আর একটা শার্ট আর শীতের জ্যাকেট এনে দিতে হবে আমার। একজোড়া জুতো আর কম্বলও এনে দেব।

'তোমার তরকারিটা চমৎকার,' বুড়ো উচ্ছ্বসিত।

'বেসবলের খবর শোনাও আমাকে,' আগ্রহ দেখাল ছেলেটা।

'যা বলেছিলাম, আমেরিকান লীগে ইয়াংকিরাই জিতেছে,' খুশি খুশি গলায় বলল বুড়ো।

'আজ ওরা হেরেছে,' ছেলেটা জানাল।

'কিস্যু আসে যায় না। গ্রেট ডিম্যাগিও আবার নিজের খেলা ফিরে পেয়েছে।'

'আরও খেলোয়াড় আছে ওদের দলে।'

'স্বাভাবিক। কিন্তু ও-ই সব। অন্য লীগে, ব্রুকলিন বনাম ফিলাডেলফিয়ার খেলায় আমার অবশ্য ব্রুকলিনেরই পক্ষ নেয়া উচিত। কিন্তু তারপর আমি ডিক সিসলারের কথা ভাবলাম, ওল্ড পার্কে ওর সেই দুর্দান্ত খেলার কথা মনে পড়ল।'

'ওদের মত খেলোয়াড় আর আসেনি। আমার দেখায় ও-ই সবচেয়ে দূরে বল পাঠাত।'

'একসময় ও প্রায়ই আসত টেরাসে, তখনকার কথা মনে

আছে তোমার ? আমার খুব ইচ্ছে হত ওকে নিয়ে মাছ ধরতে যাই, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারতাম না মুখ ফুটে। তারপর তোমাকে অনুরোধ করলাম বলতে—তুমিও লজ্জা পেলে।'

'আছে। মারাত্মক ভুল করেছিলাম। হয়ত ও রাজি হত যেতে। আর আমাদের জীবনেও ওটা একটা জবর ঘটনাই হয়ে থাকত।'

'গ্রেট ডিম্যাগিওকে সঙ্গে করে মাছ ধরতে পারলে আমি খুশি হতাম,' বলল বুড়ো। 'লোকে বলে ওর বাবাও নাকি জেলে ছিল। হয়ত আমাদের মতই গরীব ছিল সে—আমাদের দুঃখটা বুঝতে পারত।'

'সিসলারের বাবা কিন্তু গরীব ছিল না। আমার বয়সে সে বড়দের লীগে খেলত।'

'তোমার ন আমি আফ্রিকাগামী একটা বড় জাহাজের মাস্তুলে বসে থাকতাম। সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে সৈকতে সিংহদের খেলা করতে দেখেছি।'

'জানি। আমাকে আগেও বলেছ তুমি।'

'আজ কোন্ গল্প শুনবে—আফ্রিকার না বেসবলের ?'

'বেসবলই ভাল,' বলল ছেলেটা। 'জন জে. ম্যাকগ্র-এর গল্প শোনাও আমাকে।'

'সে আমলে ও মাঝে মাঝে আসত টেরেসে। তবে ও খুব বদমেজাজি ছিল। মদ খেলে সামলান মুশকিল হত। বেসবল তো বটেই, রেসের নেশাও ছিল ওর। ভাল ঘোড়ার একটা

তালিকা অন্তত সবসময় রাখত পকেটে। হরদম টেলিফোনে বিভিন্ন ঘোড়ার ব্যাপারে জানতে চাইত।'

'ও খুব উঁচুদরের জকি ছিল,' ছেলেটা বলল। 'বাবার ধারণা ও-ই সেরা।'

'কারণ ও সর্বদা আসত এখানে।' বুড়ো বলল। 'ডুব্রো-শার যদি ফি বছর এখানে আসত, তোমার বাবা তাকেই সেরা মনে করত।'

'আচ্ছা, আসলে সেরা জকি কে—ল্যুক না মাইক গন-যালেয ?'

'আমার ধারণা দুজনেই সমান।'

'আর সেরা জেলে – তুমি।'

'না। আমি আরও ভাল ভালদের কথা জানি।'

'আচ্ছা,' বলল ছেলেটা। 'আরও অনেক ভাল ভাল জেলে রয়েছে। তাদের মধ্যে সেরাও নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তোমার মত আর একটাও নেই।'

'ধন্যবাদ। তোমার কথা শুনলে প্রাণটা জুড়ায়। আশা করি আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণিত করতে পারে এরকম কোন মাছ জন্ম নেবে না।'

'তুমি যা বলছ তোমার শক্তি যদি সত্যিই সেরকম হয় কোন মাছ পারবে না তোমার সাথে।'

'যতটা ভাবছি আমার জোর ততখানি নাও হতে পারে,' বলল বুড়ো। 'তবে আমি অনেক কৌশল জানি—এবং আমার

আত্মবিশ্বাস আছে।'

'এবার তোমার ঘুমান উচিত। তাহলে সকালে হালকা বোধ করবে। এঁটো থালাবাসন আমি টেরাসে নিয়ে যাচ্ছি।'

'তাহলে শুভরাত্রি। সকালে জাগিয়ে দেব তোমাকে।'

'তুমি আমার অ্যালার্ম ঘড়ি,' বলল ছেলেটা।

'আমার বয়সই আমার অ্যালার্ম ঘড়ি,' বলল বুড়ো। 'আচ্ছা, বুড়োরা সকাল-সকাল ওঠে কেন বলতে পার? আরও একটি দিন বেঁচে থাকবার আশাতেই কি?'

'জানি না,' ছেলেটা বলল। 'আমি কেবল জানি ছোটরা দেরিতে ঘুমায় এবং ওদের ঘুম গাঢ় হয়।'

'কথাটা আমার মনে থাকবে,' বলল বুড়ো। 'ঠিক সময়ে তুলে দেব তোমাকে।'

'আমি চাই না আমার নৌকার সর্দার আমাকে জাগায়। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়।'

'বুঝি।'

'তাহলে, বুড়ো, ঘুমাও ভাল করে।'

ছেলেটা চলে গেল। টেবিলে কোন বাতি না জ্বালিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরেছে ওরা। প্যান্ট খুলে অন্ধকারেই বিছানায় ঘুমাতে গেল বুড়ো। প্যান্টখানা গুটিয়ে, ভেতরে খবরকাগজ ভরে বালিশ বানাল ও। তারপর গায়ে কম্বল জড়িয়ে স্প্রিংয়ের খাটে বাসি খবরকাগজের তোশকের ওপর শুয়ে পড়ল।

অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে গেল ও। কৈশোরের আফ্রিকার

স্বপ্ন দেখতে লাগল। দীর্ঘ সোনালি সৈকত, আর সাদা বেলা-ভূমির স্বপ্ন। এত সাদা যে চোখ ঝলসে যায়। উঁচু উঁচু অন্তরীপ আর ধূসর পর্বতমালা দেখে ও। আজকাল সে রোজ রাতে এই উপকূলে চলে আসে। স্বপ্নের মধ্যে শোনে সাদা সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের গর্জন। দেখে ওই ঢেউ ভেঙে এগিয়ে আসছে কাফ্রিদের ক্যানো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পাটাতনের আল-কাতরা আর ফুটো বন্ধ করা দড়ির গন্ধ পায় সে। ভোরে উপ-কূলের বাতাস মাটির যে সোঁদা ঘ্রাণ বয়ে আনে তাতে আফ্রিকার গন্ধ পায়।

সাধারণত উপকূল বাতাসের গন্ধ পেলে ও জেগে ওঠে এবং কাপড়চোপড় পরে ছেলেটাকে জাগাতে যায়। কিন্তু আজ রাতে উপকূল বাতাসের গন্ধ খুব তাড়াতাড়ি এল এবং ও বুঝতে পারল ওর স্বপ্নের শুরুতেই এসে পড়েছে ওটা। তাই সাগরতল থেকে দ্বীপের অমলধবল চূড়া জেগে ওঠা দেখবার আশায় স্বপ্ন দেখে চলল সে এবং তারপর বিভিন্ন সমুদ্রবন্দর আর ক্যানারি দ্বীপ-পুঞ্জের বহির্নোঙরের স্বপ্ন দেখল।

এখন আর সে ঝড়ের স্বপ্ন দেখে না। কোন মেয়েকে না। বিরাট কোন ঘটনা না। বিশাল মাছ, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি—এবং এমনকি নিজের বউকেও না। এখন সে কেবল নানান দেশ বিদেশের স্বপ্ন আর সাদা বালুচরে কেশর ফোলান সিংহের মিছিল দেখে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে বিড়ালছানার মত খেলা করে ওরা এবং ওদের সে ভালবাসে যেমন বাসে ছেলেটাকে। ও একটি

বারের জন্যেও ছেলেটাকে নিয়ে কোন স্বপ্ন দেখল না। স্রেফ জেগে উঠে খোলা দরজা দিয়ে তাকাল চাঁদের দিকে এবং প্যান্টের ভাঁজ খুলে পা দুখানা গলিয়ে দিল ভেতরে। ঝুপড়ির বাইরে গিয়ে পেচ্ছাব করল সে, তারপর ছেলেটাকে জাগাতে রাস্তায় উঠল। ভোরের ঠাণ্ডায় গা শিউরে উঠছে ওর। তবে জানে কাঁপতে কাঁপতে নিজেকে গরম করে তুলবে সে এবং শিগগিরই নৌকা বাইবে।

ছেলেটা যে বাসায় থাকে তার দরজায় তালা ছিল না। খুলে নিঃশব্দে নগ্ন পায়ে ভেতরে ঢুকল সে। বাইরের ঘরের একটা চৌকিতে ঘুমাচ্ছিল ছেলেটা, মরাচাঁদের আলোয় বুড়ো ওকে স্পষ্ট দেখতে পেল। আলতোভাবে ওর একটা পা ধরল সে এবং ছেলেটা জেগে উঠে ঘুরে ওর দিকে না তাকান অবধি ওভাবেই ধরে রইল। মাথা ঝাঁকাল বুড়ো এবং ছেলেটা বিছানার পাশে রাখা চেয়ার থেকে তার প্যান্টখানা তুলে নিয়ে, বিছানায় বসেই, পরে ফেলল।

বাসা থেকে বেরিয়ে এল বুড়ো আর ছেলেটা অনুসরণ করল তাকে। ওর চোখে ঘুম, বুড়ো ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তোমাকে কষ্ট দিলাম।'

'দুর,' ছেলেটা বলল। 'এটাই তো একজন মরদের কাজ।'

রাস্তায় এসে ওরা বুড়োর ঝুপড়ির উদ্দেশে হাঁটা ধরল। সারা রাস্তায়, অন্ধকারে, নগ্ন-পা মানুষের চলাফেরা, নিজেদের নৌকার মাস্তুল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বুড়োর ঝুপড়িতে পৌঁছে গোটান মাছধরা দড়ি আর হারপুন আর কোঁচ একটা ঝুড়িতে ভরে তুলে নিল ছেলেটা। আর বুড়ো পাল জড়ান মাস্তুলটা চাপাল নিজের কাঁধে।

'কফি খাবে?' ছেলেটা জিজ্ঞেস করল।

'সরঞ্জামগুলো আগে নৌকায় রাখি।'

ধলপহরে জেলেদের জন্য এক জায়গায় কফি বিক্রি হয়। ওরা সেখানে গিয়ে কনডেন্সড মিল্কের কৌটায় করে কফি খেল।

'কেমন ঘুম হল?' ছেলেটা শুধাল। এখন ওর সাড়া ফিরে আসছে যদিও ঘুম তাড়াতে কষ্ট হচ্ছিল খুব।

'খুব ভাল, ম্যানোলিন,' বলল বুড়ো। 'আজ আমি নিশ্চয়ই মাছ পাব।'

'আমারও তাই বিশ্বাস,' ছেলেটা সায় জানাল। 'এবার তাহলে আমাকে তোমার আর আমার সার্ডিন আর তোমার নতুন টোপগুলো নিয়ে আসতে হয়। আমাদের সরঞ্জাম ও নিজেই আনে। আমার হাতে কোনকিছু তুলে দিতে চায় না।'

'আমরা ওরকম নই,' বলল বুড়ো। 'তোমার বয়স যখন পাঁচ তখন থেকেই সবকিছু তোমাকে ধরতে দিয়েছি আমি।'

'জানি,' ছেলেটা বলল। 'আমি এক্ষুণি আসছি। তুমি আর এক দফা কফি খাও। এখানে আমাদের বাকি চলে।'

চলে গেল ও, নগ্ন পায়ে প্রবাল পাথরের ওপর দিয়ে, হিমাগার থেকে টোপ আনতে।

আস্তে আস্তে কফিতে চুমুক দেয় বুড়ো। ও জানে সারা দিনে আর কিছু তার পেটে পড়বে না, সুতরাং এটুকু তার খাওয়া উচিত। বহুদিন হল আহারের প্রতি ওর অরুচি এসে গেছে এবং দুপুরের খাবার ও কখনই সঙ্গে নেয় না। ডিঙির গলুইতে পানির বোতল থাকে একটা এবং ওতেই তার চলে যায় দিন।

কাগজের মোড়কে সার্ডিন আর টোপ দুটো নিয়ে ছেলেটা এবার ফিরে আসতে, কাঁকর মেশান বালু মাড়িয়ে, নৌকার দিকে নেমে গেল ওরা এবং ডিঙিটা সামান্য উঁচু করে ঠেলে পানিতে ভাসাল।

'বিদায়।'

'বিদায়,' বলল বুড়ো। নৌকার সাথে দড়ি দিয়ে দাঁড় দুটো বাঁধল ও এবং, ঈষৎ সামনে ঝুঁকে দাঁড় টানতে টানতে, ভোরের ফিকে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল খোলা সাগরের উদ্দেশে। অন্যান্য বালুচর থেকেও আরও নৌকা যাচ্ছে সমুদ্রে। চাঁদ এখন পাহাড়ের ওপাশে ঢলে পড়ায় যদিও ওদের দেখতে পাচ্ছিল না সে, তবু বুড়ো ওদের দাঁড় টানার শব্দ শোনে। পানি ভাঙছে ছলাৎ ছলাৎ ছলাৎ।

মাঝে মধ্যে কোন নৌকা থেকে ভেসে আসে কারও ছেঁড়া-খোঁড়া কথা। তবে দাঁড় টানার একঘেয়ে শব্দ ছাড়া অধিকাংশ নৌকাই নীরব। মোহানা থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ওরা এবং প্রত্যেকেই মহাসমুদ্রের যেখানে গেলে মাছ পাবে বলে সে আশা করছে সেদিকে রওনা হল। বুড়ো জানে আজ সে বহুদূরে যাচ্ছে

এবং উপকূলের সোঁদা ঘ্রাণ পেছনে ফেলে ও এগিয়ে চলল সমুদ্রের ধলপহরের লোনা গন্ধের ভেতর দিয়ে। সমস্ত মাছের আস্তানা বলে জেলেরা যার নাম দিয়েছে গভীর কুয়ো, যেখানে সমুদ্র কোথাও কোথাও খাড়া হয়ে নেমে গেছে সাতশ বাঁও, মহাসাগরের সেই অংশে যাবার সময় এখানে সেখানে উপসাগরীয় শৈবালের মাথায় ফসফরাসের আলেয়া দেখে ও। সাগরতলের খাড়া দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে স্রোতের ঘূর্ণি ওঠে এখানে, আর তারই টানে ভেসে আসে মাছেরা। এটা শলা চিংড়ি আর টোপের মাছের আবাস। কোথাও কোথাও, গহিন কোন গর্তে মেলে নানান জাতের শামুক। রাত্তিরে পানির ওপরে ভেসে ওঠে ওরা, আর দূরাগত ভবঘুরে মাছেদের খোরাক হয়।

অন্ধকারে বুড়ো অনুভব করে ধীরে ধীরে ভোর হচ্ছে এবং দাঁড় টানতে টানতেই শুনতে পায় ডানা ঝাপটে পানি ছেড়ে লাফিয়ে উঠছে উড়ন্ত মাছ। অন্ধকারে ওদের শক্ত ডানার আলোড়নে হাওয়ায় হিসহিস শব্দ ওঠে। উড়ন্ত মাছের দারুণ ভক্ত সে, অনন্ত সাগরে ওরাই তার খাঁটি বন্ধু। পাখিদের জন্য কষ্ট হয় তার, বিশেষ করে ছোট ছোট মাছরাঙাগুলোর জন্য যারা কেবলই ওড়ে অথচ মাছ পায় না একটাও। ও ভাবে, 'দুর্বৃত্ত আর বড় বড় শক্তিশালী পাখিদের কথা বাদ দিলে, ওদের জীবন আমাদের চাইতেও কষ্টের। সমুদ্র যখন এতই নিষ্ঠুর এতই ক্রূর হতে পারে তখন ওরা সী সোয়ালোর মত এমন নরম অসহায় পাখি সৃষ্টি করল কেন? সমুদ্র স্নেহময়ী এবং সুন্দর। কিন্তু সে

ভীষণ নিষ্ঠুর হতে জানে এবং এত আচমকা যে, দুর্বল বিষণ্ণ গলায় গান গাইতে গাইতে যেসব পাখি মাছ খুঁজে ফেরে সমুদ্রের সামনে তারা তখন ক্ষুদ্র অসহায় হয়ে যায়।'

সমুদ্র ওর কাছে সবসময়ই প্রেমিকা। স্প্যানিশ ভাষায় ওদের আদরের ডাক 'লা মার।' কখনও কখনও ভালবাসার জনেরা এর দুর্নামও করে। তবে সব কথাই সমুদ্রকে একটা মানবী রূপে কল্পনা করে বলা হয়। তরুণ জেলেদের কেউ কেউ, যারা তাদের বড়শির সুতো ভাসিয়ে রাখতে বয়া ব্যবহার করে এবং হাঙরের কলিজা বিক্রির টাকায় মোটরবোট কিনেছে, তারা সমুদ্রকে কল্পনা করে পুরুষ বলে। ওদের আদরের নাম 'এল মার।' ওরা ওকে দেখে প্রতিযোগী হিসেবে। কারও কারও কাছে সমুদ্র একটা নিছক স্থান মাত্র। যার কোন প্রাণ নেই। আবার কেউ কেউ একে নিজেদের শত্রু বলেও ভাবে। কিন্তু বুড়োর চেতনায় সমুদ্র সর্বদাই নারী এবং এমন একটা কিছু—দান ও হরণ দুটো ক্ষমতাই যার আছে। ওর দৃষ্টিতে সমুদ্রের যে রুদ্র রূপ সেখানে সমুদ্রের কোন হাত নেই। চাঁদ তাকে প্রভাবিত করে যেমন করে একজন মেয়েকে, ওভাবে।

এক নাগাড়ে দাঁড় বাইছে সে। তবে নিজের সামর্থ্যের ভেতরে গতি বেঁধে রেখেছে বলে ওর হাঁপ ধরছে না। তাছাড়া বিক্ষিপ্ত কিছু ঘূর্ণির কথা বাদ দিলে সমুদ্র শান্তই। স্রোতের ওপর তার খাটুনির বারআনা ছেড়ে দিয়েছে সে। এখন চারদিক ফরসা হতে শুরু করায় ও দেখতে পেল খুব অল্প সময়ের

মধ্যে যা আশা করেছিল সে তার চেয়ে বহু দূরে চলে এসেছে।

গভীর কুয়োয় একটা হপ্তা খুঁজেছি আমি কিন্তু কিছুই পাইনি, ও ভাবল। বনিটা আর অ্যালবাকোরেরা যেখানে বাস করে আজ আমি সেদিকে যাব। হয়ত বড় কিছু পেয়েও যেতে পারি।

পুরোপুরি আলো ফুটবার আগেই টোপগুলো পানিতে ফেলল ও এবং অনুকূল হাওয়ায় ভেসে যেতে লাগল। একটা টোপ চল্লিশ বাঁও নিচে ফেলেছে। দ্বিতীয়টা পঁচাত্তর এবং তিন ও চার গভীর নীল পানিতে, একশ আর সোয়াশ বাঁও নিচে। বড়শির ফলা মাছের শরীরে ভাল করে গেঁথে প্রতিটা টোপেরই মাথা ঝুলিয়ে দিয়েছে নিচের দিকে। এবং এরপরেও যেসব বাঁক আর চোখা অংশ বেরিয়েছিল সেগুলোকে ঢেকে দিয়েছে টাটকা সার্ডিন মাখিয়ে। সার্ডিনের দু চোখ ফুটো করে বড়শি ঢুকিয়েছে, যেন আধখানা মালার মত হয়ে ঢেকে রাখে লোহাটাকে। বড়শির এমন কোন জায়গা বাদ নেই যেখানে মুখ দিলে বড় মাছ নেশা জাগান গন্ধ আর নোনতা স্বাদ পাবে না।

ছেলেটা তাকে দুটো ছোট ছোট টাটকা টুনা বা অ্যালবাকোর দিয়েছিল। সবচেয়ে গভীর পানিতে যে দুটো বড়শি ফেলেছে তাতে প্লামিটের মত ঝুলছে ওগুলো। অন্যগুলোতে সে আগে ব্যবহৃত একটা বড় ব্লু রানার আর একটা ইয়েলো জ্যাক লাগিয়েছে; তবে এখনও চকৎকার অবস্থায় আছে ওগুলো এবং তাতে সার্ডিন মাখানয় আরও সুগন্ধি আর লোভনীয় হয়ে উঠেছে। বড়শির দড়িগুলো বড় পেন্সিলের মত মোটা, প্রতিটার

মাথায় সবুজ রঙ মাখান ফাতনা, যেন টোপে মৃদু টান বা আলতো ছোঁয়া লাগলেই ডুবে যায় ফাতনাটা। প্রতিটা বড়শিতে রয়েছে দুশ চল্লিশ বাঁও দড়ি। ইচ্ছে করলে বাড়তি গোছাগুলোর সাথে গিট বাঁধা যায় যেন, প্রয়োজন হলে, তিনশ বাঁও নিচের মাছকেও তোলা সম্ভব হয় খেলিয়ে।

লোকটা এবার ডিঙির পাশে ঢেউয়ের তালে তালে তিনটে ফাতনার ওঠানামা লক্ষ্য করে। মাছধরা দড়িগুলোকে খাড়াভাবে তাদের যথাযথ গভীরতায় রাখতে সাবধানে দাঁড় বাইছে ও। আকাশ এখন বেশ ফরসা। যেকোন মুহূর্তে সূর্য উঠবে।

আলগোছে সমুদ্র থেকে সূর্য উঠল। ভাটিতে, তীরের কাছাকাছি অন্য নৌকাগুলো এবার দেখতে পেল বুড়ো, বাতাসের উলটো দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ক্রমে আরও উজ্জ্বল হল সূর্য এবং তার লক্ষকোটি তীর লুটিয়ে পড়ল পানির ওপরে এবং তারপর, যখন পুরোপুরি উঠে গেল, নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের বুকে প্রখর রৌদ্র-কিরণের প্রতিফলনে ধাঁধিয়ে গেল ওর চোখ। ওদিকে না তাকিয়ে দাঁড় বাইতে লাগল ও। সরাসরি পানির ভেতরে তাকাল সে এবং গভীর কাল পানিতে সোজা নেমে যাওয়া বড়শি-গুলো দেখতে লাগল অপলকে। অন্যরা যা করে তার চেয়েও ওগুলোকে সোজা রেখেছে সে, যেন অন্ধকার স্রোতের প্রতিটি স্তরে ঠিক যে জায়গাটিতে সে চায় সেখানেই মাছের জন্য ওত পেতে থাকে একটা করে টোপ। অন্যরা স্রোতের সঙ্গে ভেসে যেতে দেয় ওদের এবং কখনও কখনও এমন হয়, আছে ষাট বাঁও

নিচে অথচ জেলে মনে করে একশ ফুট গভীরে রয়েছে টোপ।

কিন্তু,ও ভাবল, আমি ওদের ঠিকভাবেই রাখি। কেবল আমার কপালটাই যা মন্দ যাচ্ছে। তবু কে বলতে পারে ? হয়ত আজই। প্রতিটা দিনই তো একটা নতুন দিন। ভাগ্যবান হতে পারলে ভাল। তবে আমি যেমন আছি সেরকমই থাকব। তারপর ভাগ্য যখন মুখ তুলবে কোন অসুবিধে হবে না।

সূর্য এখন দুঘণ্টার পুরান, পুবে তাকালে আর লাগছে না ওর চোখে। মোটে তিনটে ডিঙি দেখা যাচ্ছে এখন, তাও বহুদূরে এবং উপকূলের কাছাকাছি।

সারা জীবন ভোরের সূর্য আমার চোখকে কষ্ট দিয়েছে, ও ভাবল। তবু আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও ভাল। অন্ধ না হয়েই, সন্ধ্যায় সরাসরি সূর্যের দিকে তাকাতে পারি আমি। সন্ধ্যাতেও দারুণ তেজ থাকে ওর। তবে সকালে যন্ত্রণাদায়ক হয়।

ঠিক এসময় ও দেখতে পেল অদূর আকাশে লম্বা কাল ডানা মেলে পাক মারছে একটা চিল। পাখা উঠিয়ে সাঁই করে গোত্তা মারল ও, এবং তারপর ফের ঘুরতে লাগল।

'নিশ্চয়ই কিছু দেখতে পেয়েছে ও,' সজোরে বলল বুড়ো। 'খামোকা ঘুরছে না।'

পাখিটা যেখানে চক্কর দিচ্ছিল সেদিকে ধীরে অথচ এক নাগাড়ে দাঁড় বেয়ে এগোল ও। তাড়াহুড়ো করছে না সে আর টানটান রেখেছে তার বড়শির দড়িগুলো। নির্ভুলভাবে মাছ ধরবার জন্য স্রোতের মুখে আর একটু পাড়ি জমাল সে তবে পাখি-

টাকে কাজে লাগাতে না চাইলে যেভাবে মাছ ধরত, তার চাইতে দ্রুত এগোচ্ছে।

আকাশের আরও ওপরে উঠে গেল পাখিটা, আবার পাক দিল, ডানা দুটো স্থির। তারপর আচমকা ছোঁ মারল এবং বুড়ো দেখল উড়ন্ত মাছ পানি থেকে ছিটকে বেরিয়ে দিশাহারার মত ছুটছে সমুদ্রের বুক চিরে।

'ডলফিন,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'বিরাট ডলফিন।'

দাঁড়গুলো ডিঙিতে তুলে ফেলল সে এবং গলুইয়ের নিচ থেকে একটা ছোট্ট মাছধরা দড়ি বের করল। তারের দড়ি, মাথায় মাঝারি আকৃতির একটা বড়শি পরান। একটা সার্ডিন মাখিয়ে ওতে টোপ পরিয়ে ওটা পানিতে নামিয়ে দিল ও, তারপর ডিঙির পেছন দিকে একটা লোহার আংটার সাথে বাঁধল দড়িটা। এরপর আর একটা বড়শিতে টোপ পরিয়ে গলুইয়ের একপাশে ফেলে রাখল ও এবং আবার দাঁড়ে ফিরে গিয়ে নজর রাখল লম্বা ডানার কাল পাখিটার দিকে। এখন ওটা পানির কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে।

ও দেখল ডানা কাত করে আবার নেমে এল পাখিটা, তারপর উড়ন্ত মাছটাকে তাড়া করতে করতে নিষ্ফল আক্রোশে পাখসাট মারল। বুড়ো দেখতে পাচ্ছিল পলায়নপর মাছটাকে বড় ডলফিন তাড়া করায় ঈষৎ ফুলে উঠেছে পানি। উড়ন্ত মাছটার নিচ দিয়ে পানি কেটে এগোচ্ছে ডলফিনগুলো; মাছটা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে যাবে, ঝড়ের বেগে একসাথে ওর ওপর হামলে

পড়বে ওরা। ডলফিনের বড় একটা ঝাঁক, ভাবল সে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ওরা, উড়ন্ত মাছের বাঁচার সম্ভাবনা কম। পাখিটার একেবারেই কোন আশা নেই। উড়ন্ত মাছ ওর তুলনায় অনেক বড়, আর ছোটেও খুব জোরে।

উড়ন্ত মাছটার অনবরত পানি থেকে লাফিয়ে ওঠা আর পাখিটার ব্যর্থ হামলার দৃশ্য লক্ষ্য করে ও। ওরা আমার নাগাল ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভাবল সে। ওরা খুব দ্রুত আর অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তবে আমার বোধহয় লেগে থাকাই উচিত, আমার বড় মাছটা সম্ভবত ওই ঝাঁকের মধ্যেই আছে। নিশ্চয়ই আছে কোথাও আমার বড় মাছ।

মেঘেরা এখন সৈকতের আকাশে পর্বত বানিয়েছে। দিগন্তে একটা টানা সবুজ রেখার মত দেখাচ্ছে উপকূলকে, পেছনে ধূসর নীল শৈলমালা। পানি এখানে কালচে নীল, এত কালচে যে মনে হয় ময়ূরপঙ্খী রঙ। চোখ নামিয়ে ভেতরে তাকাতে কালচে পানির নিচে লাল লাল শ্যাওলা আর সূর্যের ঝিলিমিলি দেখতে পেল ও। মাছধরা দড়িগুলো সোজা নেমে গিয়ে পানির গভীরে হারিয়ে গেছে। এত অজস্র শ্যাওলা দেখে খুশি হয় সে কারণ এর অর্থ মাছ আছে এখানে। সূর্য এখন পুবের আকাশ অনেকটা অতিক্রম করে গেছে। পানিতে রঙধনুর খেলা দেখে বোঝা যাচ্ছে আবহাওয়া ভাল থাকবে। উপকূল আকাশে মেঘগুলোর আকৃতিও সে কথাই বলে। কিন্তু পাখিটা এখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে প্রায় এবং এখানে সেখানে গুটিকতক

হলুদ রোদজ্বলা সারগ্যাসো শৈবালগুচ্ছ আর ডিঙির পাশে একটা ভাসমান, রক্তবর্ণ আঠাল, থকথকে জেলিফিশের পেট ছাড়া পানির বুকে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না। একদিকে কাত হল জেলিফিশের পেট এবং তারপর-নিজে নিজেই সোজা হল আবার। মনের আনন্দে ভেসে যাচ্ছে ওটা, আর এক গজ পেছনে রেখে যাচ্ছে বিষাক্ত লালচে লালা।

'আগুয়া মালা,' চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'শালী কসবি।'

দাঁড়ের ওপর দিয়ে সামান্য ঝুঁকে পানির ভেতরে উঁকি দিল ও, দেখল জেলিফিশের লালার মত রঙবেরঙের ছোট ছোট মাছ ওই বদ্বুদের তলায় ভেসে বেড়াচ্ছে। ওই বিষ প্রতিরোধের ক্ষমতা ওদের আছে। কিন্তু মানুষের নেই—আর বুড়ো মাছ ধরার সময় একবার যদি দড়িতে লালার সূক্ষ্ম কণা লেগে গিয়ে ওখানেই আটকে থাকে, তাহলে আইভিলতা বা ওকগাছের বিষ লাগলে যেমন হয় তেমনি দগদগে ঘা হয়ে ফুলে যাবে ওর হাত। আরও সাংঘাতিক, আগুয়া মালার বিষক্রিয়া শুরু হয় দ্রুত এবং চাবুকের আঘাতের মত তীব্র হুল ফোটায়।

বর্ণালি বদ্বুদগুলো ভারি সুন্দর। কিন্তু সমুদ্রে ওরাই সবচেয়ে বড় প্রতারক। বিরাটকায় সামুদ্রিক কাছিমগুলো যখন ওদের গিলে খায় তখন বুড়োর সেই দৃশ্য দেখতে আনন্দ লাগে। ওদেরকে দেখলেই সামনে থেকে আক্রমণ করে কাছিমগুলো, তারপর চোখ বুজে আস্ত মাছটাকে ওদের খোলের মধ্যে পুরে লালাসুদ্ধ চেটেপুটে খেয়ে ফেলে সবকিছু। কাছিমের জেলিফিশ

খাওয়া দেখলে যেমন আনন্দ পায় বুড়ো তেমনি ঝড়ের পর বালু-চরে কাছিমের খোলের ওপর দিয়ে কড়া পড়া পায়ে হেঁটে বেড়ানর সময়ে ওরা যখন শব্দ করে তা শুনতে ওর মজা লাগে।

সবুজ আর হক-বিল জাতের কচ্ছপকে তাদের সৌন্দর্য আর গতির জন্য পছন্দ করে ও। বাজারেও ওদের প্রচুর চাহিদা। মাথামোটা হলুদ বর্মে ঢাকা বিরাটকায় লগারহেডদের প্রতি সে একধরনের ঈর্ষা বোধ করে। ওদের জোড়মিলন ভারি অদ্ভুত, চোখ বুজে পরমানন্দে যখন জেলিফিশ ধরে ধরে খায় ওরা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে তার মন।

কচ্ছপদের ব্যাপারে ওর মনে কোন ভাবালুতা নেই যদিও দীর্ঘকাল সে কচ্ছপ শিকারী নৌকায় ছিল। ওদের জন্য তার দুঃখ হয়, এই ডিঙির সমান লম্বা এক টনী কচ্ছপগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়। জবাইয়ের পরেও কচ্ছপের প্রাণ সহজে বেরোয় না বলে বেশির ভাগ মানুষই ওদের প্রতি নির্দয় আচরণ করে। কিন্তু বুড়ো ভাবে, আমার প্রাণও তো ওইরকম, এবং ওদের মতই আমার হাত পা। নিজের শক্তি বাড়াতে ডিমের সাদা অংশ খায় সে। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে সত্যিকার বড় মাছ ধরবার শক্তি যেন পায় তাই পুরো মে মাসটাই খায় ওসব।

ঘাট লাগোয়া যে ঝুপড়িটাতে জেলেদের অনেকেই তাদের মাছধরা সরঞ্জাম রাখে সেখানে হাঙরের কলিজার তেল থাকে একটা বড় পিপাতে। রোজ ওই তেল এক কাপ খায় সে। যেসব জেলে চায় তাদের জন্যই ওটা ওখানে রাখা। অধিকাংশ জেলেরই

স্বাদটা অপছন্দ। তবে ধলপহরে বিছানা ছাড়বার চেয়ে বিরক্তের না। আর তাছাড়া সব ধরনের সর্দি কাশির বিরুদ্ধে দারুণ কাজ দেয় এবং চোখের জন্যেও ভাল।

এবার আকাশের দিকে তাকালো বুড়ো, দেখল পাখিটা আবার চক্কর দিচ্ছে।

'মাছ পেয়েছে ব্যাটা,' সশব্দে বলল ও। পানি ফুঁড়ে কোন উড়ন্ত মাছ বেরোল না এবং বড়শির ফাতনাতেও বিন্দুমাত্র আলোড়ন নেই। তবু তীক্ষ্ণ নজর রাখল বুড়ো। হঠাৎ শূন্যে লাফিয়ে উঠল একটা ক্ষুদ্র টুনা, ডিগবাজি দিয়ে পানিতে মাথা দিয়ে পড়ল। সূর্যের আলোয় ঝিক করে উঠল টুনার রুপালি গা। প্রথমটা পানিতে পড়ার সাথে সাথে আর একটা, এবং তারপর আরও একটা ভেসে উঠে ঝাপাঝাপি করতে লাগল চারদিকে, পানি ছিটিয়ে দীর্ঘ লাফে টোপটা ধরবার প্রয়াস পেল। টোপের চারপাশে ঘুরছে ওরা, ধাক্কা মারছে নাক দিয়ে।

ওরা যদি খুব দ্রুত পালিয়ে না যায় আমি ওদের মাঝে গিয়ে পড়তে পারব, ভাবল বুড়ো। পানিতে রুপালি ফেনার সৃষ্টি করেছে ডলফিনের ঝাঁক, দেখল সে, পাখিটা এখন আতঙ্কে ভেসে ওঠা টোপের মাছগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনবরত।

'মাছ ধরার কাজে পাখি বেশ উপকারে আসে,' বলল বুড়ো। এবং ঠিক ওইসময় ওর পায়ের তলায় চেপে রাখা পেছনের গলুই-য়ের দড়িতে টান পড়ল। দাঁড় নামিয়ে রেখে দড়িটা ধরল ও, দৃঢ় হাতে টেনে তুলবার সময় বড়শি ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টারত টুনাটার

টের পেল। দড়ি টানার সাথে সাথে বাড়ল ছটফটানি এবং ডিঙিতে তুলবার আগেই পানির ভেতরে ও মাছের নীল পিঠ আর সোনালি বুকের আভাস পেল। প্রখর রোদে গলুইয়ের পেছন দিকে পড়ে রইল মাছটা, নিটোল বুলেটের মত ছুঁচাল দেহ, পাটাতনের ওপর নিখুঁত, বিদ্যুৎগতিসম্পন্ন লেজটা চকিতে একবার আছড়ে বড় বড় নির্বোধ চোখ দুটো উলটে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করল। দয়াপরবশত ওর মাথায় আঘাত করল বুড়ো, লাথি মারল ওকে, গলুইয়ের ছায়ায় মাছটার দেহ তখনও কাঁপছিল তিরতির।

'অ্যালবাকোর,' জোর গলায় বলল সে। 'চমৎকার টোপ হবে। কম করে হলেও দশ পাউণ্ড ওজন।'

একা হয়ে গেলে কবে থেকে সে জোরে কথা বলতে শুরু করেছে তার মনে নেই। অতীতে একাকী অবস্থায় গান গাইত সে, রাতে কাছিম শিকারী বা মাছধরা পাল তোলা নৌকায় যখন একলা দাঁড়ে বসে থাকত তখনও মাঝে মধ্যে গান গেয়েছে। বোধহয় একা হয়ে যাবার পর থেকে, যখন তাকে ছেড়ে চলে গেল ছেলেটা, জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করেছে সে। তবে ঠিক কোনটা তা আজ ওর মনে নেই। যখন ও আর ছেলেটা একসঙ্গে মাছ ধরত কেবল প্রয়োজন পড়লেই কথা বলত ওরা। রাতে অথবা কখনও ঝড়ে আটকে পড়লেও গল্প করত। সমুদ্রে অনর্থক কথা না বলে থাকতে পারাটাকে একটি দুর্লভ গুণ হিসেবে দেখা হয়, আর বুড়োও তা মেনে নিয়ে সবসময় শ্রদ্ধা করে এসেছে

একে। কিন্তু এখন আর যেহেতু ওর কথায় বিরক্ত হবার মত কেউ নেই নিজের চিন্তাভাবনা অনেক সময় সে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করে।

'অন্যরা যদি শোনে আমি একা একা কথা বলছি, নির্ঘাত ওরা আমাকে পাগল ঠাউরাবে,' উচ্চকণ্ঠে বলল সে। 'কিন্তু যেহেতু আমি জানি আমি পাগল নই, ওদের কথায় আমার কিছু যায় আসে না। ধনী জেলেরা তো দেশ বিদেশের ঘটনা আর বেসবলের খবর শোনার জন্য নিজেদের নৌকায় রেডিয়ো রাখে।'

এখন বেসবল নিয়ে চিন্তা করবার সময় নেই, ও ভাবল। এখন কেবল একটা জিনিসের কথাই ভাববার সময়। যে কারণে আমার জন্ম তার কথা। ওই ঝাঁকের মধ্যে একটা বড় মাছ থাকা অসম্ভব না, ভাবল ও। আমি তো শুধু একটা দলছুল অ্যালবাকোর পেয়েছি মাত্র। তবে ওরা দূরে চলে যাচ্ছে, এবং দ্রুত। আজ পানির ওপরে যা কিছুই দেখা যাচ্ছে তারা সবাই দ্রুতগতিতে এবং ঈশান কোণে ছুটছে। এটা কি সময়ের খেলা? না আব-হাওয়া বদলের কোন ইঙ্গিত যা বুঝতে পারছি না আমি?

এখন আর সে সবুজ তটরেখা দেখতে পাচ্ছে না। নীল গিরির চুড়ো আর তার ওপরে তুষার পর্বতের মত মেঘ চোখে পড়ছে শুধু। পাহাড়চুড়োগুলো এত সাদা যে মনে হয় রাশি রাশি তুষার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। রৌদ্রকরোজ্জ্বল সমুদ্র গাঢ় নীল, পানিতে আলোর সাতরঙ। দুপুরের সূর্য অগণন শৈবালকণাকে গ্রাস করেছে। পানির এক মাইল গভীরে নেমে যাওয়া মাছধরা দড়ি-

শক্তি গুলোর পাশাপাশি বুড়ো এখন কেবল বর্ণালি রোদের ঝিলিমিলি দেখতে পাচ্ছে নীল পানিতে।

টুনাগুলো, এই জাতের সব মাছকেই জেলেরা টুনা বলে ডাকে এবং শুধু বাজারে বিক্রির সময় বা যখন কারও সাথে অদলবদল করে টোপের মাছ কেবলমাত্র তখনই আসল নাম ব্যবহার করা হয় ওদের, ডুব দিয়েছে আবার। সূর্য এখন তেতে উঠেছে এবং বুড়ো টের পায় তার পিঠ পুড়ে যাচ্ছে গরমে, দাঁড় বাইবার সময় ঘাম গড়াচ্ছে শিরদাঁড়া বেয়ে।

স্রোতের অনুকূলে ডিঙি ভাসিয়ে দিয়ে ইচ্ছে করলে আমি ঘুমাতে পারি, ও ভাবল, জাগিয়ে দেবার জন্য বড়শির দড়ি আমার পায়ের বুড়ো আঙুলে বেঁধে রাখলেই হবে। তবে আজ পঁচাশিতম দিন—আমার উচিত সারা দিন মন দিয়ে মাছ ধরা।

ঠিক তখনই, মাছধরা দড়িগুলো পর্যবেক্ষণ করবার সময়, ও দেখল একটা সবুজ ফাতনা ঝপ করে ডুবে গেল।

'আচ্ছা,' বলল সে। 'আচ্ছা,' এবং ডিঙিটা একটুও না দুলিয়ে দাঁড় দুটো উঠিয়ে রাখল। দড়িটার দিকে হাত বাড়াল সে এবং ওর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনীর মাঝে মোলায়েম-ভাবে ধরে রাখল ওটা। কোনরকম টান বা ভার বোধ করল না সে, হালকাভাবে দড়িটা ধরে রইল। পরমুহূর্তে ফের এল টানটা, এবারে পরীক্ষামূলক আলতো একটা টান, দৃঢ় বা জোরাল নয়, এবং ও বুঝে গেল জিনিসটা আসলে কি। একশ বাঁও নিচে একটা মালিন ছোট্ট টুনার মাথা ভেদ করে বেরিয়ে থাকা হাতে বাঁকান

বড়শির গা থেকে সার্ডিন খুবলে খাচ্ছে।

বাঁ হাতে ছিপ থেকে দড়িটা ছাড়িয়ে আলতো, নরম হাতে ওটা ধরে রইল বুড়ো। এবার অনায়াসে তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে দড়ি, মাছটা কোনরকম টানের আভাস পাবে না।

এতদূরে এসেছে যখন, ও ভাবল, নিশ্চয়ই এ মাসে বেশ বড়ই হবে ওটা। সার্ডিনগুলো খাও, মাছ। খাও। দয়া করে খাও ওগুলো। খুবই তাজা জিনিস, আর তোমরাও ছশ ফুট নিচে ওই কনকনে ঠাণ্ডা পানিতে অন্ধকারের মধ্যে রয়েছ। অন্ধকারে আর একবার ঘুরে এসে খাও ওদের।

হালকা মৃদু টান অনুভব করে ও এবং তারপরই একটা হ্যাঁচকা টান। নিশ্চয়ই এসময় বড়শি থেকে সার্ডিনের মাথা ছাড়াতে কষ্ট হচ্ছিল মাছটার। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

'এস,' চিৎকার করে উঠল বুড়ো। 'আর একবার ঘুরে দাঁড়াও। গন্ধ শোঁক ওদের। কি, চমৎকার না? আগে ওদের খেয়ে নাও, তারপর তো টুনা আছেই। শক্ত ঠাণ্ডা এবং সুস্বাদু। লজ্জা কর না, বাছা। খেয়ে নাও।'

বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মাঝে দড়িটা চেপে ধরে অপেক্ষা করছে ও, লক্ষ্য করছে বড়শির দড়িটা। বলা যায় না, মাছটা ওপরে বা নিচে, যেকোন জায়গায় থাকতে পারে—তাই এই-সাথে অন্যান্য মাছধরা দড়িগুলোর দিকেও নজর রাখছে সে।

এমন সময়ে আবার মৃদু টান পড়ল দড়িতে।

'ও খাবে ওটা,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো। 'খোদা, ওটা খেতে সাহায্য কর ওকে।'

কিন্তু বড়শি গিলল না ও। চলে গেছে, বুড়ো আর কোন টান অনুভব করে না দড়িতে।

'অসম্ভব, ও যেতেই পারে না,' বলল ও। 'যিশু জানেন ও যায়নি। ঘুরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। হয়ত এর আগেও কখনও ধরা পড়েছিল বড়শিতে, তাই ঘুরে ফিরে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করছে।'

এবার দড়িতে মোলায়েম একটা দোলা অনুভব করল ও এবং খুশি হল।

'একটু ঘুরে আসতে গিয়েছিল,' বলল সে। 'বড়শিটা ও গিলবে।'

বড়শিতে হালকা টান পড়ায় আনন্দিত হয়ে ওঠে ও এবং তারপর টানটা বেশ তীব্র আর অসম্ভব ভারি বলে মনে হল। নিশ্চয়ই মাছের ওজন। গোটান বাড়তি দুগোছা দড়ির প্রথমটা খুলে দিয়ে বড়শিটা নিচে নামিয়ে দেয় ও, নিচে, আরও নিচে। বুড়োর আঙুলের ফাঁক দিয়ে সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে দড়ি, যদিও বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে খুব আলতোভাবে ওটা ধরে রয়েছে ও তবু দড়ি নেমে যাবার সময় আঙুলের ফাঁকে বিশালকায় মাছটার চাপ উপলব্ধি করে।

'মাছ বটে একখানা,' বলল ও। 'টোপটা এখন মুখের এক-

পাশে রেখে ওটা নিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে।'

এরপর ও ঘুরে গিলে ফেলবে এটা, ভাবল সে। তবে মুখে কিছুই বলল না কারণ ও জানে ভাল কিছু জাহির করলে শেষ পর্যন্ত সেটা না ঘটবার আশঙ্কা থাকে। মাছটা কত বড় ও জানে, টুনাটা গলার ভেতরে আড়াআড়িভাবে নিয়ে ওকে কল্পনায় সে পালিয়ে যেতে দেখে। হঠাৎ ওই সময়ে ওর একবার মনে হয় মাছটা বুঝি চলা বন্ধ করেছে, যদিও দড়িতে ওর ভার ঠিকই টের পাচ্ছিল। এরপর ভার বেড়ে গেল বেশ খানিকটা এবং দড়িতে আরও ঢিল দিল সে। মুহূর্তের জন্য আঙুলের চাপ আর একটু বাড়াল ও, সামান্য খিঁচ পড়ল দড়িতে এবং তারপর সাঁ সাঁ করে নেমে যেতে লাগল।

'টোপটা গিলেছে ও,' বলল সে। 'এবার ওকে ওটা ভাল করে খেতে দেব আমি।'

দুআঙুলের ফাঁক গলে বেড়িয়ে যাচ্ছে দড়ি, ওই সাথে উবু হয়ে বাঁ হাতে বাড়তি দুগোছা দড়ির শেষ মাথা পরবর্তী বড়শির বাড়তি দুগোছা দড়ির সঙ্গে গিঁট দিয়ে বাঁধল ও। এবার সে প্রস্তুত। এখন ওর কাছে, যে দড়িটা ব্যবহার করছে সেটা ছাড়াও, আরও তিনটে চল্লিশ বাঁও দড়ির গোছা রয়েছে।

'আর একটু খাও,' বলল সে। 'ভাল করে খাও।'

এমনভাবে খাও যেন বড়শির ফলাটা তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে যায়, আর ওই সঙ্গে তুমিও খতম হয়ে যাও, আপনমনে বলল সে। তারপর আপসে ভেসে ওঠ ওপরে। তোমার শরীরে হারপুন

বেঁধাতে দাও আমাকে। ঠিক আছে। কই, হয়েছে তোমার? অনেকক্ষণ ধরেই না বসে আছ খোরাক সামনে নিয়ে?

'এইবার!' চিৎকার করে উঠে হুহাতে সজোরে দড়ি টানতে শুরু করল ও, তুলে ফেলল গজ খানেক এবং সর্বশক্তিতে অবিরাম টানতে লাগল, প্রতিবারে ঝাঁকুনি দিয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে একটা হাত।

কিছুই হল না। মাছটা ধীর গতিতে নেমে গেছে নিচে, বুড়ো এক ইঞ্চিও ওঠাতে পারেনি ওকে। তার দড়িটা মজবুত, বড় মাছ ধরবার জন্যেই তৈরি। এবার সে দড়িটা পিঠের ওপর দিয়ে এমনভাবে টেনে ধরল যে টানটান হয়ে পানির ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল ওটা থেকে। তারপর পানির ভেতরে একটা চাপা শোঁ শোঁ আওয়াজ শুরু করল দড়িটা এবং মাছের তড়পানি ও হ্যাঁচকা টানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আগুপিছু করে, ওটা ধরে রইল সে। নৌকাটা এবার ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিমে ভেসে যেতে থাকে।

এক নাগাড়ে ছুটছে মাছ, আর সঙ্গে সঙ্গে ওরাও মন্থর গতিতে শান্ত সাগরের বুক চিরে এগিয়ে চলেছে। বাকি টোপগুলো এখনও পানিতেই রয়েছে কিন্তু ওগুলোর ব্যাপারে কিছুই আর করবার উপায় নেই।

'ছেলেটা থাকলে সুবিধে হত,' স্বগতোক্তি করল বুড়ো। একটা মাছ আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর আমি হলাম দড়ির খুঁটা। ইচ্ছে করলে দড়িটা বাঁধতে পারি আমি। কিন্তু ও

তাহলে সেটা ছিঁড়ে ফেলতে পারে। তার চেয়ে এ-ই ভাল, আমি ওকে ধরে থাকি যতটা সম্ভব, তারপর ওর প্রয়োজন অনুযায়ী দড়িতে ঢিল দিলেই চলবে। খোদা মেহেরবান, মাছটা নিচে না গিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছে।'

ও যদি নিচের দিকে রওনা হয় কি করব আমি তা আমার জানা নেই। যদি গভীর কোন গর্তের ভেতর ঢুকে পড়ে এবং মারা যায় তখন কি করব তাও জানি না। তবে কিছু একটা করতে হবে আমাকে। করবার মত আমার অনেক কিছুই রয়েছে।

পিঠের ওপর দিয়ে দড়িটা টেনে ধরে থাকে ও, লক্ষ্য করে কেমন বাঁকা হয়ে ওটা নেমে গেছে পানিতে।

এরকম চলতে থাকলে ও মারা যাবে, ভাবল বুড়ো। চিরকাল তো আর এভাবে ছুটতে পারবে না। কিন্তু চার ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পরেও, তেমনি এক নাগাড়ে ডিঙি টেনে নিয়ে গভীর সমুদ্রে এগিয়ে চলল মাছটা, আর বুড়ো পিঠের ওপর দিয়ে দৃঢ় হাতে দড়ি জাপটে ধরে বসে রইল।

'দুপুর বেলায় ওকে বড়শিতে গেঁথেছি আমি,' আনমনে বলল সে। 'অথচ এখন পর্যন্ত একবারও দেখতে পেলাম না।'

মাছটাকে ও যখন বড়শিতে গাঁথে, তার আগে ওর মাথালটা ও শক্ত করে মাথায় চেপে বসিয়ে দিয়েছিল। এখন তার ঘষায় ওর কপাল কেটে যাচ্ছে। ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল ওর, হাঁটু গেড়ে বসে, দড়িতে যাতে এতটুকু কাঁপন না জাগে এমনিভাবে সাবধানে যতটা সম্ভব গলুইয়ের সামনের দিকে এগিয়ে গেল ও এবং

হাত বাড়িয়ে পানির বোতলটা টেনে নিল। ছিপি খুলে খানিকটা পানি খেল সে। তারপর গলুইতে হেলান দিল। গোটান মাস্তুল আর পালের ওপর বিশ্রাম নিতে বসে কোনরকম চিন্তা করে না ও, একমনে কঠিন পরিশ্রমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করে।

একটু বাদে পেছন ফিরে ও দেখল স্থলভাগের শেষ চিহ্ন-টুকুও আর চোখে পড়ছে না। কিছু যায় আসে না এতে, ভাবল সে। হাভানা বন্দরের আলোকরশ্মি ধরে স্বচ্ছন্দে ফিরে আসতে পারব আমি। সূর্য ডুবতে আরও দুঘণ্টা বাকি, হয়ত তার আগেই ভেসে উঠবে ও। যদি তা না করে, তাহলে বোধহয় চাঁদ ওঠার সময়ে উঠবে। আর যদি তাও না হয়, মনে হয় সূর্যোদয়ের সাথে উঠবে। আমার হাতে পায়ে খিল ধরেনি, বেশ ঝরঝরেই লাগছে। বড়শি ওর গলাতে, ক্লান্ত যা কিছু হবার সে-ই হবে। তবে যেভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, বোঝা যায় একখানা মাছ বটে। নিশ্চয়ই শক্ত করে কামড়ে ধরেছে দড়ি। ইস, ওকে যদি আমি দেখতে পেতাম। কার সঙ্গে লড়ছি বোঝার জন্য কেবল একটি-বারও যদি দেখতে পেতাম ওকে।

নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে লোকটা বুঝতে পারে সারা রাতে মাছটা একবারও তার গতিপথ বা লক্ষ্য কোনটাই পরি-বর্তন করেনি। সূর্যাস্তের পর ঠাণ্ডা পড়েছে। বুড়োর পিঠ হাত আর শীর্ণ দুখানা পায়ের ঘাম ওই ঠাণ্ডাতেই শুকিয়ে গেছে। দিনের বেলায় রোদে মেলে দিয়ে টোপের বাক্স ঢাকার ছালাটা

শুকিয়ে নিয়েছিল ও। সূর্যাস্তের পর এমনভাবে সেটা গলায় বাঁধল যেন তার পিঠের ওপর ঝুলে থাকে ছালা, তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে ধরা দড়ির তলায় ঢুকিয়ে দিল আলগোছে। ছালাটা পিঠ আর দড়ির মাঝখানে আবরণের মত সৃষ্টি করায়, এবার সে গলুইতে ঠেস দিয়ে মোটামুটি আরাম করে বসার সুযোগ পেল। এখনকার অবস্থানটা আসলে আগের চাইতে একটু কম কষ্টদায়ক ; তবে একেই বেশ আরামদায়ক বলে ধরে নিল সে।

ওর কোন ক্ষতি করতে পারব না আমি, ভাবল ও, আর সে-ও আমার কিছু করতে পারবে না। অন্তত যতক্ষণ এভাবে চলছে সে।

একবার উঠে ডিঙির কিনারে দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করল ও, তারপর আকাশের তারা দেখে আন্দাজ করে নিল কোন্ পথে চলছে। ওর কাঁধ থেকে সরাসরি নেমে যাওয়া দড়িটাকে এখন পানিতে জ্বলন্ত ফসফরাসের রেখার মত লাগছে। এবার ওদের চলার গতি কিছুটা মন্থর, হাভানা বন্দরের আলোকরশ্মিও ম্লান হয়ে এসেছে, ফলে ও বুঝতে পারে স্রোত ওদেরকে পুবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। হাভানার শেষ আলোকরশ্মিটুকু যদি হারিয়ে ফেলি, তাহলে ধরে নিতে হবে আরও পুবে সরে এসেছি আমরা, ভাবল ও। মাছটা যদি আগের পথেই চলে, ওই আলো আরও অনেক-ক্ষণ দেখতে পাব আমি। না জানি আজকে বেসবলের বড় লীগ-গুলোতে ফলাফল কি হয়েছে, ও ভাবল। একটা রেডিয়ো সঙ্গে

থাকলে মাছ ধরাটা জমত। তারপর ভাবল, এখন একটা চিন্তাই কর। যা করছ তার চিন্তা। বোকার মত কোনকিছু করা চলবে না তোমার।

তারপর সরবে বলল, 'আজ ছেলেটাকে সঙ্গে নিলে হত। সাহায্য করত আমাকে, আর দেখতেও পারত এ দৃশ্য।'

বুড়ো বয়সে কারুরই একা থাকা উচিত নয়, ভাবল সে। অথচ এড়াবারও কোন উপায় নেই। শরীরটাকে আমার সবল রাখতে পচে যাবার আগেই টুনাটা খেয়ে ফেলতে হবে। মনে রেখ, যত সামান্যই হোক না কেন, ভোর বেলায় কিছু মুখে দিতে হবে তোমার। মনে থাকে যেন, নিজেকে সতর্ক করে দিল সে।

রাতে দুটো শুশুক এল নৌকার ধারে। ওদের হল্লোড়ের আওয়াজ শুনতে পেল সে এবং পুরুষের কর্কশ ও স্ত্রী শুশুকের চাপা শব্দে জলকেলির পার্থক্য ধরতে পারল।

'ওরা ভীষণ ভাল,' বলল সে। 'আমোদ করে জীবনটাকে উপভোগ করে। ভালবাসে একে অন্যকে। উড়ন্ত মাছেদের মতই ওরা আমাদের আপনজন।'

তারপর বড়শিতে গাঁথা বিশাল মাছটার প্রতি দরদে ওর মন উথলে উঠল। মায়াবী সুন্দর একটা মাছ, না জানি ওর বয়স কত, ও ভাবে। জীবনে কখনও এত শক্তিশালী মাছ আমি ধরিনি, আর এরকম রহস্যময় আচরণও কেউ করেনি আমার সাথে। বোধহয় ও অতি চালাক, তাই লাফিয়ে উঠছে না পানির ওপরে। লাফিয়ে কিংবা দড়ি ছেঁড়া হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমার

সর্বনাশ করতে পারত ও। তবে এর আগে সম্ভবত আরও বহুবার ও বড়শিতে ধরা পড়েছে, বুঝেছে এভাবেই লড়তে হবে তাকে। কিন্তু ও জানবে কিভাবে মাত্র একজন, তাও একজন বুড়োমানুষের বিরুদ্ধে লড়ছে সে। তবে মাছটা নিঃসন্দেহে বিরাট, খেতে স্বাদু হলে প্রচুর দাম পাওয়া যাবে বাজারে। একেবারে খাঁটি একজন মরদের মতই টোপটা গিলেছে ও, আর টানছেও ঠিক ব্যাটা-ছেলেদের মত। ওর লড়াইতে কোনরকম ভয় ভীতির ছাপ নেই। আচ্ছা, সত্যিই কি কোন মতলব আছে ওর, না আমারই মত মরিয়া হয়ে উঠেছে?

একবার একজোড়া মালিনের একটিকে ধরেছিল সে, তখন-কার কথা ওর মনে পড়ল। পুরুষ মাছ সর্বদাই স্ত্রী মাছকে আগে খেতে দেয়। বড়শিতে আটকে পড়া মাছটা, স্ত্রী মাছ, আতঙ্কিত হতবিহ্বল হয়ে দড়ি ছেঁড়ার জন্য মরিয়াভাবে টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে এবং এর ফলে অল্পক্ষণের ভেতর নিস্তেজ হয়ে যায়। এসময় পুরুষ মাছটা পানির ওপরে সারাক্ষণ ওর সঙ্গিনীর পাশে চক্রা-কারে ঘুরেছে, কখনও পাশ কাটিয়ে গেছে বড়শির দড়িকে। ও তখন এত কাছাকাছি চলে এসেছিল যে বুড়ো ভয় পাচ্ছিল মাছটা ওর কাস্তে সদৃশ ধারাল লেজের আঘাতে দড়িটা কেটে দেবে। তারপর ও যখন কোঁচ মারল স্ত্রী মাছকে, ওর গায়ের রঙ বদলে গিয়ে প্রায় আয়নার পারদ ঘষা অংশের মত না হয়ে ওঠা পর্যন্ত শিরিস কাগজ জড়ান বাঁটের মুগুর দিয়ে অবিরাম আঘাত করে ওর মাথায়, এবং তারপর যখন, ছেলেটার সাহায্যে,

ডিঙিতে টেনে তোলে ওকে তখনও পুরুষ মাছটা নৌকার পাশে থেকেছে। তারপর, বুড়ো যখন দড়িগুলো গুছিয়ে ফের হারপুনটা তৈরি করতে শুরু করে, সঙ্গিনী কোথায় আছে এক ঝলক দেখার জন্য শেষবারের মত পানি ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে শূন্যে এবং তারপর ওর বক্ষসংলগ্ন হালকা নীল ডোরাকাটা ডানা দুটো মেলে দিয়ে নেমে যায় গভীর সমুদ্রতলে। খুব সুন্দর ছিল মাছটা, বুড়োর মনে আছে, শেষ মুহূর্ত অবধি ওর সঙ্গিনীর পাশে পাশে থেকেছে।

মার্লিন ধরতে গিয়ে ওরকম করুণ দৃশ্য আমি আর কখনও দেখিনি, বুড়ো ভাবল। ছেলেটাও আঘাত পেয়েছিল ভীষণ। নিহত মাছটার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে আমরা কুটে ফেলেছিলাম ওকে।

'ছেলেটাকে আজ যদি পেতাম এখানে,' উচ্চস্বরে বলে গলুই-য়ের সামনের অংশে পাটাতনের গোলাকার তক্তাগুলোর ওপর বসল সে। কাঁধের ওপর দিয়ে বড়শির টানে সেই বিশাল মাছটার অমিত শক্তির আভাস পাচ্ছে ও, যে তাকে আপন কোন এক গন্তব্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অবিরত।

শুধু একবার, আমার বিশ্বাসঘাতকতার কারণে, নিজের আবাস ঠিক করা জরুরি হয়ে উঠেছিল ওর কাছে, ভাবল বুড়ো।

সব ফন্দি-ফিকির আর বিশ্বাসঘাতকতার চোরাবালি এড়িয়ে গিয়ে, দুর সমুদ্রের গভীর কাল পানিতে নিজের আবাস বেছে নিয়েছিল ও। আমার লক্ষ্য ছিল সমস্ত লোকালয় ছাড়িয়ে,

সেখানে গিয়ে ওকে খুঁজে বের করা। পৃথিবীর সমস্ত লোকালয়। আজ আমরা দুজনেই মিলিত হয়েছি এবং সেই দুপুর থেকে রয়েছি একসঙ্গে। আমাদের কারুকেই সাহায্য করবার মত কেউ নেই এখানে।

আমার বোধহয় জেলে না হওয়াই উচিত ছিল, ভাবল সে। কিন্তু এর জন্যেই আমার জন্ম। ভোরের আলো ফুটলে আমাকে মনে করে টুনাটা খেতে হবে।

ভোরের আলো ফুটবার খানিক আগে পেছনের টোপ-গুলোর একটায় ধরা পড়ল কিছু একটা। ও ফাতনাটা ভাঙার আওয়াজ পেল, তারপর ডিঙির উঁচু ধার ঘেঁষে ছুটে বেরিয়ে যেতে শুরু করল বড়শির দড়ি। অন্ধকারে তার চাকুটা বের করল সে এবং বাঁ কাঁধে মাছের সমস্ত ভার নিয়ে, পেছনে ঈষৎ বাঁকা হয়ে পাটাতনের সঙ্গে ঘষে দড়িটা কেটে দিল। এরপর সবচেয়ে কাছের আর একটা বড়শির দড়িও কেটে দিল সে এবং অন্ধকারেই বাড়তি দড়িগুলোর কাটা মাথা একসঙ্গে বেঁধে ফেলল। এক হাতে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজটা করল ও, শক্ত করে গিঁট দেবার সময় পা দিয়ে চেপে ধরল দড়ি। এবার ওর কাছে ছটা বাড়তি দড়ির গোছা হল। প্রতিটা খণ্ডিত বড়শি থেকে একটা করে পেয়েছে মোট দুটো, আর মাছটা যে টোপ গিলেছে তার দুটো। এখন এর সবকটিই গিঁট দিয়ে বাঁধা হয়েছে একসাথে।

আলো ফুটলে, ও ভাবল, চল্লিশ বাঁও নিচে যে টোপটা

ফেলা হয়েছে সেখানে ফিরে গিয়ে ওটাও কেটে ফেলব আমি, তারপর বাড়তি দড়িগুলোর সঙ্গে জোড়া দেব। এতে দুশ বাঁও উৎকৃষ্টমানের কাতালান দড়ি আর কয়েকটা বড়শি আর ফাতনা হারাতে হবে আমাকে। তবে এ ক্ষতি পুষিয়ে নেয়া যাবে পরে। কিন্তু আমি অন্য মাছ ধরলে সে যদি এই মাছটার দড়ি কেটে দেয় তার ক্ষতিপূরণ দেবে কে? এই মাত্র যে মাছটা টোপ গিলেছিল সেটা কোন্ জাতের মাছ আমি জানি না। মালিন হতে পারে। অথবা ব্রডবিল কিংবা হাঙরও হতে পারে। ঝটপট দড়ি কেটে দিয়ে ওর হাত থেকে রেহাই পেতেই ব্যস্ত ছিলাম আমি, অন্যদিকে খেয়াল দেবার সময় পাইনি।

উচ্চকণ্ঠে বলল ও, 'আজ যদি ছেলেটা থাকত আমার সঙ্গে।'

কিন্তু ছেলেটা তোমার সঙ্গে নেই, ভাবল সে। তুমি সম্পূর্ণ একা, নিজেই নিজের একমাত্র সহায়। কাজেই অন্ধকারেই হোক কিংবা আলোয়, সেই শেষ দড়িটার কাছে বরং ফিরে গিয়ে কেটে দাও সেটা এবং বাড়তি গোছা দুটো জুড়ে দাও এগুলোর সঙ্গে।

তাই করল সে। অন্ধকারে কাজটা বেশ কঠিনই হল। মাঝে একবার বড় মাছটার হ্যাঁচকা টানে পাটাতনের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে ওর চোখের নিচে কেটে গেল। গালের ওপর রক্তের ধারা গড়িয়ে নামল কিছুদূর। তবে ওর থুতনির কাছে পৌঁছাবার আগেই জমে শুকিয়ে গেল রক্ত এবং আবার সে গলুইয়ের সামনের অংশে ফিরে গিয়ে কাঠে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। ছালাটা নতুন করে বসায় ও, তারপর সাবধানে দড়িটা কাঁধের অন্য

অংশে সরিয়ে ভাল করে চেপে ধরে ওটা এবং মাছের টান উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে, তারপর পানিতে হাত রেখে দেখে ডিঙিটা চলছে কি-না।

আচ্ছা, ও তখন ওরকম হ্যাঁচকা টান মারল কেন, আন্দাজ করতে চেষ্টা করল সে। নিশ্চয়ই দড়িটা ওর দশাসই পিঠের ওপর ঘষা খেয়েছিল। তবে আমার যতটা লাগছে ওর পিঠে ততখানি ব্যথা অনুভূত হবে না। অবশ্য ও যত বিশালই হোক, ডিঙিটা এভাবে আজীবন টেনে নিয়ে যেতে পারবে না। ঝামেলা বাধাতে পারে এরকম সব জিনিসই হটান হয়েছে এখন, আর আমার কাছেও প্রচুর বাড়তি দড়ি আছে ; অন্তত যতখানি একজন মানুষের কাছে থাকা সম্ভব।

'মাছ,' সরবে অথচ মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার সঙ্গে আমি আমৃত্যু লড়ে যাব।'

মনে হয় ও আমার সাথে সাথেই থাকবে, এই ভেবে বুড়ো বসে রইল আলো ফুটবার অপেক্ষায়। ভোর হবার আগের এই মুহূর্তটায় একটু শীত পড়ে, তাই শরীরটাকে গরম করতে কাঠের গায়ে সেঁটে গেল ও। ওই মাছের চেয়ে আমার শক্তি কিছু কম নয়। যতক্ষণ ওর মুরোদ আছে ততক্ষণ আমিও পারব ওর সঙ্গে এভাবে লড়ে যেতে, ভেতরে ভেতরে প্রত্যয় বোধ করল সে। ধলপহরের আলোয় দেখা গেল বড়শির দড়িটা প্রসারিত হয়ে নেমে গেছে গভীর পানিতে। আগের মত একইভাবে এগিয়ে চলেছে নৌকা। একটুবাদে বুড়োর ডান কাঁধের দিকে দেখা দিল

সূর্যের প্রথম আলোকরশ্মি।

'উত্তরে যাচ্ছে ও,' বুড়ো বলল। স্রোতের টানে আমাদের পুব দিকে সরে যাবার কথা, আপনমনে ভাবল সে। আশা করি ও স্রোতের পক্ষেই মুখ ঘুরাবে। আর তাহলেই বোঝা যাবে ও ক্লান্ত হয়ে পড়ছে।

সূর্য যখন আরও ওপরে উঠে গেল বুড়ো বুঝতে পারল মাছটা মোটেই ক্লান্ত হয়নি। কেবল একটা শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দড়ির ঢাল থেকে বোঝা যায় এখন ও অপেক্ষাকৃত অল্প পানিতে ভেসে যাচ্ছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে ও লাফিয়ে উঠবে। আবার উঠতেও পারে।

'খোদা, ওকে লাফিয়ে উঠতে দাও তুমি,' বুড়ো বলল। 'ওকে সামলাবার মত যথেষ্ট দড়ি আছে আমার কাছে।'

দড়িটা আর একটু টেনে ধরলে বোধহয় লাফিয়ে উঠবে ও, ভাবল সে। এখন এই দিনের আলোয় মাছটা যদি একবার পানি ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে, ওর শিরদাঁড়া লাগোয়া পটকাগুলো বাতাসে ভরে যাবে, ফলে তখন আর মরার জন্য গভীর পানিতে ডুব দিতে পারবে না ও।

টান বাড়াতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু মাছটাকে বড়শিতে গাঁথবার পর থেকে দড়িটা টান টান হয়ে ছিঁড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। এখন পেছনে ঝুঁকে টানতে গিয়ে সেটা উপলব্ধি করে ও এবং সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পারে আর চাপ বাড়ান যাবে না দড়িটার ওপর। হ্যাঁচকা টান মারা একটুও উচিত হবে না আমার,

ভাবল সে। প্রতিটা হ্যাঁচকা টান বড়শির ক্ষতটা চওড়া করে দেবে, আর তারপর সত্যি সত্যিই যদি ওই মাছ লাফিয়ে ওঠে পানির ওপরে, তখন ও বড়শিটা খুলে ফেলা বিচিত্র না। যাই হোক, এই রোদে বেশ আরাম লাগছে আমার, তাছাড়া আপাতত আমাকে সরাসরি তাকাতে হচ্ছে না সূর্যের দিকে।

বড়শির দড়িতে হলুদ লতাপাতা আটকে রয়েছে। তবে বুড়ো জানে এতে সে একটা বাড়তি ওজনের সুবিধে পাচ্ছে, মাছটার পক্ষে ভারি দড়িটানা একটু কষ্টকর হয়ে উঠবে, খুশি হয়ে ওঠে ও। এই হলুদ সামুদ্রিক লতাগুল্মগুলোই ওভাবে জ্বলজ্বল করছিল রাতে।

'শোন, মাছ,' বলল সে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধাও করি যথেষ্ট। তবে আজ দিন শেষ হবার আগেই তোমাকে বধ করব আমি।'

অন্তত তাই আশা করতে দোষ কি, সে ভাবল।

উত্তর থেকে ছোট্ট একটা পাখি উড়ে এল ডিঙির দিকে। একটা ওয়ার্বলার, গায়কপাখি। পানির ওপরে বেশ নিচু দিয়ে উড়ছে। বুড়ো স্পষ্টতই দেখতে পায় পাখিটা খুব ক্লান্ত।

পাখিটা গলুইয়ের পেছনের অংশে বসে জিরাল কিছুক্ষণ, তারপর বুড়োর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বড়শির দড়ির ওপর বসে পড়ল। এখানে আর একটু বেশি আরাম পেল ও।

'তোমার বয়স কত?' পাখিটাকে জিজ্ঞেস করল বুড়ো। 'এটাই বুঝি তোমার পয়লা সফর?'

বুড়ো কথা বলার সময় পাখিটা ওর দিকে তাকিয়েছিল।

ভীষণ ক্লান্ত সে, এত যে দড়িটা খুঁটিয়ে দেখবার আগ্রহটুকু পর্যন্ত বোধ করে না, টলমলভাবে নাজুক পা দুটো দিয়ে শুধু আঁকড়ে ধরে রইল ওটা।

'দড়িটা মজবুত,' বুড়ো বলল ওকে। 'খুব মজবুত। রাতে বাতাস ছিল না, তোমার তো এতটা হাঁপিয়ে যাবার কথা না। কেউ তাড়া করেছিল তোমাকে?'

বাজপাখিগুলো ওদের ধরার জন্য খোলা সমুদ্রে চলে আসে, ভাবল সে। তবে এসব কিছুই পাখিটাকে বলল না কারণ ওর কথা সে কিছুই বুঝতে পারবে না, আর তাছাড়া অচিরেই ও নিজেই জানতে পাবে বাজের স্বভাব কেমন।

'ভালমত বিশ্রাম নাও, ছোট পাখি,' বলল সে। 'তারপর উড়ে গিয়ে তোমার জীবনের বাজি লড়ো, একজন মানুষ বা পাখি কিংবা একটা মাছ যেভাবে লড়ে, সেভাবে।'

কথা বলতে উৎসাহ পায় সে কারণ এতে ব্যথা ভুলে থাকতে পারছে। সারা রাত্তিরের ধকলে শক্ত হয়ে গিয়েছিল ওর পিঠ, এখন সেটা যন্ত্রণায় টনটন করছে।

'পাখি, ইচ্ছে করলে আমার এই বাসায় থাকতে পার তুমি,' বলল সে। 'তবে এই ফুরফুরে হাওয়ায় পাল খাটিয়ে তোমাকে নিয়ে যেতে পারছি না বলে দুঃখিত। আমি এখন এক বন্ধুর সাথে রয়েছি।'

ঠিক ওই মুহূর্তে মাছটা আবার একটা হ্যাঁচকা টান মারতে গলুইয়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল বুড়ো। আর একটু হলেই

মাছটা পানিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ওকে, তাড়াতাড়ি পাটাতন আঁকড়ে ধরে দড়িতে খানিকটা ঢিল দিয়ে বাঁচল।

দড়িটা নড়ে উঠতেই পাখিটা উড়ে চলে গেছে। বুড়ো দেখতেও পায়নি কখন উড়ে গেছে ও। সাবধানে ডান হাতে দড়ি পরখ করল ও, দেখল হাতে রক্ত লেগে রয়েছে।

'নিশ্চয়ই কোথাও কেটে গেছে,' জোরে জোরে বলে মাছটাকে নিজের দিকে ফিরাবার জন্য দড়িটা টেনে ধরল ও। তারপর যখন ওর সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেল, ওভাবেই শক্ত করে টেনে ধরে বসে রইল উবু হয়ে।

'এখন তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হচ্ছে, মাছ,' বলল সে। 'এবং, খোদা সাক্ষী, আমারও।'

পাখিটার খোঁজে এবার এদিক ওদিক তাকাল ও, সঙ্গী হিসেবে ওকে পেলে ওর ভাল লাগত। কিন্তু পাখিটা নেই, চলে গেছে।

'বেশিক্ষণ থাকলে না তুমি,' মনে মনে বলল লোকটা। তবে তীরে না পৌঁছা অবধি, তুমি যেদিকে যাচ্ছ সেখানে বিপদ আরও বেশি। আচ্ছা, অমন হ্যাঁচকা একটা টানে আমাকে আহত করার মওকা আমি মাছটাকে দিলাম কোন্ আক্কেলে? নিশ্চয়ই আমার বুদ্ধি শুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। কিংবা ক্ষুদ্র পাখিটার দিকে তাকিয়ে আনমনে ওর কথা ভাবছিলাম বলেই এই বিপত্তি। এবার আমি আমার কাজের প্রতি মনোযোগ দেব, তারপর এক-সময় খেয়ে নেব টুনাটা যাতে আমার শক্তি কমে না যায়।

'ছেলেটা যদি আজ থাকত এখানে। আর কিছু নুনেরও দরকার ছিল আমার,' জোর গলায় বলল সে।

বড়শির দড়ির ভার এবার বাঁ কাঁধে চালান করে, সাবধানে হাঁটু গেড়ে বসে সমুদ্রের পানিতে হাত কচলে নিল ও, তারপর হাতটা পানিতে ডুবিয়ে রেখে মিনিট খানেক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ধুয়ে যাচ্ছে রক্তগুলো, আর নৌকা ভেসে চলার সাথে সাথে সাগরের পানি এসে আঘাত করছে ওর হাতটাকে।

'ওর গতি কমে গেছে অনেকটা,' বলল সে।

হাতটা আরও কিছুক্ষণ লোনা পানিতে ডুবিয়ে রাখতে পারলে আরাম লাগত বুড়োর কিন্তু মাছটার কাছ থেকে ফের আচমকা টান আসার আশঙ্কা করছিল বলে ও উঠে, দাঁড়াল শক্ত হয়ে এবং তারপর হাতটা উঁচু করে সূর্যের দিকে ধরল। বেশি কিছু নয়, দড়ির ঘষায় সামান্য একটু মাংস কেটে গেছে। তবে ক্ষতটা হাতের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশে। ও জানে মাছটাকে টেনে তোলার ব্যাপারে হাত দুটোর দরকার পড়বে ওর, তাই এত সাত-তাড়াতাড়ি কেটে যাওয়ায় খুশি হতে পারল না।

'এবার,' হাত শুকিয়ে যাবার পর ও বলল, 'ছোট্ট টুনাটা আমার খেয়ে ফেলতে হয়। এখানে বসেই কোঁচ দিয়ে ওকে টেনে এনে খেতে পারব আরাম করে।'

হাঁটু ভাঁজ করে বসল ও এবং কোঁচ বাড়িয়ে পেছনের গলুই-য়ের নিচ থেকে টুনাটা বের করে সাবধানে বড়শির দড়ির ছোঁয়া বাঁচিয়ে টেনে আনল নিজের কাছে। দড়িটা আবার বাঁ কাঁধে

চালান করে বাঁ হাত দিয়ে ওটা ভালমত জড়িয়ে ধরল সে, তারপর কোঁচের ফলা থেকে টুনাটাকে ছাড়িয়ে কোঁচটা ফের আগের জায়গায় রেখে দিল। এবার মাছের ওপর একটা হাঁটু রেখে, মাথার ওপর থেকে লেজ অবধি লম্বালম্বিভাবে ফালি ফালি করে কেটে ফেলল কালচে লাল মাংস। কীল-আকৃতির ফালি কাটল ও, ঠিক শিরদাঁড়ার পাশ থেকে পেটের নিচ অংশ অবধি ছুরি চালাল। যখন ছফালি মাছ কাটা হল তখন ওগুলো পেছনের গলুইয়ের পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে দিল সে, ছুরিটা মুছে নিল প্যাণ্টে, তারপর লেজে ধরে টুনা মাছের বাকি অংশটা তুলে ফেলে দিল পানিতে।

'পুরো একটা খেতে পারব না আমি,' বলে মাছের একটা ফালি ছুরি দিয়ে টুকরো করল সে। এদিকে বুঝতে পারছে বড়শির দড়িতে মালিনের জোরাল টান অব্যাহত রয়েছে এবং পাশাপাশি খিল ধরে গেছে ওর বাঁ হাতে। মোটা কাছিটার ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসেছে হাতটা, বিরক্তির সাথে সে ওদিকে তাকাল।

'এ কেমন তরো হাত, বাপু,' বলল সে। 'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে হলে জমে যাও। নিজে নিজেই একটা থাবার মত হয়ে যাও নাহয়। কিন্তু এতে কোনই লাভ হবে না তোমার।'

আহ্, চটছ কেন, স্বগতোক্তি করল সে। চোখ নামিয়ে অন্ধকার পানির ভেতরে দড়ির ঢালের দিকে তাকাল। ওটা খেয়ে নাও এখন, তাহলেই হাতে বল পাবে। হাতের কোন অপরাধ

নেই, দীর্ঘক্ষণ ধরে মাছটার সঙ্গে আছ তুমি। হয়ত অনন্তকালই থাকবে এভাবে। টুনাটা খেয়ে নাও।

একটা টুকরো তুলে নিল ও, মুখে পুরে চিবোতে লাগল ধীরে ধীরে। মন্দ নয় খেতে।

ভাল করে চিবোও, নিজেকে বলল সে, সবটা রস খেয়ে ফেল। খানিকটা জামির বা লেবু কিংবা নুন দিয়ে খেতে নেহাত খারাপ লাগবে না।

'কেমন বোধ করছ, হাত?' অবশ হাতটাকে জিজ্ঞেস করে ও। এখন ওটা প্রায় মৃত মানুষের হাতের মতই শক্ত হয়ে গেছে। 'তোমার জন্য আরও খানিকটা খাব আমি।'

দ্বিখণ্ডিত ফালির অপর টুকরোটা মুখে পুরে ওটা ভাল করে চিবোল ও, তারপর চামড়াটা ফেলে দিল থুঃ করে।

'এবার কেমন লাগছে, হাত? নাকি এখনও টের পাওনি কিছু?'

আর একটা আস্ত টুকরো মুখে পুরে চিবোতে লাগল ও।

'মাছটায় প্রচুর রক্ত ছিল,' ভাবল সে। 'আমার ভাগ্য যে ডলফিনের বদলে এটা পেয়েছি। ডলফিনগুলো বেশি মিষ্টি। আর এতে মিষ্টিও নেই, আবার শক্তিও বেশ।'

সবসময় বাস্তববাদী হওয়া দরকার, ও ভাবল। তবে এসময় আমার সঙ্গে নুন থাকলে আর একটু ভাল হত। রোদে মাছ শুকোবে না পচে যাবে তার নেই ঠিক, সুতরাং খিদে না থাকলেও পুরোটাই খেয়ে ফেলা উচিত হবে আমার। বড়শির মাছটা এখন

শান্ত রয়েছে। এইবেলা সবটুকু খেয়ে নিই, তারপর তৈরি হয়ে বসে থাকব।

'আর একটু সবুর কর, হাত,' বলল সে। 'তোমার ভালর জন্যেই এত কিছু করছি আমি।'

মাছটাকেও কিছু খাওয়াতে পারলে হত, ও ভাবল। ও আমার ভাই। কিন্তু ওকে না মেরে উপায় নেই, আর তাই আমার শরীরে শক্তি দরকার। ধীরে সুস্থে এবং সজ্ঞানে, সবগুলো কীল-আকৃতি মাছের ফালি খেয়ে ফেলল ও।

তারপর প্যান্টে হাত মুছে বসল সোজা হয়ে।

'হ্যাঁ,' বাঁ হাতকে লক্ষ্য করে বলল সে, 'এবার তুমি দড়িটা ছেড়ে দিতে পার, হাত। তোমার ওই ন্যাকামি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত ডান হাতেই ওটা সামলাতে পারব আমি।' বাঁ হাতে ধরা বড়শির ভারি দড়িটার ওপর বাঁ পা রেখে ও চিত হয়ে শুয়ে পড়ল পাটাতনের ওপর।

'খোদা, আমার হাতের খিলটা ছাড়িয়ে দাও তুমি,' প্রার্থনা করল ও। 'মাছটা আবার কখন কি করে বসে কিছুই বলা যায় না।'

তবে দেখে শুনে মনে হচ্ছে, ও ভাবল, মাছটা বোধহয় কোন মতলব আঁটছে। কিন্তু ওর সেই মতলবটা কি, উদ্বিগ্ন বোধ করে সে। আর আমারটাই বা কি? ওর বিশালত্বের কারণেই ওর-টার চেয়ে আমার পরিকল্পনাকে আমার উন্নততর করতে হবে। ও যদি লাফিয়ে ওঠে ওকে খুন করতে পারব আমি। কিন্তু ও

মনে হয় এভাবে পানির নিচেই থাকবে চিরকাল। ঠিক আছে, আমিও তাহলে থাকছি ওর সাথে।

অসাড় হাতটা প্যান্টে ঘষল ও, আঙুলগুলো টিপে টিপে নরম করতে চেষ্টা করল। কিন্তু খুলল না মুঠি। বোধহয় সূর্যের তাপে সাড়া ফিরে আসবে, ভাবল ও। কিংবা তেজী কাঁচা মাছটা যখন হজম হয়ে যাবে হয়ত তখন হবে। তবে যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, আমি খুলবই আঙুলের ভাঁজ, তা সেজন্য যত মাশুলই দিতে হোক। কিন্তু আপাতত বলপ্রয়োগ করে খুলতে চাই না। আপনা থেকেই খুলে যাক মুঠি, নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুক। ওদের দোষ নেই, রাতে ওদের ওপর প্রচুর অত্যাচার করেছি আমি, যখনই দরকার হয়েছে বড়শি কাটা আর বিভিন্ন দড়ি একত্রে গিঁট দিয়ে বাঁধতে যথেচ্ছ ব্যবহার করেছি।

খোলা সাগরের দিকে তাকাল সে। বুঝতে পারল এখন সে কত একলা। তবে গাঢ় নীল পানির তলায় রোদের ঝিলিমিলি দেখতে পাচ্ছে ও, সামনে প্রসারিত হয়ে গেছে বড়শির দড়ি, আর সেই অপার স্তব্ধতার মাঝে বয়ে চলেছে অসংখ্য ছোট বড় ঢেউ। আয়নবায়ুর দোলায় মেঘেরা ভিড় জমাচ্ছে এখন। দিগন্তে এক ঝাঁক বুনো হাঁস আকাশ আর সমুদ্রের সঙ্গমে উড়ছে ডানা মেলে, সামনে তাকাতে ওর চোখে পড়ল। মাঝে মাঝে সুনীল সাগরে হারিয়ে যাচ্ছে ওরা, তারপর আবার আকাশের কোলে আঁকছে বিচিত্র নকশা। কোন মানুষই সমুদ্রের বুকে একা নয়,

আজ উপলব্ধি করল সে।

ওর মনে পড়ে তবু কিছু কিছু মানুষ ছোট্ট নৌকা ভাসিয়ে উপকূল থেকে বেরোতে কত ভয় পায়, বিশেষ করে যখন জানতে পারে ওই সময় প্রায়শ আচমকা ঝড়-বাদল ওঠে। অথচ এখন ওরা ঝড়বাদলের মাসেই সমুদ্রে রয়েছে, আর যখন ঝড়বাদল থাকে না, এ মাসটাই বছরের সেরা সময়।

যদি ঝড় আসে আর তখন সমুদ্রে থাক তুমি, আকাশে তার আভাস কয়েক দিন আগে থেকেই দেখতে পাবে। ঠিক কোন জিনিসটা দেখলে ঝড়ের আগমন বোঝা যায় জানে না বলেই ডাঙার ওরা বুঝতে পারে না এটা, মনে মনে বলল ও। ডাঙাও অবশ্য একটা পার্থক্য সৃষ্টি করে, মেঘের আকৃতি বদলে যায় ওদিকে। তবে এমুহূর্তে কোন ঝড় আসছে না।

আকাশের দিকে তাকাল ও, দেখল লোভ জাগান নিরীহ আইসক্রিমের স্তূপের মত জমে উঠেছে সাদা পুঞ্জমেঘ। এবং আরও অনেক উঁচুতে, সেপ্টেম্বরের আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে ঘনমেঘের মিহি পালক।

'বাতাসে জোর নেই,' ও বলল। 'মাছ, আবহাওয়াটা তোমার চেয়ে আমার পক্ষেই বেশি অনুকূল।'

ওর বাঁ হাতে এখনও খিল ধরে রয়েছে, তবে এবার ধীরে ধীরে ও ছাড়াচ্ছে সেটা।

এরকম খিল ধরাকে আমি ঘৃণা করি, ও মনে মনে বলল। এটা নিজের সঙ্গে শরীরের বিশ্বাসঘাতকতা করার শামিল। পচা

মাংস খেয়ে অন্যের সামনে পেটের অসুখ হওয়া বা বমি করা লজ্জার ঘটনা। কিন্তু অসাড় হয়ে যাওয়া, এটাকে সে খুবই জঘন্য একটা ব্যাপার বলে মনে করে, নিজের কাছেই অস্বস্তিকর, বিশেষ করে সে যদি তখন একা থাকে।

ছেলেটা যদি এসময় থাকত আমার হয়ে ও-ই কনুই থেকে মালিশ করে আস্তে আস্তে খিলটা ছাড়িয়ে দিতে পারত, ও ভাবল। যাই হোক, অবশ ভাবটা একসময় কেটে যাবেই।

এবার, প্রথমে ডান হাত দিয়ে সে দড়িতে মাছের টান উপলব্ধি করার চেষ্টা করে, পানির তলায় দড়ির তির্যক অবস্থানে কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি-না দেখার জন্য তাকাল সেদিকে। তারপর যখন সে ঝুঁকে এল দড়িটার দিকে এবং বাঁ হাত দিয়ে জোরে এবং খুব দ্রুত চাপড় মারল উরুতে তখন দেখল দড়িটা আস্তে আস্তে উঠছে ওপরে।

'ভেসে উঠছে ও,' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'এবার তুমি সেরে ওঠ, হাত। দয়া করে সেরে ওঠ!'

আস্তে আস্তে উঠে আসে দড়িটা এবং তারপর নৌকার সামনের দিকে সমুদ্রের বুকে আলোড়ন তুলে মাছটা ভেসে উঠল। গভীর সমুদ্রতল থেকে উঠে এসেছে ও, পিঠের দুপাশ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। রোদ পড়ে চকচক করছে সারা গা, মাথা আর পিঠ-টা কালচে বেগুনি, বুকের দুপাশের ডোরাগুলো সূর্যকিরণে চওড়া আর ঈষৎ নীলচে দেখায়। ওর মুখ বেসবল ব্যাটের মতই লম্বা আর তরবারির মত ছুঁচাল। গোটা দেহটা পানির

ওপর ভাসিয়ে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়ে ফের, দক্ষ সাঁতারুর মত অবলীলায়, নেমে গেল ও, এবং বুড়ো দেখল ওর বিশাল কান্তে সদৃশ্য লেজটা অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে পানির তলায় এবং দড়ি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে।

'ডিঙিটার চেয়ে ও দুফুট লম্বা,' বুড়ো বলল। দড়িটা দ্রুত কিন্তু একটানা নেমে যাচ্ছে, আর মাছটাও ঘাবড়ায়নি একটুও। দুহাতে দড়িটা সামলাবার প্রয়াস পাচ্ছে বুড়ো যাতে ওটা ছিঁড়ে না যায়। ও জানে ও যদি এখনই অব্যাহত চাপ প্রয়োগ করে মাছের গতি কমিয়ে ফেলতে না পারে, মাছটা হয়ত টেনে নিয়ে যাবে সব দড়ি আর বড়শিটাও ছিঁড়ে ফেলবে।

মাছটা বিরাট, ওকে আমার বশ করতে হবে, ও ভাবল। ওর শক্তি কতটা বা ঝেড়ে দৌড় দিলে কি করতে পারে ও তা ওকে কোনমতেই বুঝতে দেয়া চলবে না। ওর অবস্থায় আমি হলে এতক্ষণে প্রাণপণে দৌড়ে সবকিছু ছিঁড়ে পালিয়ে যেতাম। তবে, খোদাকে ধন্যবাদ, আমরা যারা ওদের শিকার করি তাদের মত এতটা চালাক নয় ওরা; যদিও ওরা অনেক মহান আর কষ্টসহিষ্ণু।

জীবনে অনেক বড় মাছ দেখেছে বুড়ো। হাজার পাউণ্ডের চেয়েও বেশি ওজনের মাছ দেখেছে সে এবং ওরকম ওজনের দুটো মাছ ধরেওছে নিজে, তবে কখনওই একা নয়। এবার একাকী, এবং উপকূল থেকে বহুদূরে, সবচেয়ে বড় মাছটার সঙ্গে লড়ছে সে যাকে সে আগে কখনও দেখেনি বা এত বড় মাছ আছে বলে শোনেওনি কোনদিন, অথচ তার বাঁ হাতটা এখনও

ঈগলের বন্ধ থাবার মত শক্তই হয়ে আছে।

অবশ্য এই অসাড় ভাবটা চলে যাবে, ও ভাবল। নিশ্চয়ই আমার ডান হাতকে সাহায্য করতে সাড়া ফিরে আসবে ওর। এখানে এখন তিনটে জিনিস রয়েছে যারা ভাইয়ের মত পরস্পরের আপন ওই মাছটা আর আমার দুই হাত। সারতেই হবে ওকে। এভাবে অসাড় হয়ে থাকাটাই ওর পক্ষে একটা অযোগ্যতার পরিচয়। মাছের গতি কমে এসেছে আবার এবং আগের মতই চলতে শুরু করেছে।

আচ্ছা, তখন ও ভেসে উঠেছিল কেন, অবাক হয়ে ভাবল বুড়ো। বোধহয় আমাকে দেখাতে যে ও কত বিশাল! যাক, আমারও দেখা হয়ে গেছে এই অবসরে, ভাবল সে। ইচ্ছে হয় আমি কি রকম লোক দেখিয়ে দিই ওকে। কিন্তু তাহলে ও আবার অবশ হাতটা দেখে ফেলবে। এর চেয়ে বরং আমি যা আমাকে তার চাইতেও শক্তিশালী লোক বলে মনে করুক ও। আর আমিও তা-ই হতে চাই। আমি যদি মাছ হতাম, ভাবল সে, ওর তো সবই রয়েছে—কেবল আমার মনোবল ও বুদ্ধিটুকু ছাড়া।

এবার পাটাতনের ওপর আরাম করে বসল সে এবং ওর যা কিছু কষ্ট তা নীরবে মেনে নিল। ওদিকে মাছটা সাঁতরে চলেছে এক নাগাড়ে, আর নৌকাটিও এগোচ্ছে ধীরে ধীরে, কালাপানির বুক চিরে। পুবালি বাতাসে সমুদ্রে ঢেউ জেগেছে সামান্য। ঠিক দুপুর নাগাদ বুড়োর বাঁ হাতের খিল ছুটে গেল।

'তোমার জন্য খারাপ খবর, মাছ,' বলে ওর কাঁধের ছালাটার ওপর বড়শির দড়ি তুলে দিল।

কষ্ট হচ্ছে তার, তবে এখন মোটামুটি গা সহা হয়ে গেছে, যদিও কষ্টের কথা আদৌ স্বীকার গেল না সে।

'আমি ধর্মভীরু নই,' বলল ও। 'তবু পূণ্য পিতা আর মা মেরির নামে দশবার ফাতেহা পাঠ করব যাতে এই মাছটা ধরতে পারি। আর যদি সত্যি সত্যি ধরতে পারি তাহলে মানত করছি, কুমারী মেরির নামে তীর্থ করতে যাব। এর নড়চড় হবে না— পাকা ওয়াদা।'

যান্ত্রিকভাবে নিজের প্রার্থনা শুরু করল সে। মাঝে মাঝে ও এত ক্লান্ত হয়ে পড়ছে যে শ্লোকগুলো কিছুতেই মনে করতে পারছে না তাই এবার দ্রুত পড়ে যেতে লাগল যাতে আপসে বেরিয়ে আসে ওগুলো। মা মেরির সঙ্গীত পূণ্য পিতার স্তুতি পাঠ করার চেয়ে সোজা, মনে হল ওর।

'হে মা মেরি সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি তুমি, তোমার সঙ্গে আছেন পরম পিতা, তোমার জয় হোক। নারীদের মধ্যে তুমিই সৌভাগ্য-বতী আর তোমার গর্ভের সন্তান যিশু হচ্ছেন ভাগ্যবান। হে পবিত্র মেরি, ঈশ্বরের মাতা, আমাদের মত পাপীদের জন্য এখনই আর আমাদের মৃত্যুর সময়ে তুমি প্রার্থনা কর। আমেন।' তারপর এর সঙ্গে ও যোগ করল, 'হে পূণ্যময়ী, এই মাছটার মৃত্যুর জন্যেও তুমি প্রার্থনা কর। যদিও ও খুব সুন্দর।'

প্রার্থনা শেষ করেই, সামনের গলুইয়ের পাটাতনের ওপর

কাত হয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলো, যান্ত্রিকভাবে, নাড়াতে শুরু করল ও। এখন ওর ভেতরটা অনেক হালকা মনে হচ্ছে, যদিও কষ্ট সেইরকমই আছে, বা একটু বেড়েইছে বোধহয়।

বাতাস বাড়ছে ধীরে ধীরে, তবু সূর্য এখন তেতে উঠেছে।

'পেছনের ছোট বড়শিটায় বোধহয় নতুন টোপ ফেললেই ভাল করতাম,' বলল সে। 'মাছটা যদি আর একটা রাত এভাবেই থাকবে বলে ঠিক করে থাকে তাহলে আবার আমাকে খেতে হবে কিছু, আর বোতলের পানিও কমে এসেছে। এখানে ডলফিন ছাড়া অন্য কিছু পাব বলে মনে হয় না। তবে মোটামুটি তাজা অবস্থায় খেতে পারলে স্বাদটা খারাপ লাগবে না। আজ রাতে কোন উড়ন্ত মাছ নৌকায় এসে পড়লে ভাল হত। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত কোন আলো নেই আমার কাছে। উড়ন্ত মাছ কাঁচা খেতে খুব মজা। তাছাড়া ওগুলো কাটাকুটি করারও প্রয়োজন হয় না। এখন আমাকে আমার সমস্ত শক্তি অটুট রাখতে হবে। আমি কি জানতাম এত বড় হবে মাছটা।'

'তবু ওকে বধ করব আমি,' ও ভাবে। 'ওর বিশালত্ব আর অসীম ক্ষমতা সত্ত্বেও।'

যদিও কাজটা অন্যায়, ভাবল ও। তবু ওকে আমি দেখিয়ে দেব মানুষের ক্ষমতা কত, আর কী প্রচণ্ড তার সহ্যশক্তি।

'ছেলেটাকে বলেছিলাম আমি আজব ক্ষমতাবান বুড়ো,' বলল ও। 'এখন তা আমাকে প্রমাণ করতে হবে।'

এর আগেও সহস্রবার এর প্রমাণ দিয়েছে সে। কিন্তু আজ

সে-সবই অর্থহীন হয়ে গেছে। এখন আবার তা নতুন করে ও প্রমাণ করছে। প্রতিটা দিনই একটি নতুন দিন, আর তার সামনে দাঁড়িয়ে কখনও অতীতের কথা সে ভাবে না।

ও যদি একটু ঘুমাত আমিও ঘুমাতে পারতাম আর স্বপ্ন দেখতাম সিংহের, মনে মনে বলল সে। আচ্ছা, এতকিছু থাকতে হঠাৎ সিংহের কথাই মনে পড়ল কেন? এসব নিয়ে এখন আর ভেব না, বুড়ো, নিজেকে বলল ও। পাটাতনের ওপর শুয়ে চুপটি করে বিশ্রাম নাও আর দূরে সরিয়ে রাখ সমস্ত চিন্তা। মাছটা তার কাজ করে যাচ্ছে। তুমি যত কম পার কর।

বিকেল হয়ে আসছে। ওদিকে নৌকাটা তখনও একইভাবে এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে। তবে এর সঙ্গে এখন পুবালি বাতাসের ধাক্কা যুক্ত হওয়ায় ছোট ছোট ঢেউয়ের নাগরদোলায় চেপে বুড়ো এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে, আর পিঠের ওপর বড়শির দড়ির চাপটাও অনেক সহজ আর হালকা মনে হচ্ছে।

বিকেলের দিকে আর একবার দড়িটা ওপরে উঠতে শুরু করল। তবে মাছটা আগের চেয়ে সামান্য কম পানিতে সাঁতরে চলল। সূর্য এখন বুড়োর হাতের বাঁয়ে, কাঁধ আর পিঠে লুটিয়ে পড়েছে রোদ্দুর। ফলে ও বুঝতে পারে মাছটা উত্তর-পূর্ব কোণে বাঁক নিয়েছে।

যেহেতু সে একবার দেখতে পেয়েছে ওকে, পানির নিচে ওর সাঁতার কাটার দৃশ্য কল্পনা করতে পারে বক্ষসংলগ্ন বেগুনি পাখনা দুটো মেলে দিয়েছে ডানার মত আর পেছনে অন্ধকার

পানি কাটছে কাস্তে সদৃশ বিশাল লেজটা। অত গভীরে ও কত-টুকু দেখতে পায়, আন্দাজ করতে চেষ্টা করল বুড়ো। ওর চোখ দুটো বিরাট, এর চেয়ে ছোট চোখে ঘোড়া অন্ধকারে দেখতে পায়। একসময় আমিও ভাল দেখতে পেতাম অন্ধকারে। একে-বারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নয়। তবে বেড়াল যেরকম হলে দেখে অনেকটা তেমনি।

সূর্যের তাপ আর আঙুলগুলো অবিরাম নাড়াচাড়া করায় বাঁ হাতের অসাড় ভাবটা এখন পুরোপুরি কেটে গেছে। এবারে সে বড়শির চাপ বাঁ দিকে সরাতে শুরু করল এবং মাংসপেশীর ব্যথা সারাতে পিঠটা ঝাঁকাল বার কয়েক।

'মাছ, এখনও যদি তুমি ক্লান্ত না হয়ে থাক,' জোরে জোরে ও বলল, 'তাহলে সত্যিই অদ্ভুত শক্তি তোমার।'

এখন সে ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছে। একটু বাদেই রাত নামবে জানে। অন্য কিছু চিন্তা করতে চেষ্টা করে ও। বেসবলের বড় আসরের কথা ভাবে, ওর ভাষায় গ্র্যান লিগাস, জানে নিউ ইয়র্কের ইয়াংকিরা ডেট্রয়েট টাইগারদের সাথে খেলছে।

আজ নিয়ে দুদিন খেলার খবর কিছুই জানি না আমি। তবে আমার আস্থা রাখা উচিত আর সেই সঙ্গে নিজেকে গ্রেট ডিম্যা-গিওর যোগ্য করে তুলতে হবে। অস্থিনালের (হাড় বেড়ে যাওয়া) ব্যথা স্থির ওর গোড়ালিতে, অথচ তা সত্ত্বেও সবকিছু নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করে ডিম্যাগিও। আচ্ছা, অস্থিনাল মানে কি? নিজেকে প্রশ্ন করে ও। আমাদের ওরকম কিছু হয় না। এর ব্যথা

কি লড়াকু মোরগের ক্ষতবিক্ষত নালের মতই তীব্র? আমার মনে হয় না অতখানি কষ্ট সহ্য করতে পারব আমি কিংবা একটা চোখ অথবা দুটো চোখই নষ্ট হয়ে যাবার পরেও লড়াই চালিয়ে যেতে পারব ওই লড়াকু মোরগগুলোর মত। বড় বড় পশুপাখির সহ্যক্ষমতার কাছে মানুষ কিছুই না। তবু সমুদ্রের অন্ধকারে ওই যে বিশাল প্রাণীটা রয়েছে, ওর মতই হতে চাই আমি।

'অবশ্য হাঙর না এলে,' উচ্চকণ্ঠে বলল ও। 'যদি হাঙর আসে, খোদা ওকে আর আমাকে দয়া কর।'

তোমার কি বিশ্বাস হয় আমি যতক্ষণ ধরে রয়েছি এর সঙ্গে গ্রেট ডিম্যাগিও কোন মাছের সঙ্গে থাকতে এতক্ষণ? ও নিজেকে প্রশ্ন করল। নিশ্চয়ই থাকত এবং আরও বেশিক্ষণ থাকত কারণ সে তরুণ ও শক্তিশালী। ওর বাবাও জেলে ছিল। কিন্তু অস্থি-নালটা কি ওকে বেশি কষ্ট দিত?

'জানি না,' জোরে জোরে বলল ও। 'আমার কখনও অস্থি-নাল হয়নি।'

সূর্যে পাটে বসলে, মনকে আরও সাহস দিতে, ক্যাসাব্লাংকার সেই ছোট্ট সরাইয়ের ঘটনাটা ও স্মরণ করল যেখানে সিয়েন-ফুয়েগোসের সেই বিশালদেহী নিগ্রোর সাথেও পাঞ্জা লড়েছিল। পুরো বন্দর এলাকায় ওই নিগ্রোই ছিল সবচেয়ে শক্তিমান লোক। টেবিলের ওপর খড়িমাটির দাগে কনুই রেখে বাহু খাড়া করে শক্তমুঠিতে একদিন ও এক রাত পাঞ্জা লড়েছিল ওরা। কেউ কারুকে হারাতে পারছিল না, প্রত্যেকেই আপ্রাণ চেষ্টা

করছিল টেবিলের ওপর তার প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত নামিয়ে দিতে। বাজি ধরার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল চারদিকে, কেরোসিনের আলোয় ঘর-বার করেছে লোকজন আর সে নিগ্রোর বাহু, হাত আর দিকে মুখের তাকিয়েছে বারবার। প্রথম আট ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর, প্রতি চার ঘণ্টায় বিচারক বদলেছে ওরা যাতে বিচারকরা ঘুমাতে পারে। ওর আর নিগ্রোর দুজনেরই নখের নিচ থেকে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল কিন্তু ওরা তাকিয়ে থেকেছে পরস্পরের কনুই আর ওদের হাত ও বাহুর দিকে। আর যারা বাজি ধরেছিল তারা উত্তেজিত হয়ে ঘর-বার করেছে কিংবা দেয়ালে ঠেকান উঁচু চেয়ারগুলোতে বসে লড়াই দেখেছে গভীর আগ্রহের সঙ্গে। দেয়ালগুলো ছিল কাঠের, উজ্জ্বল নীল রঙ করা আর তাতে ছায়া ফেলেছিল কেরোসিনের আলো। নিগ্রোর ছায়াটা ছিল বিরাট, আর হাওয়া যখন বাতির শিখা নড়িয়ে দিয়েছে তখন ছায়াটাও দুলে উঠেছে দেয়ালের গায়ে।

এভাবেই হাত দুটো ওরা আগুপাছু করল সারা রাত এবং নিগ্রোকে রাম খাওয়াল ওরা, সিগারেট ধরিয়ে দিল। তারপর নিগ্রোটা, রাম খাওয়া শেষ করে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করতে চেষ্টা করল এবং একবার প্রায় ইঞ্চি তিনেক পেড়ে ফেলল বুড়োকে, অবশ্য তখন সে আসলে বুড়ো ছিল না, ছিল চ্যাম্পিয়ন সান্তিয়াগো। কিন্তু আবার নিজের হাতটাকে ঠেলে খাড়া করে ফেলে বুড়ো। এবং তখনই নিশ্চিত হয়ে যায় ওই নিগ্রোকে, যে ছিল একজন চমৎকার মানুষ আর নামকরা খেলোয়াড়, তাকে হারাতে

যাচ্ছে সে।

তারপর ভোরের আলো ফুটে উঠলে যারা বাজি ধরেছিল তারা যখন বলছিল খেলা অমীমাংসিত রাখতে আর বিচারকরাও মাথা ঝাঁকাচ্ছিল তাদের সমর্থনে, অ।চমকা পূর্ণোদ্যমে চাপ দিয়ে নিগ্রোর হাতটা নামাতে নামাতে একেবারে কাঠের ওপর ঠেকিয়ে ফেলল সে। খেলাটা শুরু হয়েছিল রোববার সকালে আর শেষ হয় সোমবার সকালে। বাজি লড়ুয়েদের অনেকেই বন্দরে চিনির বস্তা ওঠান বা হাভানা কয়লা কোম্পানির কাজে যেতে হবে বলে খেলা অমীমাংসিত রাখার কথা বলেছিল। নইলে ওরা প্রত্যেকেই এর শেষ দেখতেই চাইত। তবে যাই হোক, খেলাটা শেষ করে সে এবং ওদের কাজে যাবার আগেই।

ওই ঘটনার পর থেকে বহুদিন পর্যন্ত সবাই তাকে চ্যাম্পিয়ন বলে ডেকেছে এবং পরের বছর বসন্তে ফিরতি ম্যাচের আয়োজনও হয়েছিল একটা। তবে এবারে বেশি টাকার বাজি হয়নি আর সেও, প্রথম খেলায় সিয়েনফুয়েগোসের নিগ্রোর আত্মবিশ্বাস ভেঙে দেয়ার ফলে, অতি সহজেই জিতে যায় খেলায়। এরপর আরও দু-একবার পাঞ্জা লড়েছে ও, তারপর আর নয়। কারণ ও বুঝতে পেরেছিল ইচ্ছে করলেই ও যে কারুকে হারাতে পারবে এবং সাথে সাথে এও বুঝেছিল এর ফলে মাছ ধরার কাজে ডান হাতটা আর সে ব্যবহার করতে পারবে না। কয়েকটা অনুশীলনী ম্যাচে বাঁ হাতে লড়বার চেষ্টা করে দেখেছে ও। কিন্তু এই বাঁ হাতটা চিরকালই বেঈমান, কখনই কথা শোনে না ওর, আর

তাই সেও বিশ্বাস করে না ওকে।

সূর্য ভালমতই সেঁকেছে হাতটা, মনে মনে বলল ও। রাতে খুউব ঠাণ্ডা না পড়লে আর বোধহয় জমে যাবে না। তবে আজকের রাতটা কেমন হবে কে জানে।

একটা মায়ামিগামী বিমান উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। ও দেখল বিমানটার ছায়া দেখে ভয় পেয়ে লাফ-ঝাঁফ শুরু করেছে উড়ন্ত মাছের ঝাঁকগুলো।

'এত উড়ন্ত মাছ যখন আছে তখন নিশ্চয়ই ডলফিনও থাকবে,' বলল ও। তারপর পেছনে ঝুঁকে বড়শির দড়িটা টানতে চেষ্টা করল। কিন্তু ওটা একচুল নড়াতে পারল না সে, টানটান হয়ে আছে দড়ি, পানি পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা, আর টানলে ছিঁড়ে যাবে। ধীর গতিতে সামনে এগিয়ে চলে নৌকা আর বিমানটার দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থাকে ও যতক্ষণ না ওটা হারিয়ে যায় ওর দৃষ্টিপথ থেকে।

উড়োজাহাজে চড়তে নিশ্চয়ই ভারি অদ্ভুত লাগে, ভাবল ও। অত উঁচু থেকে কেমন দেখায় সমুদ্র? ওরা যদি অত উঁচু দিয়ে উড়ে না যেত মাছটা নিশ্চয়ই ওদের চোখে পড়ত। আমি উড়োজাহাজে চেপে দুশ বাঁও উচ্চতায় খুব ধীর গতিতে উড়তে পারলে হত, ওপর থেকে একবার দেখতে পেতাম মাছটাকে। কচ্ছপ শিকারের নৌকায় মাস্তুলের আড়কাঠে বসে থাকতাম আমি, আর ওই উচ্চতা থেকেও অনেক কিছু দেখেছি। ডলফিনগুলো সবুজ দেখায় ওখান থেকে, ওদের গায়ের ডোরাকাটা দাগ আর

লাল লাল ফুটকিগুলো'ও দেখতে পাবে তুমি। দেখতে পাবে ঝাঁক বেঁধে সাঁতার কাটছে ওরা। আচ্ছা, গভীর পানির দ্রুতগামী মাছদের পিঠ ওরকম লালচে হয় কেন? আর গায়ের ডোরা বা ফুটকিগুলো রক্তবর্ণ? ডলফিন অবশ্য সোনালি বলেই দূর থেকে অমন সবুজ দেখায়। তবে, সত্যি সত্যি ক্ষুধার্ত হয়ে, ওরা যখন আহারের খোঁজে আসে, মালিনের মতই ওদের গায়ের ওই লাল লাল ডোরাকাটা দাগগুলো দেখা যায়। এটা কি উত্তেজনার কারণে, না সবেগে ধেয়ে আসে বলে ওই রঙ বেরোয় ওদের শরীর ফুটে?

অন্ধকার ঘনাবার আগে আগে, সারগাসো লতাগুল্মের বিশাল একটা ভাসমান দ্বীপের পাশ কাটিয়ে এল ওরা। ছোট ছোট ঢেউয়ের নাগরদোলায় চেপে তখন এমনভাবে দুলছিল দ্বীপটা যেন কোন হলুদ কম্বলের তলায় কারো সাথে প্রেম করছে সমুদ্র। ঠিক এসময়, ওর ছোট্ট বড়শিতে একটা ডলফিন ধরা পড়ল। যখন পানির ওপর লাফিয়ে উঠল ওটা সে দেখতে পেল ওকে, গোধূলি আলোয় কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, দিশাহারা হয়ে ছটফট করছে শূন্যে। ভয়ে আতঙ্কে আরও কয়েকবার লাফ দেয় ও আর বুড়ো পেছনের গলুইয়ে গিয়ে প্রথমে উবু হয়ে ডান হাতে সামলে নেয় বড় বড়শির দড়িটা, তারপর বাঁ হাতে টানতে শুরু করে ডলফিনকে। আর প্রতিবারে গোটান দড়ি চেপে ধরে ওর নগ্ন বাঁ পা দিয়ে। মাছটা যখন হতাশায় দাপাতে দাপাতে গলুইয়ের কাছে এল, বুড়ো গলুইয়ের ওপর থেকে ঝুঁকে উজ্জ্বল

সোনারঙ লাল বুটিদার মাছটাকে টেনে তুলল নৌকায়। প্রচণ্ড আক্ষেপে ওর চোয়াল একবার খুলছে আবার বন্ধ হচ্ছে, বারবার কামড়ে ধরেছে বড়শিটা। লম্বা চ্যাপটা শরীর আর লেজ দিয়ে ডিঙির পাটাতনে ক্রমাগত আঘাত করে চলে ও। তারপর বুড়ো যখন মুগুর পেটা করে ওর চকচকে সোনালি মাথাটা থেঁতলে দিল, একবার কেঁপে উঠে নিস্পন্দ হয়ে গেল সবকিছু।

বড়শি থেকে মাছটা খুলে নিল বুড়ো, তারপর আর একটা সার্ডিনের টোপ পরিয়ে বড়শিটা ফেলে দিল পানিতে। এবার মৃদু পায়ে আস্তে আস্তে ফিরে এল সামনের গলুইয়ে। বাঁ হাতটা ধুয়ে ফেলল ও, প্যান্টে মুছল। তারপর সমুদ্রে সূর্যাস্ত আর বড় মাছধরা দড়ির ঢালের দিকে নজর রেখে ভারি বড়শিটা ডান হাত থেকে বাঁ হাতে নিল এবং তারপর ডান হাতটা ধুয়ে ফেলল সমুদ্রের পানিতে ডুবিয়ে।

'ও দেখছি একটুও কাহিল হয়নি,' বলল সে। কিন্তু ওর হাতে ঢেউ ভাঙার হার দেখে বুঝতে পারল মাছের গতি বেশ কমে গেছে।

'দাঁড় দুটো একসাথে বেঁধে পেছনের গলুই থেকে আমি পানিতে নামিয়ে দেব, তাহলে রাতে ওর গতি যাবে কমে আসবে,' বলল ও। 'রাতটা মনে হয় ও এভাবেই কাটাবে। আমিও তা-ই করব।'

ডলফিনটা আরও পরে কাটাই ভাল, ও ভাবল, এতে করে রক্ত জমে গিয়ে মাংসের সাথেই রয়ে যাবে। মাছ কোটা আর

পানিতে দাঁড় নামিয়ে বাধার সৃষ্টি করা দুটোই কিছুক্ষণ বাদে একইসাথে করতে পারব আমি। আপাতত মাছটাকে শান্ত থাকতে দেয়াই ভাল, সূর্যাস্তের সময় ওকে বেশি ঘাঁটান ঠিক হবে না। সূর্যাস্তের এই সময়টা মাছেদের জন্য সুবিধের নয়।

ভেজা হাত বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে ওই হাত দিয়ে বড়শির দড়িটা ধরল ও। তারপর যথাসম্ভব পেছনে সরে এসে, গলুইয়ের কিনারে পা ঠেকিয়ে শুয়ে পড়ল যেন সামনে থেকে দড়িতে টান পড়লে নৌকার ওপরেই চাপটা বেশি করে পড়ে।

কাজটা কিভাবে করতে হবে তা এখন বেশ রপ্ত হয়ে এসেছে আমার, মনে মনে বলল ও। এই মাছ খেলানর ব্যাপারটা। তারপর ওর মনে পড়ে সেই টোপ গেলার পর থেকে মাছটা কিছু খায়নি। ওর শরীরটা বিশাল আর খাবারও নিশ্চয়ই প্রচুর লাগে। আমি তো একটা আস্ত বনিটো খেয়েছি। কাল খাব ডলফিন। এই মাছটাকে সে সোনালি বলে সম্বোধন করল। আমার বোধহয় কুটাবাছার সময়েই খানিকটা খেয়ে নেয়া উচিত হবে। এটা খাওয়া শক্ত হবে বনিটোর চেয়ে। অবশ্য, সেক্ষেত্রে, দুনিয়ার কোন্ কাজটাই-বা সোজা।

'কেমন বোধ করছ, মাছ,' চেঁচিয়ে প্রশ্ন করল ও। 'আমার কিন্তু ভালই লাগছে। বাঁ হাতটা আগের চেয়ে সুস্থ, তার ওপর পুরো একটা রাত আর দিনের মত খাবারও আছে। নৌকা টেনে যাও, মাছ।'

আসলে সে মোটেও ভাল বোধ করছিল না কারণ তার পিঠে

দড়ির ব্যথাটা প্রায় সহ্যের শেষ সীমা পেরিয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছে একধরনের ভোঁতা অনুভূতিতে। আর এই ভোঁতা ভাবটাকেই সে সুস্থতা বলে ভুল করছে। এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হয়েছিল আমার, ভাবল ও। এখন একটা হাতে কেবল সামান্য একটু ক্ষত রয়েছে। অন্যটা থেকে ছেড়ে গেছে খিল। পা দুটোও ভাল আছে। তাছাড়া আহারের প্রশ্নেও মাছটার চেয়ে এগিয়ে রয়েছি আমি।

এখন চারদিক অন্ধকার কারণ সেপ্টেম্বের সূর্যাস্তের পর আঁধার নামে ঝপ করে। গলুইয়ের জীর্ণ পাটাতনের ওপর পড়ে আছে সে বিশ্রাম নিচ্ছে, যতটা পারে। প্রথম তারাগুলো দেখা দিয়েছে। ধ্রুবতারার নাম সে জানে না তবে দেখতে পেল ওটা এবং বুঝতে পারল শিগগিরই সব তারা ফুটে উঠবে আকাশে, আর তখন তার দূরের সব বন্ধুকে কাছে পাবে সে।

'মাছটাও আমার বন্ধু,' নির্জন প্রকৃতিকে শুনিয়ে বলল ও। 'এরকম কোন মাছ আমি দেখিনি কখনও—শুনিওনি। তবে ওকে আমার বধ করতে হবে। যাক, তবু ভাল, আকাশের তারা-গুলোকে মারতে হয় না আমাদের।'

আচ্ছা, রোজ যদি আমাদের চাঁদকে মারার চেষ্টা করতে হত কি ঘটত তাহলে, ও মনে মনে বলল। চাঁদটা পালিয়ে যেত। কিন্তু সূর্যকে মারবার চেষ্টা করতে হলে? আমরা নেহাত ভাগ্য-বান, ভাবল সে।

তারপর ওই বিশাল মাছটা কিছু খেতে পায়নি বলে ওর জন্য

দুঃখ হল তার। তবে এই দুঃখের ভেতরেও ওকে বধ করার ব্যাপারে তার সংকল্প একতিল কমল না। না জানি কত লোকের আহার জোগাবে ও, ভাবল সে। কিন্তু ওরা কি ওকে খাওয়ার উপযুক্ত? না, নিশ্চয়ই না। ওর মেজাজ আর প্রবল আত্মমর্যাদা-বোধের কারণেই কেউ ওকে খাওয়ার উপযুক্ত নয়।

এসব জিনিস আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, মনে মনে বলল ও। তবে আমাদের যে সূর্য অথবা চাঁদ কিংবা নক্ষত্রকে মারার চেষ্টা করতে হয় না এই ব্যাপারটি ভাল। সমুদ্রকে অবলম্বন করে বেঁচে রয়েছি, যারা আসলেই আমাদের ভাই তাদের মারছি—এই তো ঢের।

এবার, ও ভাবল, আমাকে দাঁড় নামানর ব্যাপারটা একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হয়। এর ভাল মন্দ দুটো দিকই আছে। দাঁড় দুটো পানিতে নামালে নৌকা আর হালকা থাকবে না। তখন যদি মাছটা জোরে টান দেয় আমাকে প্রচুর দড়ি ছাড়তে হতে পারে, তেমন অবস্থায় ওকে হারাতে হবে আমার। নৌকাটা হালকা বলেই এত কষ্ট সহ্য করেও টিকে রয়েছি আমরা। আর আমারও ভাগ্য যে প্রচণ্ড শক্তি থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত ও ব্যবহার করেনি তা। তবে কপালে যাই আসুক পচে যাবার আগেই ডলফিনটা কুটে ফেলতে হবে আমার, আর তরতাজা থাকার জন্যে খেতেও হবে ওর কিছুটা।

তবে এখনও যখন মনে হয় ও শক্ত সমর্থই আছে, পেছনের গলুইতে গিয়ে কিছু করার আগে আপাতত আপনি আরও ঘণ্টা-

খানেক বিশ্রাম নেব। আর এর মাঝে যদি ওর মতিগতি বদলায় তাহলে তো টের পাবই। দাঁড়ের সাহায্যে মাছের বেগ কমানর ফন্দিটা ভাল ; তবে এখন সাবধানে এগোবার সময় এসেছে। এখনও যথেষ্ট তরতাজা রয়েছে ও। আর তাছাড়া আমি দেখেছি বড়শিটা ওর গলার এক কোণে বিঁধে আছে আর ও শক্তভাবে বন্ধ করে রেখেছে মুখটা। গলায় বড়শি বিঁধে থাকার কষ্ট ওর কাছে কিছু ইনা। ক্ষুধা, আর ওর বুদ্ধির অগম্য একটা শক্তির বিরুদ্ধে ও সেই থেকে যে লড়ছে, এটাই শেষ পর্যন্ত কাবু করবে ওকে। অতএব এখন তুমি বিশ্রাম নাও, বুড়ো, আর তোমার পরবর্তী দায়িত্ব-পালনের সময় না আসা অবধি ওর কাজ ওকে করে যেতে দাও।

অনুমানের ওপর ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেয় ও। চাঁদ উঠতে আরও বাকি তাই সময়টা ঠিকমত আন্দাজ করবার উপায় ওর নেই। অবশ্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিচ্ছে না ও, শুধু আগের তুলনায় আরাম করছে একটু। এখনও কাঁধের ওপর মাছের চাপ বয়ে চলেছে সে, তবে বাঁ হাতটা সামনের গলুইয়ের কিনারে রেখে মূলত ডিঙির সাহায্যেই মাছটাকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করছে।

দড়িটা নৌকার সঙ্গে বেঁধে দিতে পারলে কত সুবিধে হত, ও ভাবল। কিন্তু সেক্ষেত্রে সামান্য একটা হ্যাঁচকা টানেই বাঁধন ছিঁড়ে ফেলতে পারত ও। শরীর দিয়েই মাছের টান সামলাতে হবে আমায় আর সেই সাথে দুহাতে দড়ি ছাড়ার জন্যেও প্রস্তুত থাকতে হবে সর্বদা।

'কিন্তু তুমি এখন পর্যন্ত ঘুমাওনি, বুড়ো,' উচ্চকণ্ঠে বলল সে। 'একটা অর্ধেক বেলা আর একটা রাত গেল, তারপর এখন আর একটা দিন যাচ্ছে অথচ তুমি ঘুমাওনি। মাছটা যদি শান্ত আর স্বাভাবিক থাকে, একটা কোন উপায় ঠাউরে তোমার একটু ঘুমিয়ে নেয়া উচিত। না ঘুমালে তোমার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে যেতে পারে।' এই বইটি www.boiRboi.blogspot.com থেকে ডাউনলোডকৃত।

আমার মাথা বেশ সাফ আছে, ভাবল সে। যথেষ্ট সাফ। ওই নক্ষত্রগুলোর মত, যারা আমার ভাই তাদের মতই, ঝকঝকে পরিষ্কার রয়েছি আমি। তবু ঘুমাতে আমাকে হবেই। ওরা ঘুমায়, চাঁদ এবং সূর্য ঘুমায় এবং এমনকি কোন কোন দিন, যখন কোন বাতাস থাকে না, চারদিকে থাকে নিস্তরঙ্গ শান্ত, সেদিন সমুদ্রও ঘুমায়।

যাই হোক, ঘুমানর কথাটা মনে রেখ, নিজেকে বলে রাখল ও। দড়িটার ব্যাপারে একটা সহজ আর নিশ্চিন্ত উপায় বের করে নিজেকে বাধ্য কর ঘুমাতে। এবার উঠে বসে ডলফিনটা কুটে নাও। তবে তোমাকে যদি একান্তই ঘুমাতে হয়, বাড়তি ভার সৃষ্টি করার জন্য দাঁড় নামানটা কিন্তু বিপজ্জনক হতে পারে।

'ঘুম ছাড়াও চলতে পারব আমি,' নিজেকে বলল সে। তবে সেটা আরও বিপজ্জনক হবে।

সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে, যাতে মাছের দড়িটা একটুও ঝাঁকি না খায় এভাবে, ও পেছনের গলুইয়ে এল। মাছটা নিজেই হয়ত এখন তন্দ্রাচ্ছন্ন, ভাবল সে। কিন্তু আমি চাই না ও বিশ্রাম নিক।

না মরা পর্যন্ত ওর দড়ি টেনে যাওয়ার প্রয়োজন আছে।

গলুইয়ে এসে ঘুরে বাঁ হাত দিয়ে কাঁধের ওপর রাখা বড়শির দড়ির টান সামলাল ও। তারপর ডান হাতে খাপ থেকে বের করল ছুরিটা। তারাগুলো এখন জ্বলজ্বল করছে এবং ওই আলোয় ডলফিনটা স্পষ্ট দেখতে পেল সে এবং ছুরির ফলাটা ওর মাথায় গেঁথে গলুইয়ের নিচ থেকে ওকে বের করে আনল টেনে। পা দিয়ে মাছটা চেপে ধরল ও, তারপর ঝট করে পেট থেকে নিচের চোয়ালের গোড়া পর্যন্ত চিরে ফেলল। এবার ছুরিটা নামিয়ে রেখে পেটটা ফাঁক করে ওর নাড়িভুঁড়ি আর পোটকা টেনে বের করল। পাকস্থলীটা ভারি আর পিচ্ছিল ঠেকল ওর হাতে। ছুরি দিয়ে ওটা কাটল সে। ভেতরে দুটো উড়ন্ত মাছ। এখনও বেশ টাটকা আর শক্ত রয়েছে। পাটাতনের ওপর পাশাপাশি ওদের নামিয়ে রেখে নাড়িভুঁড়ি আর পোটকাটা সমুদ্রে ফেলে দিল সে। ফসফরাসের সামান্য বুদ্বুদ তুলে ওগুলো তলিয়ে গেল পানির নিচে। হিম একটা ডলফিন এখন পড়ে আছে পাটাতনের ওপর। নক্ষত্রের আলোয় কুষ্ঠরোগের মত ফ্যাকাসে সাদা দেখাচ্ছে। ডান পা দিয়ে মাছটার মাথা চেপে ধরে ওর এক-পাশের চামড়া ছাড়িয়ে ফেলল বুড়ো। তারপর ওটাকে উলটে দিল সে এবং এপাশের চামড়াও ছাড়িয়ে মাথা আর লেজের অংশটা বাদ দিল কেটে।

অবশিষ্ট মাছটা নৌকা থেকে ফেলে দিল সে, তারপর মুখ বাড়িয়ে দেখল কোন ঘূর্ণি চোখে পড়ে কিনা। কিন্তু ফসফরাসের

আলো ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে মাছটা। এবার ঘুরে কোটা মাছের টুকরো দুটোর ভেতর উড়ন্ত মাছ দুটো রেখে ছুরিটা আবার খাপে পুরল ও, তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল সামনের গলুইয়ে। বড়শির দড়ির ভারে বাঁকা হয়ে আছে ওর পিঠ, ডান হাতে মাছটা ধরা।

গলুইতে ফিরে এসে কোটা মাছের ফালি দুটো পাটাতনের ওপর নামিয়ে রাখল ও। আর তার পাশে উড়ন্ত মাছ। এরপর দড়িটা ও কাঁধের নতুন এক জায়গা স্থাপন করল এবং আবার বাঁ হাতটা গলুয়ের কিনারে ঠেকিয়ে ধরল ওটা। তারপর ঝুঁকে পড়ে মাছগুলো ধুয়ে নিল পানিতে আর সেই সাথে হাতের ছোঁয়ায় স্রোতের বেগ বোঝার চেষ্টা করল। মাছ কোটার সময় ওর হাতে ফসফরাস লেগে গিয়েছিল। তার আলোয় এবার স্রোতের গতি লক্ষ্য করল। পানির গতি এখন অনেক কম। তারপর ও যখন ডিঙির গায়ে ঘষে ঘষে হাত সাফ করতে শুরু করল, ফসফরাসের গুঁড়োগুলো ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে চলে গেল পেছনের দিকে।

'ও বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, নয়ত জিরোচ্ছে,' বুড়ো বলল। 'এই ফাঁকে খেয়ে নিই ডলফিনটা। তারপর একটু বিশ্রাম আর ঘুম।'

ক্রমশ বাড়ছে ঠাণ্ডা। নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে ডলফিনের একটা ফালির অর্ধেকটা আর একটা উড়ন্ত মাছ কুটে মাথা বাদ দিয়ে খেয়ে ফেলল ও।

'রান্না ডলফিন খেতে কত মজা,' বলল সে। 'অথচ কাঁচা অবস্থায় একদম বাজে। আর কখনও নুন বা লেবু না নিয়ে নৌকায় উঠব না আমি।'

আমার যদি একটু বুদ্ধি থাকত সারা দিন সামনের গলুইয়ে পানি ছিটাতাম আমি। তাহলেই শুকিয়ে লবণ হয়ে যেত ওটা, ভাবল সে। অবশ্য প্রায় সূর্যাস্তের মুখে ডলফিনটা ধরেছি। তবু, পুরো ব্যাপারটায় যে প্রস্তুতির অভাব আছে স্বীকার না করে উপায় নেই। তবে ভাল করেই মাছটা চিবিয়েছি আমি। আর বমিও করিনি।

পুবাকাশে মেঘ ঘনাতে শুরু করেছে। ওরা চেনা তারাগুলো হারিয়ে গেল একের পর এক। এখন মনে হচ্ছে ও যেন মেঘের বিশাল একটা খাদের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। হাওয়া পড়ে গেছে।

'তিন চারদিনের মধ্যে আবহাওয়া খারাপ হবে,' বলল ও। 'তবে আজ রাতে আর কাল কিছুই ঘটবে না। মাছটা শান্ত থাকতে থাকতে, এইবেলা দড়িটা ঠিক করে ঘুমিয়ে নাও, বুড়ো।'

ডান হাতে দড়িটা শক্ত করে ধরল ও, তারপর গলুইয়ের তক্তার ওপর শরীরের সমস্ত ভার চাপিয়ে দিয়ে ডান উরুটা ঠেলে দিল ডান হাতের ওপর। এবার দড়িটা পিঠের দিকে একটু নামিয়ে বাঁ হাতে জড়িয়ে নিল।

যতক্ষণ জড়ান রয়েছে আমার ডান হাত ধরে রাখতে পারবে দড়ি, ও ভাবল। আর যদি ঘুমের মধ্যে মুঠি আলগা হয়ে যায়, দড়িতে টান পড়লেই বাঁ হাত জাগিয়ে দেবে আমাকে। শুধু

ডান হাতে সামলান কষ্টকর। কিন্তু ওই হাত কষ্ট সয়ে অভ্যস্ত। আমি যদি বিশ মিনিট কি আধঘণ্টাও ঘুমাতে পারি তাও আমার জন্য ভাল। দড়ির ওপর পুরো শরীরটা তুলে দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল ও, সমস্ত ভারটাই পড়ছে ডান হাতে। তারপর এক-সময় ঘুমিয়ে পড়ল।

এবারে সিংহের স্বপ্ন দেখল না ও, দেখল শুশুকের বিশাল এক দল, আট দশ মাইল বিস্তৃত ঝাঁক, এবং দৃশ্যটা ওদের জোড়-বাঁধার মুহূর্ত, একবার লাফিয়ে উঠছে শূন্যে তারপর আবার নেমে যাচ্ছে সেই গহ্বরে লাফ দেবার সময়ে যেটা সৃষ্টি করেছিল।

তারপর ও দেখল গাঁয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে আছে, বাইরে ঝড় আর ডান হাত অবশ হয়ে গেছে কারণ মাথাটা বালিশের পরিবর্তে হাতের ওপর রেখেছে সে।

এরপর ও দূরবিস্তৃত হলুদ বালুচরের স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। দেখল আবছা অন্ধকারে প্রথম সিংহটা বেরিয়ে এল বালু-চরের ওপর এবং তারপর সিংহের মিছিল আর ও সন্ধ্যার খোলা সাগরের হাওয়ায় জাহাজের রেলিংয়ে চিবুক ঠেকিয়ে অপেক্ষা করছে আরও সিংহ দেখবার আশায়, এবং ওর হৃদয় আনন্দে উদ্বেল।

চাঁদ উঠেছে বহুক্ষণ কিন্তু ওর ঘুম ভাঙে না। মাছটা একলয়ে টেনে চলেছে দড়ি। নৌকা মন্থর গতিতে ভেসে যাচ্ছে মেঘের সুড়ঙ্গপথের ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ, মুখের কাছে ডান হাতের মুঠিটায় ঝটকা লাগতে ওর ঘুম ভেঙে গেল, চামড়া ছিঁড়ে দড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে ডান হাতের

ভেতর দিয়ে। বাঁ হাতে কোন সাড়া নেই। ডান হাত দিয়েই দড়িটা চেপে ধরতে প্রাণপণ চেষ্টা করল ও কিন্তু পারল না। অবশেষে ওর বাঁ হাত খুঁজে পেল দড়ি এবং দড়িটার ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল ও। এবার ওর পিঠ আর বাঁ হাত জ্বলছে দড়ির ঘষায়, তবু বাঁ হাতেই ওটা সামলাতে গিয়ে বিচ্ছিরিভাবে কেটে গেল খানিকটা। ঘাড় ফিরিয়ে দড়ির গোছার দিকে তাকাল ও, স্বচ্ছন্দ গতিতে নেমে যাচ্ছে পানিতে। ঠিক ওই মুহূর্তে সাগরবক্ষ ভেদ করে মাছটা লাফিয়ে উঠল শূন্যে এবং তারপর ঝপাৎ করে পড়ল। তারপর আবার লাফিয়ে উঠল এবং আবারও। দড়ি সরসর করে নেমে যাচ্ছে তবু দুর্বার গতিতে ছুটে চলে নৌকা, আর ক্রমশ চাপ বাড়ায় বুড়ো, ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হলে ঢিল দেয় এবং আবার চেপে ধরে, আবার ঢিল দেয়। টানের চোটে গলুইয়ের ওপর পড়ে গেছে সে, মুখ গুঁজে রয়েছে ডলফিনের কাটা ফালিতে। এখন চেষ্টা করেও নড়তে পারছে না।

এর জন্যেই আমরা অপেক্ষা করছিলাম, ভাবল ও। কাজেই সুযোগটা এবার কাজে লাগাতে হবে।

দড়ির মাশুল আদায় করে নাও ওর কাছ থেকে, মনে মনে বলল ও। আদায় করে নাও।

অন্ধকারে মাছের লাফ ঝাঁপ দেখতে পাচ্ছে না ও, তবে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ আর পতনের সময়ে ছলাৎ করে পানি উপচে ওঠার আওয়াজ কানে আসছিল। দড়ির প্রচণ্ড ঘষায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যাচ্ছে ওর হাত। কিন্তু ও জানত এরকমটাই ঘটবে

আর তাই চেষ্টা করল ক্ষতটা যেন হাতের অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং তালু বা আঙুলগুলো কেটে না যায়।

ছেলেটা এখন থাকলে দড়ির গোছাগুলো ভিজিয়ে দিত, ভাবল ও। হ্যাঁ। যদি এখানে থাকত ছেলেটা। যদি থাকত এখানে।

দড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। তবে অনেকটা ধীর গতিতে আর এর প্রতিটি ইঞ্চি লড়ে আদায় করে নিতে হচ্ছে মাছটাকে। এবার সে পাটাতন আর ওর থুতনির চাপে থেঁতলান মাছের ফালিটার ওপর থেকে মাথাটা তুলল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল এবং উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। তারপর এমন জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল যেখানে থেকে অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়িয়ে স্পর্শ করতে পারবে দড়ির গোছাগুলো। এখনও প্রচুর দড়ি রয়েছে আর তাছাড়া যে পরিমাণ দড়ি মাছটা টেনে নিয়ে গেছে তার বোঝাও ওকে বইতে হবে পানির ভেতরে।

ঠিক, ভাবল সে। যেভাবে পানির ওপর অসংখ্যবার লাফিয়েছে তাতে ওর পটকাগুলো ভরে গেছে বাতাসে, ফলে মরার জন্য এখন আর সমুদ্রতলের এমন অন্ধকার কোন গহ্বরে নেমে যেতে পারবে না ও যেখান থেকে ওকে টেনে তুলতে পারব না আমি। আর একটু বাদেই ঘুরপাক খেতে শুরু করবে ও। তখনই ওকে কাবু করতে হবে আমায়। কিন্তু হঠাৎ করে ও খেপে উঠল কেন ওরকম? প্রচণ্ড খিদের জ্বালায় মরিয়া হয়ে উঠেছিল,

নাকি রাত্তিরে ভয় পেয়েছিল কিছু দেখে ? হতে পারে সহসা ভয় পেয়েছিল। কিন্তু এরকম একটা ধীর স্থির, শক্তিশালী মাছ, দেখলেও মনে হয় নির্ভীক আর আত্মবিশ্বাসী। আশ্চর্য।

'তার চেয়ে তুমিই বরং এবার একটু সাহসী আর আত্মবিশ্বাসী হতে চেষ্টা কর, বুড়ো,' বলল ও। 'আবার তুমি ওকে বাগে পেয়েছ, কিন্তু কাছে টেনে আনতে পারনি। তবে শিগগিরই ওকে ঘুরপাক খাওয়া শুরু করতে হবে।'

এবার বাঁ হাত আর কাঁধের সাহায্যে মাছটা সামলাল বুড়ো এবং উবু হয়ে আঁজলাভরে পানি তুলে মুখ থেকে থেঁতলান ডলফিনের অংশগুলো ধুয়ে ফেলল। ওর আশঙ্কা ছিল মাছের গন্ধে হয়ত ওর পেট গুলিয়ে উঠবে এবং বমি করে দুর্বল হয়ে পড়বে। যখন মুখ পরিষ্কার হয়ে গেল ডান হাতটা পানিতে ডুবিয়ে ধুয়ে ফেলে হাতটা লোনা পানিতেই রেখে দিল কিছুক্ষণ এবং লক্ষ্য করল সূর্যোদয়ের আগে ধলপহরের আলো ফুটে উঠেছে আকাশে। মাছটা একরকম পুব দিকেই চলছে, ভাবল সে। এর অর্থ ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে এবং স্রোতের সাথে ভেসে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই পাক খেতে হবে ওকে। আর তখনই শুরু হবে আমাদের আসল কাজ।

যখন সে বুঝতে পারল ডান হাতটা পর্যাপ্ত সময় রেখেছে পানিতে তখন হাতখানা তুলে নিয়ে তাকাল ওটার দিকে।

'তেমন একটা কাটেনি,' বলল ও। 'এরকম এক আধটু ব্যথায় পুরুষমানুষ কাতর হয় না।'

এবার সাবধানে এমনভাবে দড়িটা ধরল ও যেন আগের কোন ক্ষতে ঘষা না লাগে ওটা, তারপর দেহের ভর বদল করল যাতে ডিঙির ওপাশ থেকে বাঁ হাতটা সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারে।

'ফালতু কাজে তোমার এ হাল হয়নি,' বাঁ হাতটাকে বলল ও। 'তবে একবার প্রয়োজনের সময়ে তোমাকে খুঁজে পাইনি আমি।'

দুটো সবল হাত নিয়ে আমি জন্মগ্রহণ করিনি কেন? আক্ষেপ করল সে। বোধহয় দোষটা আমারই, সবকিছু ওকে ভালভাবে শেখাতে পারিনি আমি। কিন্তু খোদা সাক্ষী শেখার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিল ও। অবশ্য রাতে একেবারে মন্দ কাজ করেনি, আর মাত্র একবারই অবশ হয়ে গিয়েছিল। তবে আবার যদি অসাড় হয়ে যায়, দড়িটা ওকে জন্মের মত কেটে নিয়ে গেলেও আমি কিছু বলব না।

কথাটা মনে হতেই ও বুঝতে পারল ওর মাথা পরিষ্কার নেই, সুতরাং ওর আরও কিছুটা ডলফিন বোধহয় খেয়ে নেয়া দরকার। কিন্তু তা আর সম্ভব না, মনে মনে বলল ও। বনি করে দুর্বল হয়ে পড়ার চাইতে মাথা ঘোরাটা ঢের গুণে ভাল। ডলফিনের ভেতর মুখ গুঁজে পড়ার পর থেকেই ওটার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মেছে আমার, খেলে হজম হবে না। আপাতত একেবারে জরুরি অবস্থার জন্য তুলে রাখি এটা। তবে পুষ্টির মাধ্যমে শক্তি সংগ্রহের সময় এখন আর নেই। তুমি একটা আস্ত মূর্খ, নিজেকে

বলল ও। অবশিষ্ট উড়ন্ত মাছটা খেয়ে নাও।

সামনেই পড়েছিল ওটা, পরিষ্কার আর কোটাবাছা, বাঁ হাত দিয়ে তুলে মুখে পুরল ও, কাঁটাগুলো সাবধানে চিবিয়ে লেজসুদ্ধ গোটা মাছটাই খেয়ে ফেলল।

আর সব মাছের চাইতে এটা অনেক বেশি পুষ্টিকর, ভাবল ও। অন্তত যেরকম শক্তি আমার চাই সেরকম। যাক, আমার সাধ্যমত এতক্ষণ সবকিছুই তো আমি করলাম, মনে মনে বলল ও। মাছটা ঘুরপাক শুরু করলে এবার লড়াইয়ের পালা।

ও সমুদ্রে বেরোনর পর থেকে তৃতীয়বারের মত সূর্য উঠছে এমন সময় মাছটা ঘুরতে শুরু করল।

দড়ির তির্যকভাব দেখে যে ও বুঝতে পারল মাছটা ঘুরছে তা নয়। কারণ ততটা আলো ফোটেনি এখনও। কেবল টানটান দড়িতে মৃদু শৈথিল্যের আভাস পেল ও এবং ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে গোটাতে শুরু করল দড়িটা। শক্ত হয়ে গেল দড়ি, বরাবরের মত, তারপর ঠিক ছিঁড়ে পড়ার আগের মুহূর্তে, ফের গুটিয়ে আসতে শুরু করল। কাঁধ আর মাথাটা দড়ির নিচ থেকে সরিয়ে নিল সে এবং এক নাগাড়ে অথচ ধীরে সুস্থে গোটাতে লাগল। দোলনার মত করে দুটো হাতই কাজে লাগাল ও এবং দড়ি টানার সময় শরীর আর পা দুটো যথাসম্ভব ব্যবহার করতে চেষ্টা করল। টানের তালে তালে সামনে পেছনে করছে ওর শীর্ণ দুটি পা আর কাঁধ।

'অনেকটা জায়গা জুড়ে পাক খাচ্ছে,' বলল ও। 'যাক, তবু

পাক খাচ্ছে।'

তারপর একসময় বন্ধ হয়ে গেল দড়ি আসা। টানটান করে ধরে রইল ও। ভোরের সূর্যে দেখতে পাচ্ছে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে ওটা থেকে। তারপর আবার বেরিয়ে যেতে শুরু করল দড়ি আর বুড়ো হাঁটু গেড়ে বসে মুঠিতে ঢিল দিতে অন্ধকার পানিতে সরসর করে গোটান দড়ি ফিরে যেতে লাগল।

'এখন ও বৃত্তের ওপাশে চক্কর মারছে,' বলল সে। যতটা সম্ভব ধরে রাখতে হবে আমাকে, ও ভাবল। দড়ির টান ওর ঘোরার জায়গা ক্রমশ ছোট করে আনবে। সম্ভবত আর ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ওকে দেখতে পাব আমি। তবে আগে বশ মানাতে হবে, তারপর বধ করব।

কিন্তু মাছটা ধীরে ধীরে পাক খেয়ে চলে। দুঘণ্টা পর ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে বুড়ো, ঘামে ভিজে গেছে শরীর। তবে বৃত্তটা অনেক ছোট হয়ে এসেছে এখন আর দড়ির ঢাল দেখে সে বুঝতে পারছে সাঁতরাতে সাঁতরাতে বেশ ওপরে উঠে এসেছে মাছটা।

প্রায় ঘণ্টা খানেক হল ঝাপসা হয়ে আসছে বুড়োর দৃষ্টি। লোনা ঘামে চোখ, আর ভ্রূ ও কপালের ক্ষতগুলো জ্বালা করছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে বলে ততটা চিন্তিত নয় ও। যেরকম অমানুষিক পরিশ্রমে বড়শি টানছে সে তার জেরে অমনটা হওয়া স্বাভাবিক। তবে এর মাঝে দুবার ওর মাথা ঝিমঝিম করে উঠেছিল আর এতেই বিব্রত বোধ করছে সে।

'এরকম একটা মাছের কাছে হার মেনে মরতে রাজি নই আমি,' ও বলল। 'এখন যখন এত চমৎকারভাবে বাগে পেয়েছি ওকে, খোদা আমাকে কষ্ট করার শক্তি জোগাও। একশবার পূণ্য পিতা আর একশবার মেরির বন্দনা করব আমি। তবে এমুহূর্তে পড়তে পারছি না।'

ধরে নাও পড়া হয়ে গেছে, মনে মনে বলল ও। পরে এক-সময় পড়ে দেবখন।

ঠিক ওই সময় দুহাতে ধরে থাকা বড়শির দড়িতে আচমকা টান অনুভব করল ও। বেশ তীব্র আর শক্ত টান।

বড়শিটা যে লোহার তার দিয়ে বাঁধা, মাছটা এখন তার বর্শাকৃতি ঠোঁট দিয়ে আঘাত করছে তাতে। ও ভাবল। এমনটা ঘটারই কথা। এটা করতেই হবে ওকে। এতে অবশ্য লাফিয়ে উঠতে পারে ও; তবে আমার জন্য মাছটা আরও কিছুক্ষণ ঘুরলেই ভাল। শ্বাস নিতে পানির ওপরে লাফিয়ে ওঠাটা ওর জন্য জরুরি। কিন্তু যতবার ও লাফ দেবে ততবারই বড় হয়ে যাবে ওর বড়শির ক্ষতের মুখটা, আর তখন বড়শিটা খুলে ফেলার সুযোগ পেয়ে যাবে ও।

'লাফিয়ো না, মাছ,' বলল সে। 'লাফ দিও না।'

আরও কয়েকবার লোহার তারে আঘাত করল মাছটা এবং যতবার মাথা ঝাঁকাল ও একটু করে দড়ি ছেড়ে দিল বুড়ো।

ওর ব্যথাটা আর বাড়তে দেয়া চলবে না, ভাবল সে। আমার-টায় কিছু যায় আসে না। আমার-টা আমি সহ্য করতে

পারব। কিন্তু ওর ব্যথা ওকে পাগল করে দিতে পারে।

কিছুক্ষণ পর তারে আঘাত করা বন্ধ করল মাছটা এবং ধীর গতিতে আবার ঘুরপাক খেতে শুরু করল। বুড়ো এবার বেশ সহজেই দড়ি গোটাতে পারছিল। কিন্তু হঠাৎ ওর মাথাটা আবার ঘুরে উঠল। বাঁ হাতে এক আঁজলা পানি তুলে নিয়ে মাথায় ঢালল ও। তারপর আরও খানিকটা ঢেলে ঘাড়ের পেছনটা ডলতে লাগল।

'অসাড় হয়ে যাইনি আমি,' বলল ও। 'আর অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা পড়বে মাছটা এবং ততক্ষণ আমি টিকে থাকতে পারব। টিকে তোমায় থাকতেই হবে। এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তুলবে না।'

গলুইয়ের ওপর হাঁটু গেড়ে বসল ও এবং, একটুক্ষণের জন্য, দড়িটা আবার পিঠের ওপর তুলে দিল। এইবেলা, যতক্ষণ ও পাক খাচ্ছে, আমি জিরিয়ে নিই এবং তারপর যখন ভেতর দিকে আসবে, উঠে দাঁড়িয়ে দড়ি গোটাতে শুরু করব, সিদ্ধান্ত নিল ও।

দড়ি না গুটিয়ে, মাছটাকে আপনমনে পাক খাওয়ার সুযোগ দিয়ে নিজে গলুইতে চুপটি করে বসে হাওয়া খাওয়া বেশ লোভনীয় কাজই বটে। কিন্তু যখন টান থেকে বোঝা গেল মাছটা নৌকার দিকে ঘুরেছে, বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত হাতে দড়ি টেনে গোটাতে শুরু করল।

জীবনে এত কাহিল কখনও হইনি আমি, মনে মনে বলল সে, আর এখনই শুরু হয়েছে আয়নবায়ু। ভালই হল, এর ফলে

ফিরবার পথে ওকে টেনে নিয়ে যেতে সুবিধেই হবে। এই বাতাসটা আমার খুব দরকার ছিল।

'আবার যখন ও বাইরের দিকে যাবে আমি বিশ্রাম নেব,' বলল সে। 'এখন অনেকটা ভাল বোধ করছি। আর দু-তিন পাক ঘুরলেই ওকে ধরে ফেলব।'

ওর মাথালটা ঘাড়ের কাছে ঝুলছে। দড়িতে টান পড়তেই ও বুঝতে পারে মাছটা বাইরের দিকে ঘুরে গেছে এবং গা এলিয়ে দেয় গলুইয়ের ওপর।

যাও, এবার তুমি পরিশ্রম কর, মনে মনে বলল ও। ফেরার সময়ে আমি তোমাকে টেনে আনব।

সমুদ্রে বেশ ঢেউ উঠেছে। তবে আবহাওয়াটা ভাল। বাড়ি ফেরার পথে ওই হাওয়া তার প্রয়োজন ছিল।

'দক্ষিণ পশ্চিমে হাল ধরে থাকলেই হবে,' বলল সে। 'সমুদ্রে মানুষ কখনও পথ হারায় না। আর তাছাড়া দ্বীপটাও যথেষ্ট বড়।'

তৃতীয় পাক দেবার সময় মাছটাকে প্রথম দেখতে পেল সে।

একটা অন্ধকার ছায়ার মত সে ওকে দেখতে পেল। ছায়াটা নৌকার তলা অতিক্রম করতে এত সময় নিল যে ওর বিশ্বাসই হতে চাইল না এত লম্বা হতে পারে ওটা।

'না,' স্বগতোক্তি করল সে। 'এত লম্বা ও হতেই পারে না।'

কিন্তু আসলেই সে অত বড় এবং এই চক্করটা শেষ করে মাত্র

ত্রিশ গজ দূরে পানির ওপর ভেসে উঠল এবং লোকটা ওর লেজ দেখতে পেল। বিশাল একটা কাস্তের চাইতেও বড়। আর গাঢ় নীল পানির বুকে খুব হালকা নীল। দ্রুতবেগে ঘুরে যায় ও এবং ঠিক পানির তলায় মাছটা সাঁতার কাটার সময় ওর বিরাট দেহ আর গায়ের লাল লাল ডোরাকাটা দাগগুলো চোখে পড়ল বুড়োর। ওর পিঠের পাখনাটা নামান আর বুকের ডানা দুটো প্রসারিত।

এবারের চক্করে মাছের চোখ দেখতে পেল বুড়ো। ওর দুপাশে দুটো ছাইরঙা রক্তচোষা মাছ সাঁতরে চলেছে। কখনও কখনও ওর গায়ের সঙ্গে সেঁটে যাচ্ছে ওরা। কখনও সরে যাচ্ছে। আবার কখনও-বা সহজভাবে সাঁতার কাটছে ওর ছায়ায়। মাছ দুটো লম্বায় তিন ফুটের চেয়ে একটু বেশি আর যখন দ্রুত গতিতে সাঁতরায় গোটা শরীরটা বাঁকিয়ে নেয় পাকাল মাছের মত।

বুড়োর শরীর এখন ঘামে ভিজে যাচ্ছে। তবে শুধু রোদে নয়, এর অন্যকিছু কারণও রয়েছে। মাছের প্রতিটা শান্ত স্বচ্ছন্দ পাকে একটু একটু করে দড়ি গুটিয়ে আনছে ও। নিশ্চিত বুঝতে পারছে আর দুপাক ঘুরলেই ওর শরীরে হারপুন বেঁধাবার সুযোগ পাবে।

তবে আগে ওকে আমার কাছে টেনে আনতে হবে, কাছে, খুব কাছে। ভাবল সে। মাথা লক্ষ্য করে হারপুন ছুঁড়লে চলবে না। ওর হৃৎপিণ্ড ফুটো করে দিতে হবে।

'ধৈর্য ধর, বুড়ো,' বলল ও।

পরের পাকে মাছের পিঠটা ভেসে উঠল তবে এখনও নৌকা থেকে কিছুটা দূরে রয়েছে। দ্বিতীয় পাকেও বেশ দূরে রইল ও তবে এবার পানির অনেক উপরে উঠে এসেছে এবং বুড়ো বুঝে গেল আর খানিকটা দড়ি গোটাতে পারলেই ওকে নৌকার কিনারে পেয়ে যাবে সে।

বহুক্ষণ আগেই হারপুনটা তৈরি করে রেখেছে ও এবং এর হালকা দড়ির গোছা গোলাকার একটা ঝুড়িতে রয়েছে, মাথাটা বাঁধা আছে সামনের গলুইয়ের আংটার সাথে।

মাছটা এখন পাক খেয়ে প্রশান্তভাবে ফিরে আসছে আবার। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে আর ওর লেজটাই শুধু নড়ছে। বুড়ো ওকে কাছে টেনে আনতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। মুহূর্তের জন্য মাছটা ওর দিকে কাত হল একটু। তারপর সোজা হয়ে ফের ঘুরতে শুরু করল।

'ওকে কাবু করেছি আমি,' বলল বুড়ো। 'কাবু করেছি তাহলে।'

আবার সেই চেতনা লোপ পাবার অবস্থা হল ওর কিন্তু তবু সে প্রাণপণ শক্তিতে বিশাল মাছটাকে ধরে থাকল। ওকে কাবু করতে পেরেছি আমি, ভাবল সে। হয়ত এবার শেষ করতেও পারব। দড়ি টেনে যাও, হাত, ও মনে মনে বলল। পা, তুমি শক্ত থাক। মাথা, আমার জন্য আর একটু কষ্ট সহ্য কর তুমি। আমাকে কখনও তুমি নিরাশ করনি। এবার আমি ওকে কাছে টেনে

আনবই।

কিন্তু যখন সে তার পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে মাছটাকে কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করল, মাছটা আচমকা আবার হেঁচকা টানে বাঁক ঘুরল এবং সোজা হয়ে দূরে সরে গেল।

'মাছ,' বিরক্ত স্বরে বলল বুড়ো, 'মরতে তোমাকে হবেই। কিন্তু তুমি কি আমাকেও মারতে চাও?'

এতে করে কোনই লাভ হবে না, ভাবল সে। ওর জিভ এত শুকিয়ে গেছে যে কথা বলতে পারছে না। কিন্তু এখন আগে বেড়ে পানি খাওয়ারও উপায় নেই। এ যাত্রায় ওকে আমার কাছে টেনে আনতেই হবে, ভাবল সে। এভাবে আর বেশিক্ষণ টিকব না আমি। অবশ্যই টিকবে, নিজেকে বলল সে। তুমি অনন্তকাল টিকে থাকবে।

পরের বাঁকে, ওকে প্রায় কাছে এনে ফেলেছিল সে। কিন্তু মাছটা আবার ঘুরে গিয়ে সাঁতরে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেল।

আমাকে তুমি শেষ করে ফেলছ, মাছ, মনে মনে বুড়ো বলল। অবশ্য তোমার সে অধিকার আছে। তোমার চেয়ে বিশাল, কিংবা আরও সুন্দর, প্রশান্ত, মহান মাছ আমি জীবনে আর কখনও দেখিনি, ভাই। এসো, বধ কর আমাকে। কে কাকে মারল তা নিয়ে এতটুকু দুঃখ করব না আমি।

আবার তোমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, ভাবল সে। মাথাটা পরিষ্কার রাখতে হবে তোমাকে। মাথা পরিষ্কার রাখ এবং শেখ

কিভাবে মানুষের মত কষ্ট সইতে হয়। কিংবা মাছের মত, ও ভাবল।

'পরিষ্কার হয়ে যাও, মাথা,' নিজেই শুনতে পায় না এরকম অস্পষ্ট স্বরে কথাটা বলল ও। 'পরিষ্কার হয়ে যাও'

আরও দুবার বাঁকের মুখে একই অবস্থা হল।

বুঝতে পারছি না কি করব, বুড়ো মনে মনে বলল। প্রতিবারই মাথা ঘুরে ওর নিজেরই পড়ে যাবার অবস্থা হচ্ছিল। কি করব বুঝতে পারছি না। তবু আরও একবার চেষ্টা করব আমি।

আরও একবার চেষ্টা করল সে কিন্তু যখন মাছটাকে কাত করল ওর মনে হল ও নিজেই বুঝি শেষ হয়ে যাবে। আবার সোজা হয়ে গেল মাছ এবং বিশাল লেজটা বাতাসে নাড়তে নাড়তে পালিয়ে গেল।

আবার চেষ্টা করব আমি, প্রতিজ্ঞা করল বুড়ো, যদিও এসময় ওর হাত ধরে এসেছিল এবং ও চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না।

আবার চেষ্টা করল ও এবং একই ঘটনা ঘটল। তাহলে আবার, ভাবল ও, এবং মাছটা ঘুরতে শুরু করার আগেই ওর মনে হল ও নিজেই বুঝি শেষ হয়ে যাবে; আবারও চেষ্টা করব আমি।

এবার সে তার সমস্ত ব্যথাবেদনা আর তার শক্তি আর বিস্মৃত প্রায় আত্মাভিমানের অবশিষ্টাংশটুকু মিলিতভাবে প্রয়োগ করল মাছটার মৃত্যুযন্ত্রণার বিরুদ্ধে আর মাছটা ভাসতে ভাসতে সরে এল ওর কাছে, ছুঁচাল ঠোঁটজোড়া প্রায় স্পর্শ করল ডিঙির খোল, এবং তারপর পানির তলায় ধীরে ধীরে নৌকাটাকে

পাশ কাটাতে শুরু করল সীমাহীন লম্বা রুপালি একটা শরীর ; ভরাট এবং প্রশস্ত, গায়ে লাল ডোরা।

দড়িটা ছেড়ে দিল বুড়ো এবং পা দিয়ে চেপে ধরল। তারপর হারপুন যতটা পারে তুলে এবং শরীরের সমস্ত শক্তি উজাড় করে ওটা সবেগে নামিয়ে আনল এবং মাছের বক্ষসংলগ্ন ডানার, যেটা উচ্চতায় পানির ওপরে উঠে ওর বুক ছুঁয়েছে তার ঠিক নিচে ঢুকিয়ে দিল। ও উপলব্ধি করল লোহার ফলাটা ঢুকে গেল ভেতরে এবং সামনে ঝুঁকে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দিল ওটা, তারপর দেহের সমস্ত ভর প্রয়োগ করে চাপ দিল।

এবার, শরীরে ওর মৃত্যুবাণকে নিয়ে, জীবন্ত হয়ে উঠল মাছটা এবং পানির অনেক ওপরে লাফিয়ে উঠে নিজের বিশাল দৈর্ঘ্য প্রস্থ আর অমেয় শক্তি আর সৌন্দর্যের মহিমা প্রকাশিত করল। মুহূর্তের জন্য মনে হল বুড়োর মাথার ওপর শূন্যে ঝুলে রয়েছে ও। তারপর ঝপাৎ করে সমুদ্রে পড়ে পানির ঝাপটায় বুড়ো আর পুরো ডিঙিটা ভিজিয়ে দিল।

মাথাটা ঘুরে উঠল বুড়োর, অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে, চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তবু ক্ষতবিক্ষত হাত দুটো দিয়ে হারপুনের দড়ি ছেড়ে দিল ও এবং তারপর, যখন আঁধার কাটল চোখের, দেখতে পেল রুপালি পেট আকাশের দিকে করে মাছটা চিত হয়ে ভাসছে। মাছের ঘাড়ের কাছে বাঁকা হয়ে আটকে রয়েছে হারপুনের হাতল, আর ওর বুকের লাল রক্তে ঘোলা হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের পানি। প্রথমে নীল পানি মাইলখানেক জায়গা জুড়ে

মগ্নচড়ার মত কালচে হয়ে গেল। তারপর রক্ত ছড়িয়ে পড়ল ছেঁড়া মেঘের মত। মাছটা ফ্যাকাসে, নিথর। ভাসছে ঢেউয়ের দোলায়।

বুড়োর চোখ ঝাপসা, তবু ওর মাঝেই দৃষ্টি সামনে প্রসারিত করল ও। তারপর হারপুনের দড়ি গলুইয়ের আংটায় দুবার জড়িয়ে নিয়ে দুহাতে নিজের মাথাটা চেপে ধরল।

'মাথাটা ঠিক রাখতে দাও,' গলুইয়ের কিনারে হেলান দিয়ে বলল সে। 'আমি একজন পরিশ্রান্ত বুড়ো। তবু এই মাছটাকে, আমার ভাইকে আমি মেরেছি। এবার আমাকে ক্লান্তিকর আর জঘন্য কাজগুলো করতে হবে।'

নৌকার পাশে ওকে বাঁধার জন্য এখন আমাকে ফাঁস আর দড়ি ঠিক করতে হবে, ভাবল সে। আমরা দুজনাই যদি থাকতাম আর ওকে তোলার জন্য নৌকাটা নিয়ে যেতাম ওর কাছে এবং তারপর দুজনে মিলেই দাঁড় বাইতাম, এই ডিঙিতে আঁটত না ও। কাজেই আমাকে এবার তৈরি করতে হয় সবকিছু, তারপর ওকে টেনে এনে ভাল করে নৌকার সঙ্গে বেঁধে, পাল খাটিয়ে বাড়ির পথে রওনা হব।

মাছটাকে ও নৌকার পাশে আনবার জন্য টানতে শুরু করল যাতে ওর কানকোর ভেতরে দড়ি ঢুকিয়ে সেটা মুখ দিয়ে বের করে এনে মাথাটা সামনের গলুইয়ের সঙ্গে বাঁধতে পারে। ওকে দেখতে চাই আমি, ভাবল সে, স্পর্শ করতে চাই, উপলব্ধি করতে চাই। ও আমার সৌভাগ্য, সে ভাবল। তবে শুধু

এজন্যেই ওকে উপলব্ধি করতে চাই আমি। আমার বিশ্বাস ওর হৃদয়কে আমি অনুভব করেছিলাম। যখন হারপুনের হাতলে চাপ প্রয়োগ করেছিলাম দ্বিতীয়বার। ওকে কাছে টেনে আন এবার, তারপর বেঁধে ফেল। ডিঙির সাথে বেঁধে ফেলার জন্য ওর লেজ আর পেটে ফাঁস পরিয়ে দাও।

'কাজে লেগে পড় বুড়ো,' ও বলল। বোতল থেকে ছোট্ট এক ঢোক পানি খেল সে। 'লড়াই শেষ হয়েছে, কিন্তু এখনও প্রচুর কাজ রয়েছে সামনে।'

আকাশের দিকে তাকাল ও এবং তারপর মাছটার দিকে। চোখ আড়াল করে সূর্যের দিকে তাকাল। দুপুরের বেশি হবে না, ও ভাবল। আয়নবায়ুর বেগ বাড়ছে। দড়িগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে একসময় ছেলেটাকে সাথে করে পাকিয়ে নিলেই হবে।

'চলে এস, মাছ,' বলল সে। কিন্তু মাছটা এল না। বরং ওখানেই গড়াতে লাগল পানিতে। বাধ্য হয়ে বুড়োই ডিঙি বেয়ে গেল ওর কাছে।

যখন ওর সাথে বরাবর হল সে এবং মাছের মাথাটা গলুই-য়ের পাশে চলে এল, ওর বিশ্বাসই হতে চাইল না মাছটা এত বড়। তবে আংটা থেকে ঠিকই হারপুনের দড়ি খুলে কানকোতে ঢোকাল সে। তারপর মুখের ভেতর দিয়ে বের করে ওর লম্বা ছুঁচাল ঠোঁটটায় একবার পেঁচিয়ে দ্বিতীয় কানকোর ভেতর ঢোকাল ওটা এবং মুখ দিয়ে বের করে আর এক দফা ঠোঁটটা পেঁচিয়ে গিঁট দিল। তারপর গলুইয়ের আংটার সাথে বেঁধে কেটে

ফেলল দড়িটা। এবার সে লেজে ফাঁস পরাতে নৌকার পেছন দিকে গেল। মাছটার লাল রুপালি গায়ের রঙ বদলে সাদা হয়ে গেছে এখন। গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলোও লেজের রঙের মত হয়ে গেছে হালকা বেগুনি। ডোরাগুলো মানুষের হাতের ছড়ান পাঞ্জার চাইতেও চওড়া। আর মাছের চোখজোড়াকে মনে হচ্ছে পেরিস্কোপের আয়নার মত দূরবর্তী, কিংবা কোন মিছিলে ঢুকে পড়া সন্তের মত নিরাসক্ত।

'এছাড়া ওকে মারার কোন উপায় ছিল না,' বুড়ো বলল। পানি খাওয়ার পর থেকে এখন অনেকটা ভাল বোধ করছে সে এবং বুঝতে পারছে ওর শরীর আর খারাপ হবে না আর মাথা-টাও পরিষ্কার হয়ে গেছে। মাছটার ওজন মনে হয় পনের শ পাউণ্ডের বেশি হবে, ভাবল ও। বা আরও বেশি হতে পারে। কোটাবাছার পর এর দুই-তৃতীয়াংশ যদি পাউণ্ডে ত্রিশ সেন্ট করে বিকোয় তাহলে কত আসে?

'একটা পেন্সিল লাগবে এর জন্য,' বলল সে। 'আমার মাথা অতটা পরিষ্কার না। তবে আমার বিশ্বাস আজ আমার জন্য গ্রেট ডিম্যাগিও নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করবে। আমার গোড়ালির হাড় বেড়ে যায়নি। কিন্তু দুই হাত আর পিঠটা তো জখম হয়েছে।' সত্যি, এই হাড় বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যে কি সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই, ও ভাবল। হতে পারে আমাদেরও আছে অসুখটা, অথচ আমরা জানি না সেটা।

নৌকার সামনে পেছনের আর মাঝের অংশের সাথে মাছটা

বেঁধে ফেলেছে ও। এত বড় ও যে মনে হয় পাশে যেন আরও বড় একটা ডিঙি বাঁধা হয়েছে। একখণ্ড দড়ি কেটে নিয়ে মাছের নিচের চোয়াল ওপরের ঠোঁটের সঙ্গে বেঁধে দিল ও যেন ওর মুখটা খুলে না যায় এবং সহজেই পথ চলতে পারে ওরা। এরপর ও খাড়া করল মাস্তুলটা এবং, কোঁচের মাথায় ওড়ান তালি মারা পালে হাওয়া লাগতে, নৌকা চলতে শুরু করল। তারপর ও পেছনের গলুইয়ে এসে অর্ধশোয়া অবস্থায় হাল ধরে দক্ষিণ পশ্চিমে রওনা হল।

দক্ষিণ পশ্চিম দিক নির্ণয় করতে ওর কোন কম্পাস দরকার পড়ে না। কেবল আয়নবায়ুর গতি আর পালের ফোলা অংশ দেখেই বুঝতে পারে। আমি বরং একটা ছোট বড়শি ফেলে চেষ্টা করে দেখি কিছু মেলে কিনা। খাওয়া যাবে, জিভটাও ভিজবে একটু। কিন্তু কোন বড়শি খুঁজে পায় না ও আর ওর সার্ডিন-গুলোও পচে গেছে। তাই একগোছা ভাসমান হলুদ সামুদ্রিক লতাগুল্ম কোঁচে গেঁথে নৌকায় তুলে এনে কোঁচটা ঝাঁকাল ভাল করে, যেন ঘাসের ভেতর লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট চিংড়িগুলো ডিঙির পাটাতনের ওপর ঝরে পড়ে। প্রায় গোটা বার মাছ ছিল ওর ভেতর, পাটাতনের ওপর পড়ে বেলেপোকার মত লাফাতে লাগল ওগুলো। বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর সাহায্যে মাথা ছিঁড়ে খোসা আর লেজসমেত সবকটা মাছ বুড়ো চিবিয়ে খেয়ে ফেলল। মাছগুলো খুবই ছোট তবে ও জানে ওগুলো বেশ পুষ্টিকর আর সুস্বাদু।

বোতলে আরও দুই ঢোক পানি ছিল বুড়োর। মাছগুলো খেয়ে তা থেকে আধঢোক পান করল সে। সঙ্গে বোঝা থাকা সত্ত্বেও বেশ তরতর করে এগোচ্ছে ডিঙি। আরও হাল ধরে বসে আছে। মাছটাকে দেখতে পাচ্ছে ও এবং ওর হাত দুটোর চেহারায় আর গলুইতে হেলান দেয়া পিঠের অবস্থা অনুভব করেই বুঝতে পারছে পুরো ব্যাপারটাই সত্যি, কোন স্বপ্ন নয়। শেষ পর্যায়ে একবার যখন সে খুব অসুস্থ বোধ করছিল, তার মনে হয়েছিল এটা বোধহয় স্বপ্নই। কিন্তু তারপর মাছটাকে যখন সে পানির ওপর লাফিয়ে উঠতে দেখল এবং পড়ে যাবার আগে আকাশে স্থির হয়ে ঝুলে রইল ওটা, সে নিশ্চিত হয়ে গেল একটা অভূতপূর্ব ঘটনাই ঘটেছে এবং তা বিশ্বাস করতে ওর বেধেছিল। অবশ্য তখন সে চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছিল না, যদিও এখন বরাবরের মতই ভাল করে দেখতে পাচ্ছে সবকিছু।

এখন সে বুঝতে পারছে মাছটা ওখানে সত্যি সত্যি রয়েছে আর তার হাত আর পিঠের অবস্থাটাও স্বপ্ন নয়। হাত দুটো ভাল হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, ভাবল ও। রক্ত পরিষ্কার করেছি আমি আর লোনা পানি ক্ষতগুলো সারিয়ে তুলবে। এই বাস্তব সমুদ্রের কালাপানি এর সেরা ওষুধ। আমাকে কেবল এখন মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে। হাত দুটো নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছে আর আমরাও ভালয় ভালয় রওনা হয়েছি। ওর মুখ বাঁধা, আর লেজটাও সোজা হয়ে আছে ওপর নিচ, যেন আমরা দুটি ভাই ভেসে চলেছি একসাথে। তারপর ওর মাথা

ঈষৎ ঘোলাটে হয়ে আসতে শুরু করল এবং ও ভাবল, আচ্ছা, ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে না আমি নিয়ে যাচ্ছি ওকে? আমি যদি ওকে পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতাম কোন প্রশ্ন উঠত না, কিংবা শ্রীহীন মাছটা যদি ডিঙিতে থাকত, তাহলেও সংশয় থাকত না কোন। কিন্তু পাশাপাশি বাঁধা অবস্থায় একসঙ্গে ভেসে যাচ্ছে ওরা এবং বুড়ো ভাবল, ও-ই বরং নিয়ে যাক আমাকে যদি এতে আত্মতুষ্টি হয় ওর। স্রেফ ধূর্ততার জোরে আমি হার মানিয়েছি ওকে আর তাছাড়া ও তো কোন ক্ষতি করেনি আমার।

ওরা স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। হাত দুটো লোনা পানিতে ডুবিয়ে রেখেছে বুড়ো। চেষ্টা করছে মাথা ঠিক রাখতে। পুঞ্জমেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। তার ওপরে প্রচুর ঘনমেঘ। ফলে বুড়ো বুঝতে পারে সারা রাতই বাতাস থাকবে। ঠায় মাছটার দিকে তাকিয়ে থাকে বুড়ো, ব্যাপারটা সত্যি নিশ্চিত হবার জন্য। প্রায় ঘণ্টা খানেক পর প্রথম হাঙরটা আঘাত করল মাছকে।

হাঙরটা হঠাৎ করে আসেনি। কালচে রক্তের মেঘ সমুদ্রের এক মাইল গভীরে নেমে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ায় অতলান্ত পানি থেকে উঠে এসেছে। ও এত দ্রুত আর সম্পূর্ণ অসর্তকাবস্থায় ভেসে উঠেছিল যে নীল পানি ভেদ করে দিবালোকে বেরিয়ে এল। তারপর পড়ে গেল সমুদ্রে এবং রক্তের গন্ধ শুঁকে সাঁতরাতে শুরু করল ডিঙি আর মাছটা যে পথে গেছে সেদিকে।

মাঝে মাঝে গন্ধ হারিয়ে ফেলছে ও। কিন্তু পরক্ষণেই আবার টের পেয়ে যায় তা, অথবা তার রেশ, এবং দ্রুত গতিতে অবিরাম সাঁতরাতে থাকে ওই পথে। ওটা মেকো জাতের একটা বিশাল হাঙর, সমুদ্রের যেকোন দ্রুততম মাছের সাথে সাঁতরাতে পারে পাল্লা দিয়ে এবং চোয়াল দুটি ছাড়া ওর অন্য সবকিছুই সুন্দর। ওর পিঠ তরোয়াল মাছের মতই নীল, পেটটা রুপালি, আর ত্বক মসৃণ ও তেলতেলে। ওর গঠন তরোয়াল মাছের মত। কেবল ব্যতিক্রম বিরাট চোয়াল দুটো যেগুলো এখন, পিঠের স্থির উঁচু পাখনার সাহায্যে বিদ্যুৎগতিতে পানি কেটে এগিয়ে আসার সময়, পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে ছিল। বন্ধ ঠোঁটজোড়ার পেছনে ওর আট সারি দাঁতের সবকটিই ভেতর দিকে বাঁকান। বেশির ভাগ হাঙরের যেমন থাকে, ওগুলো সেরকম সাধারণ ত্রিভুজাকৃতির দাঁত নয়। মানুষের আঙুল থাবার ঢঙে বাঁকা করলে যেমন দেখায় তেমনি। লম্বায় প্রায় বুড়োর আঙুলের সমান এবং দুদিকেই ক্ষুরধার। এই মাছের জন্মই হয়েছে সমুদ্রের অন্য সব মাছকে ভক্ষণ করার জন্য, এবং ওরা এত দ্রুত গতিসম্পন্ন ও শক্তিশালী আর সুসশস্ত্র যে কোন শত্রুই নেই ওদের। এবার গন্ধটা খুব কাছে থেকে পেতে চলার বেগ বাড়াল ও এবং ওর পিঠের নীল পাখনাটা পানি কাটতে লাগল।

ওকে দেখেই বুড়ো বুঝে গেল এই হাঙরের ভয়ডর বলে কিছু নেই এবং ওর যা ইচ্ছা ও ঠিকই তা করবে। আগুয়ান হাঙরের দিকে নজর রাখল ও, হারপুনটা তৈরি করে নিয়ে দড়ি

বাঁধল তাতে। দড়িটা একটু ছোট, মাছ বাঁধার জন্য খানিকটা কেটে নেয়া হয়েছে বলে।

বুড়োর মাথা এখন একদম পরিষ্কার, সুস্থ। এবং ওর মন কৃতসংকল্প, তবু আশাবাদী হতে পারছে না সে। টিকতে পারলে তো খুবই ভাল, ও ভাবল। আগ্রাসী হাঙরের ওপর নজর রাখার ফাঁকে চোখ ফিরিয়ে বিশাল মাছটার দিকে একঝলক তাকাল ও। এটা তো একটা স্বপ্নও হতে পারত, ভাবল সে। আমাকে আঘাত করা থেকে ওকে বিরত রাখতে পারব না আমি, তবে চেষ্টা করতে হয়ত মারতে পারব। দাঁতাল, ও ভাবল। তোমার মায়ের কপাল মন্দ।

চকিতে নৌকার পেছনে চলে আসে হাঙরটা এবং যখন আক্রমণ করে মাছটাকে বুড়ো ওর মুখব্যাদান আর মোহন চোখ দুটো দেখতে পায় এবং তারপর শুনতে পায় লেজের ঠিক ওপরে দাঁত বসানর শব্দ। পানির ওপরে জেগে উঠেছে হাঙরের মাথা, পিঠ ভেসে উঠছে, বুড়োর কানে আসছে বড় মাছটার শরীর থেকে মাংস খুবলে নেয়ার শব্দ, এমন সময় হাঙরের মাথার যে বিন্দুতে ওর দুচোখের মধ্যবর্তী ও নাকের সরল রেখাটা মিলিত হয়েছে সেটা তাক করে সবেগে হারপুন নামিয়ে আনল ও। ওরকম কোন রেখা আদপ নেই। শুধু আছে ভারি চোখা নীল একটা মাথা, বড় বড় দুটো চোখ আর হাঁ করা ভয়ঙ্কর সর্বগ্রাসী একজোড়া চোয়াল। কিন্তু ওই জায়গাতেই থাকে মস্তিষ্ক এবং ওখানেই আঘাত হানল সে। ক্ষতবিক্ষত হাতে সর্বশক্তিতে মজবুত

একটা হারপুন দিয়ে ওখানে আঘাত করল। সাফল্যের আশা না করেই, সংকল্প আর প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে ওই আঘাতটা সে করেছে।

উলটে গেল হাঙরটা, বুড়ো দেখল ওর একটা চোখ নেই এবং তারপর দুপাল্লা দড়ি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে আর একবার ডিগবাজি খেল। বুড়ো জানে ও মরতে যাচ্ছে কিন্তু হাঙরটা তা মানতে চাইছিল না। এবার, চিত হয়ে, লেজ আছড়াতে আছড়াতে স্পীডবোটের মত করে পানি চষে ছুটে চলল হাঙরটা; চোয়াল অনবরত খুলছে, বন্ধ হচ্ছে। যেখানে ওর লেজ আঘাত হানছে ফেনা ফেনা হয়ে যাচ্ছে সেখানকার পানি আর ওর শরীরের বারআনাই উঠে গেছে শূন্যে। হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল দড়ি, টনটন করে উঠল, তারপর ছিঁড়ে গেল। কিছু সময়ের জন্য সমুদ্রের বুকে নিশ্চল হয়ে ভেসে রইল হাঙরটা এবং বুড়ো অপলকে তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর খুব আস্তে আস্তে ও তলিয়ে গেল।

'চল্লিশ পাউণ্ডের মত নিয়ে গেছে,' ক্ষিপ্ত স্বরে বলে উঠল বুড়ো। আমার হারপুন আর দড়িটাও নিয়ে গেছে, ভাবল মনে মনে, তার ওপর এখন আবার নতুন করে রক্ত পড়া শুরু হয়েছে আমার মাছের শরীর থেকে, ফলে এখন আরও জুটবে এসে।

মাছটা বিকৃত হয়ে গেছে বলে ওর দিকে আর ফিরে তাকাতে ওর মন চাইল না। হাঙরটা যখন মাছ কামড়ে ধরেছিল ওর মনে হচ্ছিল ওই আঘাত যেন ওর শরীরেই

লাগছে।

তবে আমার মাছকে যে হাঙর আঘাত করেছে তাকে আমি শেষ করেছি, ও ভাবল। আজ পর্যন্ত যতগুলো দেখেছি তার মধ্যে এটাই ছিল সবচেয়ে বড় দাঁতাল। খোদা জানেন, আমি অনেক বড় বড় হাঙর দেখেছি।

শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলে হয়, ও ভাবল। এখনকার এই ব্যাপারটা যদি স্বপ্ন হত, যদি সত্যি না হত আমার মাছ ধরার ঘটনাটা, বিছানায় বাসি খবরকাগজের ওপর আমি শুয়ে থাকতাম একাকী, খুব খুশি হতাম।

'কিন্তু মানুষের জন্ম তো হার স্বীকারের জন্য নয়,' ও বলল। 'মানুষ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে কিন্তু কখনও পরাজিত হয় না।' তবু মাছটাকে মেরেছি বলে খারাপ লাগছে আমার, মনে মনে বলল ও। এখন সামনে দুঃসময় আসছে, অথচ আমার কাছে হারপুনটা পর্যন্ত নেই। দাঁতালগুলো ভীষণ নিষ্ঠুর হয়। আর খুব করিৎকর্মা, শক্তিশালী আর চতুর। তবে আমি ওর চেয়েও বুদ্ধিমান ছিলাম। না, তা বোধহয় না, ও ভাবল। সম্ভবত আমি বোধহয় ওর চেয়ে একটু বেশি সুসশস্ত্র ছিলাম।

'মিছেমিছি ভেব না, বুড়ো,' নিজেকে শুনিয়ে বলল সে। 'এই পথ ধরে এগিয়ে যাও এবং বিপদ এলে মোকাবেলা কর তাকে।'

তবু চিন্তা আমাকে করতেই হবে, ও ভাবল। কারণ এটাই আমার শেষ সম্বল। এই মাছ আর বেসবল। আচ্ছা, আমি

যেভাবে মস্তিষ্কে আঘাত করেছি ওকে সেটা দেখলে গ্রেট ডিম্যাগিও কি খুব তারিফ করত আমার? অবশ্য ব্যাপারটা তারিফ করবার মত এমন কিছু আহামরি নয়, ও ভাবল। যেকোন লোকই পারবে। আচ্ছা, আমার হাত দুটোর অবস্থা কি অস্থিনালের ব্যাথার চেয়েও খারাপ? বলতে পারব না। জীবনে একবারই মাত্র গোড়ালিতে আঘাত পেয়েছিলাম আমি—সাঁতার কাটার সময় স্টিং রে-র গায়ে পাড়া পড়তে ও লেজের ঝাপটা মেরেছিল আমাকে আর তাতেই আমার পায়ের চেটো অবশ হয়ে যায় এবং আমি ভীষণ ব্যথা পাই।

'কোন খুশির কথা ভাব, বুড়ো,' বলল সে। 'প্রতি মুহূর্তে এখন তুমি এগিয়ে যাচ্ছ বাড়ির দিকে। চল্লিশ পাউণ্ড খোয়া যাওয়ায় তোমার নৌকাটাও বেশ হালকা হয়ে গেছে।'

ভাটিতে ঢোকার পর কি ঘটতে পারে তা ওর ভালই জানা আছে। কিন্তু এখন আর ওর কিছুই করবার নেই।

'নিশ্চয়ই আছে,' জোর গলায় বলে উঠল সে। 'একটা বৈঠার গোড়ায় আমি আমার ছুরিটা বেঁধে নিতে পারি।'

হাল বগলের তলায় রেখে এবং পালের দড়িটা পা দিয়ে চেপে ধরে, ঠিক তাই করল সে।

'এখনও,' ও বলল, 'আমি সে-ই বুড়ো। তবে আর নিরস্ত্র নই।'

ফুরফুরে হাওয়া বইছে। তরতর করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। মাছের সামনের অংশটা একবার ও তাকিয়ে দেখল এবং ওর

আশা কিছুটা ফিরে এল আবার।

আশা হারিয়ে ফেলা বোকামি, ও ভাবল। তাছাড়া আমার বিশ্বাস এটা পাপ। পাপ নিয়ে চিন্তা কর না, নিজেকে সাবধান করে দিল ও। পাপ ছাড়াও এখন অনেক সমস্যা আছে। আর এ ব্যাপারে তো আমার কোন জ্ঞানই নেই।

আমার কোন জ্ঞান নেই এ ব্যাপারে এবং আমি এতে আদৌ বিশ্বাস করি কি-না তা আমি নিজেও জানি না ভাল করে। হয়ত মাছটাকে মেরে ফেলাও একটা পাপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও কাজটা আমি করেছি বোধহয় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং আরও অনেক লোকের মুখে আহার তুলে দেবার জন্য। আর, এক অর্থে, সব-কাজই তো পাপ। পাপের কথা ভেব না। এসব ভাবাভাবির জন্য বহু দেরি হয়ে গেছে এখন, আর তাছাড়া এটা করার জন্য কিছু লোককে মজুরিও দেয়া হয়। যাদের ব্যাপার তাদেরকেই মাথা ঘামাতে দাও। জেলে হবার জন্য তোমার জন্ম যেমন মাছ হবার জন্যেই জন্মেছিল ওই মাছটা। স্যান পেদ্রো জেলে ছিল। গ্রেট ডিম্যাগিওর বাবাও তাই।

কিন্তু ও যেসব ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে সেগুলো সম্পর্কে ভাবতে ওর ভাল লাগছিল। আর যেহেতু ওর কাছে পড়বার মত কিছু নেই, নেই একটা রেডিয়ো, ভাবনার রাজ্যেই মশগুল হল ও এবং পাপ সম্পর্কে ভাবতে লাগল অবিরত। কেবল নিজের বেঁচে থাকা আর খাবার হিসেবে বিক্রির জন্য মাছটাকে বধ

করনি তুমি, ও মনে মনে বলল। তুমি ওকে মেরেছ তোমার অহঙ্কারের জন্য আর তুমি একজন জেলে বলে। যখন ও বেঁচে ছিল তখন ওকে ভালবেসেছ তুমি আর এখন, মরে যাবার পরেও, বাসছ। কারুকে যদি ভালবাসা যায়, তাকে মারলে পাপ হয় না। নাকি আরও বেশি?

'তুমি বড্ড বেশি আজেবাজে চিন্তা কর, বুড়ো,' উচ্চস্বরে বলল ও।

তবে ওই দাঁতালটাকে বধ করা উপভোগ করেছ তুমি, ভাবল সে। তোমার মতই মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে ওরা। কিছু কিছু হাঙর যেমন আবর্জনাভুক,যা পায় তাই খায়, ওরা সেরকম নয়। ওরা সুন্দর এবং মহৎ। ভয় কাকে বলে জানে না।

'আত্মরক্ষার জন্য আমি ওকে মেরেছি,' সাফাই গাইল বুড়ো। 'আর মেরেওছি বেশ দক্ষতার সঙ্গে।'

তাছাড়া, ও ভাবল, এভাবেই সকলে কোন না কোন উপায়ে একে অন্যকে মেরে চলে। মাছধরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে, আবার এটাই প্রতিনিয়ত মেরে ফেলছে আমাকে। ছেলেটাও বাঁচিয়ে রাখে আমাকে, ও ভাবল। এভাবে আমার নিজেকে প্রবঞ্চনা করা উচিত হচ্ছে না।

মাছের যেখানটায় কামড় বসিয়েছিল হাঙর ঝুঁকে পড়ে সেখান থেকে ও খানিকটা মাংস খসিয়ে আনল। মুখে পুরে মাছটা চাখল সে, উৎকৃষ্ট আর স্বাদু মনে হল। বেশ শক্ত আর রসাল, একেবারে আসল মাংসের মত, অথচ লালচে নয়।

কোনরকম আঁশ নেই। এ মাছ যে বাজারে ভিষণ চড়া দামে বিকোবে তা ও ভাল করেই জানে। কিন্তু সমুদ্রের পানি থেকে এর গন্ধ দূরে সরিয়ে রাখার কোন উপায়ই নেই। তাই বুড়োর বুঝতে অসুবিধে হয় না সামনে চরম বিপদ আসছে।

নিটোল বাতাস বইছে। তবে এখন উত্তর পূর্ব দিকে সামান্য সরে গেছে এর গতি। বুড়ো জানে এর অর্থ, বাতাস আর পড়বে না। সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করল বুড়ো, কিন্তু কোন পাল বা জাহাজ কিংবা তার ধোঁয়া চোখে পড়ল না। কেবল তার সামনের গলুই বরাবর সমুদ্র ভেঙে লাফিয়ে উঠছে উড়ন্ত মাছের দল, তারপর ভেসে চলে যাচ্ছে দুপাশে। আর এখানে সেখানে সামুদ্রিক লতাগুল্মের হলুদ ছোপ। এমনকি একটি পাখিও দেখতে পায় না সে।

যখন দুটো হাঙরের প্রথমটাকে দেখতে পেল ও, প্রায় দুঘণ্টা কেটে গেছে। এই সময়টা পেছনের গলুইয়ে হেলান দিয়ে কাটিয়েছে ও, মাঝে মাঝে মার্লিনের গা থেকে মাংস তুলে নিয়ে মুখে পুরেছে, চেষ্টা করেছে বিশ্রাম নিতে আর গায়ে বল রাখতে।

'আহ্,' শব্দ করে ওঠে ও। এই শব্দের কোন বিকল্প নেই এবং সম্ভবত এটা শুধুই অব্যক্ত একটা ধ্বনি যেমনটা, নিজের অজান্তেই, করে মানুষ যখন সে বুঝতে পারে পেরেকটা তার হাত ফুটো করে তক্তায় গিয়ে বিঁধেছে।

'জোড়া রাক্ষস,' চেঁচিয়ে উঠল ও। ইতিমধ্যে সে দ্বিতীয় পাখ-

নাটা দেখতে পেয়েছিল 'আসছে প্রথমটার পেছনে। বাদামি রঙের ত্রিভুজাকৃতি পাখনা আর লেজের গতি দেখে ও বুঝতে পারল ওগুলো কোদালমুখো ভোঁতা নাকের হাঙর। মাছের গন্ধে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ওরা এবং সর্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালায় এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যে এক একবার থেই হারিয়ে ফেলছে গন্ধের। তবু একটু একটু করে ঠিকই ব্যবধান কমিয়ে আনছে ওরা।

পালের দড়ি বেঁধে হালটা আটকে নিল বুড়ো। তারপর ছুরি বাঁধা বৈঠাখানা তুলে নিল হাত বাড়িয়ে। যথাসম্ভব হালকাভাবে ওটা উঁচু করল সে কারণ ব্যথায় ওর হাত দুটো বেঁকে বসেছে। তারপর আঙুলের খিল ছাড়াতে মুঠি খুলে ফের আলতোভাবে বন্ধ করল বৈঠার ওপর। এবং তারপর হাত দুটো যেন ব্যথা সহ্য করতে পারে আর লক্ষ্য নড়ে না যায় তাই মুঠি শক্ত করল এবং নজর রাখল আগ্রাসী হাঙরগুলোর ওপর। ওদের চওড়া চ্যাপটা কোদালমুখো মাথা আর সাদা সাদা বুকের পাখনা এখন দেখতে পাচ্ছে সে। এগুলো খুব হিংস্র হাঙর, দুর্গন্ধময়, আবর্জনাভুক, খুনী, আর খিদে পেলে নৌকার হাল বৈঠা সবকিছুই কামড়ে ধরে। ডাঙায় কচ্ছপ ঘুমিয়ে থাকলে এ হাঙরেরাই কচ্ছপের পা কেটে নেয়, আর যদি পেটে খিদে থাকে, পানিতে মানুষকে পর্যন্ত কামড়াতে দ্বিধা করে না, এমনকি সেই মানুষের শরীরে মাছের রক্তের গন্ধ কিংবা মাছের আঁশ লেগে না থাকলেও।

'আয়,' বলল বুড়ো। 'জোড়া রাক্ষস। চলে এস, জোড়া রাক্ষস।'

ওরা এল। তবে মেকো যেভাবে এসেছিল সেভাবে নয়। ডুব দিয়ে ডিঙির তলায় চলে গেল একটা এবং মাছটাকে ছিঁড়ে খাওয়ার চেষ্টা করতে বুড়ো টের পেল ওর ধাক্কায় ডিঙি দুলছে। অন্যটা তার কুঁতকুঁতে হলুদ চোখে বুড়োকে মাপল কিছুক্ষণ, এবং তারপর, মাছটা আগেও যেখানে একবার বিক্ষত হয়েছে সেখানে কামড় বসাতে, অর্ধবৃত্তাকার মুখটা হাঁ করে ধেয়ে এল। ওর বাদামি মাথা আর পিঠের রেখাটা দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল কোথায় মস্তিষ্ক মিলিত হয়েছে সুষুম্নাকাণ্ডের সঙ্গে। বৈঠায় বাঁধা ছুরিটা সন্ধিস্থলে সজোরে ঢুকিয়ে দিল বুড়ো, বের করল, তারপর হাঙরের হলুদ বেড়াল-সদৃশ চোখে ঢুকিয়ে দিল আবার। মাছটা ছেড়ে দিল হাঙর, মৃত্যুর মুহূর্তে মুখের মাংস-টুকু গিলে ফেলে ডুবে গেল।

মাছের ওপর অপর হাঙরটার হামলায় ডিঙি নড়ছিল তখনও। পালের বাঁধন খুলে দিল বুড়ো যেন ডিঙি ঘুরে যায় আর হাঙরটা বেরিয়ে আসে নিচ থেকে। যখন হাঙরকে দেখতে পেল সে ঝুঁকে পড়ে ঘাই মারল। ছুরিটা ঢুকল না ভেতরে, শক্ত চামড়ায় সামান্য আঁচড় কেটে ফসকে গেল। আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় শুধু হাতেই নয় কাঁধেও চোট পেল সে। কিন্তু হাঙর মাথা জাগিয়ে দ্রুত উঠে এল ওপরে এবং ওর নাক পানি থেকে বেরিয়ে এসে মাছের গায়ে ঠেকতেই বুড়ো ঘ্যাঁচ করে ছুরি ঢুকিয়ে দিল

ভোঁতা মাথাটার মাঝখানে। ছুরিটা টেনে বের করে ফের একই জায়গায় ঘাই মারল বুড়ো। কিন্তু হাঙর চোয়াল চেপে ঝুলে রইল মাছের সঙ্গে এবং বুড়ো ওর বাঁ চোখে আঘাত হানল। হাঙরটা তবু ঝুলে রইল ওখানে।

'ছাড়বি না? বলে ওর কশেরুকা আর মস্তিষ্কের সন্ধিস্থলে ছুরিটা আমূল ঢুকিয়ে দিল বুড়ো। এখন একেবারে সহজ মার, ও অনুভব করল তরুণাস্থি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এবার বৈঠা টেনে বের করে হাঙরের মুখে ছুরি ঢোকাল বুড়ো, চাড় দিয়ে বন্ধ চোয়াল দুটো খুলে ফেলল। 'চলে যাও, রাক্ষস। এক মাইল গভীরে নেমে যাও। তোমার বন্ধুর সাথে মোলাকাত কর গিয়ে, অথবা ওটাই তোমার মা ছিল হয়ত।'

ছুরির ফলা মুছে বৈঠা নামিয়ে রাখল বুড়ো। তারপর পাল ঠিক করে আগের পথে ডিঙি ভাসাল।

'নিশ্চয়ই ওর সিকি পরিমাণ ছিঁড়ে নিয়ে গেছে ওরা! এবং সেরা অংশটুকু,' উচ্চকণ্ঠে বলল বুড়ো। 'গোটা ব্যাপারটাই যদি স্বপ্ন হত, আমি আদৌ না ধরতাম ওকে, খুব ভাল হত। আমি দুঃখিত, মাছ। সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল।' থামল সে। এখন আর মাছটার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হচ্ছে না ওর। রক্ত-ক্ষরণে আর পানিতে ধুয়ে গিয়ে ওর শরীরটা আয়নার পেছন দিককার পায়রা লাগান রুপালি অংশের মত লাগছে দেখতে। কেবল ওর ডোরাগুলো ঠিকই দেখা যাচ্ছে।

'আসলে অতদূরে যাওয়া আমার ঠিক হয়নি, মাছ,' বলল

সে। 'তোমার জন্যে না, আমার জন্যেও না। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, মাছ।'

এবার, নিজেকে বলল সে, ছুরির বাঁধনটা দেখে নাও, খেয়াল কর ওটা ছিঁড়ে গেছে কিনা। তারপর তোমার হাত ঠিক করে নাও কারণ আরও আসবে।

'ছুরিটা শান দেয়ার জন্য একটা পাথর থাকলে হত,' বৈঠার হাতলে বাঁধনটা পরখ করে বলল বুড়ো। 'একটা শান দেয়ার পাথর আমার আনা উচিত ছিল।' আরও অনেক জিনিসই আনা উচিত ছিল তোমার, ভাবল সে। কিন্তু তুমি সেগুলো আননি, বুড়ো। যা করনি তা নিয়ে ভাববার সময় এটা নয়। যা আছে তা দিয়ে কতটুকু কি করতে পার তাই বরং ভেবে দেখ।

'ঢের উপদেশ দিয়েছ তুমি,' চিৎকার করে উঠল সে। 'এসব আর ভাল লাগছে না আমার।'

বগলের তলায় হাল চেপে ধরে হাত দুটো পানিতে ডুবিয়ে দিল ও। আর ডিঙি ভেসে চলল সামনে।

'খোদা মালুম, ওই শেষের হাঙরটা কতখানি খেয়ে ফেলেছে,' বলল ও। 'তবে নৌকাটা অনেক হালকা লাগছে এখন।' মাছের ক্ষতবিক্ষত পেট-টার কথা সে ভাবতে চাইল না। জানে হাঙরের ঝটকায় যতবার দুলে উঠেছে ডিঙি ততবারই মাংস খুবলে খেয়েছে ওরা। আর মাছটা এখন সমস্ত হাঙর-কুলের জন্য প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেছে গোটা সমুদ্রে।

ওই মাছ একজন লোককে সারা শীত বাঁচিয়ে রাখতে

/ারত, ভাবল সে। এসব আর চিন্তা কর না তো। শুধু বিশ্রাম নাও আর ওর যেটুক অবশিষ্ট আছে এখনও তা রক্ষা করতে যত্ন নাও হাত দুটোর। পানিতেই এখন যে পরিমাণ গন্ধ তাতে আমার হাতের রক্তের গন্ধে কিছুই ইতরভেদ হবে না। তাছাড়া ওগুলো থেকে ততটা রক্তও ঝরছে না। এমন কিছু কাটেনি যে চিন্তার কারণ ঘটবে। বরং রক্ত ঝরায় বাঁ হাতটা হয়ত অবশ হবে না আর।

আর কি নিয়ে চিন্তা করা যায় এবার? ও ভাবল। কিছু না। সমস্ত চিন্তা বাদ দিয়ে আরও হাঙর আসার অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাকে। সত্যি সত্যি যদি স্বপ্ন হত ব্যাপারটা; খুব ভাল হত, ভাবল সে। তবে কে বলতে পারে? হয়ত শেষ পর্যন্ত ভালয় ভালয়ই চুকে যাবে সবকিছু।

এরপর যে হাঙরটা এল সেটা একটা চ্যাপটা কোদালমুখো। খোঁয়াড়ে হানা দেয়া শুয়োরের মত করে এল সে, অবশ্য আদৌ যদি কোন শুয়োরের হাঁ অত বিরাট হয় যার ভেতর অনায়াসে তোমার মাথা ঢুকিয়ে দিতে পার তুমি। বুড়ো প্রথমে মাছটাকে আঘাত করার সুযোগ দিল, ওকে তারপর বৈঠায় বাঁধা ছুরিটা ঢুকিয়ে দিল ওর মস্তিষ্কে। কিন্তু হাঙরটা ঝটকা মেরে ডিগবাজি দিয়ে সরে গেল পেছনে এবং ছুরির ফলাটা ভেঙে গেল।

নৌকা চালনায় মন দিল বুড়ো। বিরাটকায় হাঙরটা প্রথমে পূর্ণ আকৃতিতে, তারপর ছোট, এবং সবশেষে বিন্দু হয়ে, ধীরে ধীরে

পানিতে ডুবে গেল। কিন্তু সেই দৃশ্য একবারের জন্যেও দেখল না সে। ওই দৃশ্য সবসময়েই আকৃষ্ট করে বুড়োকে। কিন্তু এখন সে একবার তাকিয়ে পর্যন্ত দেখল না।

'আমার কোঁচটা রয়েছে এখনও,' ও বলল। 'তবে ওতে আর কাজ হবে না কিছু। অবশ্য দুটো বৈঠা, হাল আর একটা ছোট মুগুর রয়েছে আমার কাছে।'

এবার ওদের কাছে আমি জব্দ, ভাবল সে। মুগুর পেটা করে হাঙর মারার বয়স আমার নেই। তবু যতক্ষণ ওই বৈঠা দুটো আর হাল আর ছোট মুগুরটা রয়েছে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব।'

হাত দুটো ভেজাতে আবার সে ওগুলো পানিতে ডোবাল। বেলা পড়ে আসছিল অথচ সমুদ্র আর আকাশ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না ওর। আগের চেয়ে বাতাসের বেগ বেড়েছে এখন। ও আশা করছে শিগগিরই দেখতে পাবে ডাঙা।

'তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, বুড়ো,' বলল সে। 'ভেতরে ভেতরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

সূর্যাস্তের ঠিক আগে আগে আবার ওকে আক্রমণ করল হাঙর।

বুড়ো দেখল মাছটা পানিতে যে প্রশস্ত পথ তৈরি করেছে তা ধরে এগিয়ে আসছে বাদামি পাখনাগুলো। এবার আর ওরা গন্ধ শুঁকে শুঁকে আসছে না। পাশাপাশি সাঁতার কেটে সোজা এগিয়ে আসছে ডিঙির দিকে।

হাল আটকে নিল সে, পালের দড়িটা বেঁধে পেছনের গলুই-য়ের নিচ থেকে মুগুরটা বের করল। আসলে এটা একটা ভাঙা বৈঠার হাতল, কেটে আড়াই ফুটের মত করে নেয়া হয়েছে। হাতলটা ছোট, ফলে মাত্র এক হাতে ওটার সদ্ব্যবহার করতে পারবে সে। ডান হাতের আঙুলগুলো ছড়িয়ে মুগুরটা শক্ত করে ধরল ও, চোখ রাখল আগ্রাসী হাঙর দুটোর দিকে। দুটোই সেই রাক্ষুসে জাতের।

প্রথমটাকে আমি মাছের বেশ কাছে আসতে দেব, বুদ্ধি আঁটল ও, তারপর হয় ওর নাকের জোড়া অথবা চাঁদি বরাবর মারব।

একসঙ্গে হানা দিল দুটো হাঙর এবং যখন ওর সবচেয়ে কাছের-টা হাঁ করে মাছের রুপালি শরীরে কামড় বসাল। মুগুরটা শূন্যে তুলে ও প্রচণ্ড এক বাড়ি মারল হাঙরের খুলিতে। মুগুরটা মাথায় আঘাত করতেই একধরনের থলথলে পদার্থের অস্তিত্ব অনুভব করল সে এবং সেই সাথে শক্ত হাড়ের আভাসও পেল। তারপর হাঙরটা যখন মাছ ছেড়ে দিয়ে তলিয়ে যেতে শুরু করল, ওর নাকের সংযোগস্থলে আর একবার আঘাত করল।

অপর হাঙরটা ইতিমধ্যে বার কয়েক হামলা চালিয়েছে। এখন আবার মুখব্যাদান করে তেড়ে এল সে। মাছটাকে যখন কামড়ে ধরল ও বুড়ো দেখতে পেল ওর চোয়ালের দুপাশে সাদা সাদা মাছের মাংস লেগে রয়েছে। ওর দিকে মুগুর ঘোরাল সে।

কিন্তু আঘাতটা কেবল কপালে লাগল এবং হাঙরটা ওর দিকে একবার তাকিয়ে আরও খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিল। আবার মুগুর ঘুরিয়ে ওকে বাড়ি মারল বুড়ো, কিন্তু ও তখন মাংস গিলতে দূরে সরে যাচ্ছিল, ফলে আঘাতটা ওর পুরু থলথলে চর্বিতেই লাগল শুধু।

'আয়, রাক্ষস,' বলল বুড়ো। 'আয় আর একবার।'

চকিতে ধেয়ে এল হাঙর এবং মাছের গায়ে কামড় বসাতেই ওকে আঘাত করল বুড়ো। মুগুরটা যতটা পারে উঁচুতে তুলে সজোরে নামিয়ে আনল সে। এবার ও খুলির হাড়টাকে অনুভব করতে পারল এবং খানিক আলগা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে হাঙরটা আস্তে আস্তে তলিয়ে যাবার সময় আবার একই জায়গায় ওকে আঘাত করল সে।

ওর ফিরে আসার অপেক্ষায় সতর্ক হয়ে রইল বুড়ো কিন্তু দুটো হাঙরের একটাও দেখা দিল না। তারপর একটাকে পানির ওপরে চক্রাকারে বিলি কাটতে দেখল সে। অন্যটার পাখনা দেখতে পেল না।

ওদের মারতে পারব এ আশা করা বৃথা, ভাবল সে। আমার সুবিধামত সময়ে পেলে অবশ্য পারতাম। তবে দুটোকেই জখম করেছি মারাত্মকভাবে আর ওদের অবস্থাও এখন নিশ্চয়ই সঙ্গিন। দুহাতে যদি আমি চালাতে পারতাম বৈঠাটা, নিশ্চয়ই মারতে পারতাম প্রথমটাকে। এমনকি এখনও পারি, ও ভাবল।

ওর আর মাছের দিকে ফিরে তাকাবার ইচ্ছে হয় না। জানে অর্ধেকটাই গেছে ওর। ও যখন হাঙরগুলোর সঙ্গে লড়ছিল তখনই ডুবে গেছে সূর্য।

'একটু বাদেই আঁধার নামবে,' বলল সে। 'তখন হাভানার বাতি আমার দেখতে পাবার কথা। আর যদি খুব বেশি পুবে চলে এসে থাকি, নতুন বালুচরগুলোর একটার আলো দেখতে পাব।'

তীর থেকে নিশ্চয়ই এখন আর খুব বেশি দূরে নেই আমি, ও ভাবে। সম্ভবত আমার জন্য খুব একটা চিন্তিত হয়নি কেউ। অবশ্য, চিন্তা করবার মত একমাত্র ওই ছেলেটাই আছে। তবে আমি নিশ্চিত আমার ওপর ও আস্থা হারাবে না। প্রবীণ জেলেদের অনেকেই চিন্তা করবে। এবং অন্যান্য আরও অনেকে, ও আন্দাজ করল। ভাল একটা পল্লীতে বাস করি আমি।

মাছটার সঙ্গে আর কথা বলতে পারছে না ও কারণ মাছটা ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতবিক্ষত। তারপর, চকিতে, আর একটা চিন্তা এল ওর মাথায়।

সেই আধখানা মাছকেই উদ্দেশ করে ও বলল, 'মাছ, কী অপূর্বই না ছিলে তুমি। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, অত-দূরে চলে গিয়েছিলাম। আমাদের দুজনারই সর্বনাশ করেছি আমি। তবে আমরা অনেকগুলো হাঙরকে শেষ করেছি, তুমি আর আমি, আর জখম করেছি আরও বেশ কটাকে। এ পর্যন্ত তুমি কত হাঙর মেরেছ, বুড়ো মাছ? তোমার মাথার ওই বর্শাটা

নিশ্চয়ই তুমি অকারণে রাখনি।'

মাছের কথা ভাবতে ভাল লাগে ওর এবং জীবিত থাকলে হাঙরগুলোর কি দশা করতে পারত ও তার কথা। আমার উচিত ছিল ওর ছুঁচাল ঠোঁটটা কেটে নিয়ে তাই দিয়ে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করা, ও ভাবল। কিন্তু এখানে তো কোন কুঠার নেই, আর ছুরিটাও গেছে। তবে যদি থাকত, আর ওটা কেটে বৈঠার হাতলে আমি পারতাম বেঁধে নিতে, একখানা অস্ত্রই হত বটে। তখন আমরা হয়ত একসঙ্গে লড়তে পারতাম ওদের বিরুদ্ধে। এখন ওরা যদি রাতে আসে কি করবে তুমি? কি করবারই বা আছে তোমার?

'যুদ্ধ,' বলল সে। 'মরার আগে পর্যন্ত ওদের সঙ্গে লড়ব আমি।'

কিন্তু এই অন্ধকার রাতে, উপকূলে যখন কোন আলোর ছিটেফোঁটাও নেই, শুধু বাতাসের শনশন আওয়াজ আর পালের একঘেয়ে টান বোঝা যায়, মাঝে মাঝে তার মনে হয় সে বুঝি মরে গেছে। হাত জোড় করে তালু দুটো অনুভব করল সে। না, মরেনি ওগুলো, স্রেফ মুঠি খোলা বন্ধ করেই জীবনের যন্ত্রণাকে সে নতুন করে উপলব্ধি করতে পারছে। পেছনের গলুইতে গা এলিয়ে দিয়েই ও টের পেল ও মরেনি। তার ঘাড় দুটোও তাই বলছে।

'মাছটা ধরতে পারলে ফাতেহা পাঠ করব অঙ্গীকার করেছিলাম, ও ভাবল, এখনও সেগুলো পড়া বাকি আছে। কিন্তু এখন আমি ভীষণ ক্লান্ত, পড়বার শক্তি নেই। তার চেয়ে বরং ছালাটা কাঁধের ওপর চাপিয়ে শুয়ে পড়ি।

গলুইয়ে শুয়ে হাল ধরে রইল সে, আকাশে আলো ফোটার অপেক্ষায় রয়েছে। এখনও মাছটার আধখানা আছে আমার কাছে, ও ভাবল। হয়ত ওর সামনের অংশটা বাড়ি নিয়ে যেতে পারব আমি। ভাগ্য আমার কিছুটা সুপ্রসন্ন নিশ্চয়ই হবে। না, বলল সে। যে মুহূর্তে তুমি বাইরের সমুদ্রে চলে গেছ তুমি তোমার ভাগ্যের সীমা লংঘন করেছ।

'কি আবলতাবল ভাবছ,' সশব্দে বলল সে। 'সজাগ থেকে নৌকা চালিয়ে যাও। এখনও হয়ত ভাগ্যের সহায়তা পেয়ে যেতে পার তুমি।'

'ভাগ্য জিনিসটা কোথায় বিক্রি হয় জানলে আমি কিনতাম খানিকটা,' ও বলল।

কিন্তু কিনতাম কি দিয়ে? নিজেকেই প্রশ্ন করে ও। দুটো অকেজো হাত, একটা ভাঙা ছুরি আর হারিয়ে যাওয়া হারপুন দিয়ে কি আমি কিনতে পারতাম তা?

'অসম্ভব না,' বলল সে। 'সমুদ্রে কাটান চুরাশিটা দিন দিয়ে তো তুমি কিনবার চেষ্টা করেছিলে ওকে। আর ওরাও তোমার কাছে বিক্রি করে ফেলেছিল প্রায়।'

উদ্ভট চিন্তাভাবনা করা আমার উচিত হচ্ছে না, ও ভাবল। ভাগ্য এমন একটা জিনিস যা নানা রূপ ধরে আসে। কে চিনতে পারে তাকে? তবে যে চেহারাতেই আসুক আমি তার কিনব কিছুটা, আর এজন্য যা মাশুল চায় ওরা দেব। হায়, এখন যদি আমি কিছুটা আলোকরশ্মিও দেখতে পেতাম, ভাবল সে।

আমি তো অনেক কিছুই পেতে চাই। তবে এমুহূর্তে ওটাই আমার চাহিদা। হাল ধরার জন্য আর একটু আরাম করে বসতে চেষ্টা করল ও, পিঠের ব্যথা থেকে উপলব্ধি করল এখনও মরেনি সে।

রাত প্রায় দশটা নাগাদ ও পানিতে শহরের প্রতিবিম্বিত আলোকরশ্মি দেখতে পেল। চাঁদ ওঠার আগে যেরকম আভা বেরোয় আকাশে প্রথম দিকে তেমনি আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল ওগুলো। তারপর স্পষ্ট হয়ে বাতাসের সাথে ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের অনেক দূর অবধি দেখা গেল। আলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে ও। ভাবছে এখন সে, অচিরেই, স্রোতের সীমায় গিয়ে পড়বে।

এবার সব প্রতীক্ষার অবসান হবে, ভাবল ও। সম্ভবত ওরা আবার আক্রমণ করবে আমায়। কিন্তু একজন নিরস্ত্র মানুষ অন্ধকারে কী-বা করতে পারে ওদের বিরুদ্ধে?

ইতিমধ্যে আড়ষ্ট হয়ে গেছে সে, ব্যথায় জর্জরিত, সমস্ত জখম আর শরীরের অবসন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গগুলো বিষিয়ে উঠছে রাতের ঠাণ্ডায়। আর যেন লড়াই করতে না হয় আমায়, কামনা করল ও। মন থেকে বলছি আমি, আর যেন লড়তে না হয়।

তবু মাঝরাত নাগাদ আবার লড়াই করল সে যদিও এখনও জানে এ লড়াই অর্থহীন। ঝাঁক বেঁধে এসেছে ওরা এবং অন্ধকারে ও শুধু পাখনা দিয়ে ওদের পানি কাটার দাগ আর মাছের ওপর লাফিয়ে পড়ার সময় ওদের গায়ে ফসফরাসের ছটা দেখতে পাচ্ছে। মাথাগুলো লক্ষ্য করে মুগুর চালায় সে আর শুনতে পায় নিচে মাছের গায়ে ওদের কামড় বসানর শব্দ, ডিঙির

দুলুনি। মরিয়া হয়ে অন্ধের মত মুগুর চালাতে লাগল ও, তারপর টের পেল কেউ কামড়ে ধরেছে মুগুরটা, এবং পরমুহূর্তে ওটা ফসকে গেল তার হাত থেকে।

নৌকা থেকে এবার হালের কাঠিটা টান মেরে খুলে নিল ও, দুহাতে আঁকড়ে ধরে ওটা দিয়েই অনবরত এলোপাতাড়ি আঘাত করতে লাগল। কিন্তু ওরা তখন সামনের গলুইয়ের কাছে হামলা চালিয়েছে, ছুটে যাচ্ছে একের পর এক, জোড়ায় জোড়ায়, খুবলে ছিঁড়ে নিচ্ছে মাংস, এবং তারপর যখন আর এক দফা হামলা চালানর জন্য ঘুরে আসছিল, পানির তলায় মাংসখণ্ডের গায়ে ফসফরাসের আভা দেখা যাচ্ছিল।

একটা, সবশেষে, একেবারে মাছের মাথা লক্ষ্য করে ছুটে এল। সঙ্গে সঙ্গে ও বুঝে গেল সব শেষ হয়ে গেছে। হাঙরটা মাছের শক্ত অচ্ছেদ্য ঘাড় কামড়ে ধরতে, হালের কাঠি ঘুরিয়ে হাঙরের মাথায় ও আঘাত করল। বারবার ওটা দিয়ে আঘাত করতে লাগল সে। তারপর কাঠিটা ভেঙে যাবার শব্দ পেল, এবার ভাঙা কাঠির চোখা মাথা দিয়েই ঘাই মারল হাঙরটাকে। টের পেল কাঠিটা ঢুকে গেছে ভেতরে এবং ওটা চোখা একথা বুঝতে পেরে আবার ঢুকিয়ে দিল। মাছ ছেড়ে দিয়ে হাঙরটা ভেসে চলে গেল স্রোতের টানে। ওটাই ছিল ওই ঝাঁকের শেষ হাঙর। এরপর আর ওদের খাওয়ার মত কিছু অবশিষ্ট রইল না।

নিশ্বাস নিতে এখন কষ্ট হচ্ছে বুড়োর, বিস্বাদ হয়ে গেছে মুখ। কেমন যেন তামাটে আর মিষ্টি স্বাদ, মুহূর্তের জন্য একটু

ঘাবড়ে যায় সে। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে আসে সব।

মহাসমুদ্রে থুতু ফেলে চিৎকার করে ওঠে ও, 'খা, শয়তানের দল, এটাও খা। আর, তোরা একটা মানুষকে মেরে ফেলেছিস ভেবে ফুর্তি কর।'

ও জানে ও এখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব এবং এর কোন প্রতিকার নেই। পেছনের গলুইতে ফিরে এসে ও বসে পড়ল। দেখল কাঠির চোখা মাথাটা হালের খাঁজে লাগসইভাবে ঢুকে যাবে এবং নৌকা চালাতে অসুবিধে হবে না। ছালাটা কাঁধের ওপর টেনে দিয়ে ডিঙি সোজা করে নিল ও। এখন ও হালকা চালে ভেসে চলেছে। সমস্ত মন বিকারশূন্য, ভাবনাহীন। এখন সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে, কেবল নিজ বন্দরে পৌঁছাবার জন্য যথা-সম্ভব দৃঢ়তা আর কৌশলের সঙ্গে ডিঙিটা চালিয়ে যাচ্ছে। গভীর রাতে কয়েকটা হাঙর এল, খাবার টেবিল থেকে অনেকে যেভাবে উচ্ছিষ্ট কাড়াকাড়ি করে তুলে নেয় তেমনিভাবে মাছের কঙ্কালটাকে কামড়াতে। বুড়ো তাকিয়েও দেখল না ওদের, নৌকা চালনা ছাড়া আর কোনদিকে তার নজর নেই। সে কেবল লক্ষ্য করছে, এখন সঙ্গে কোন বিরাট বোঝা বাঁধা না থাকায় ডিঙিটা কেমন হালকা চালে আর তরতর করে এগিয়ে চলেছে।

অক্ষতই আছে নৌকাটা, ও ভাবল। হালের কাঠিটা ছাড়া আর কোন ক্ষতি হয়নি। ওটা সহজেই বদলে নেয়া যাবে।

এবার সে ভাটিতে এসে পড়েছে বুঝতে পারছে ও, তীর জুড়ে জনবসতির বাতি দেখতে পাচ্ছে। ও জানে এখন ও কোথায়

রয়েছে এবং এখান থেকে বাড়ি পৌঁছান কঠিন নয়।

বাতাস আমাদের বন্ধু, মনে মনে বলল ও। তারপর একটু থেমে যোগ করল, কখনও কখনও। আর শত্রু মিত্র মিলিয়ে এই মহাসমুদ্রও। এবং বিছানা, ভাবল সে। বিছানা আমার বন্ধু। শুধু ঘুমানর জায়গাটা, ও ভাবল। আর বিছানা হয়ে উঠবে একটা মহার্ঘ বস্তু। মার খাওয়াটা সোজা, ভাবল ও। আগে জানতাম না আমি কত সোজা এটা। আচ্ছা, কে মারল তোমায়, ধারণা করতে চেষ্টা করল সে।

'কেউ না,' উচ্চকণ্ঠে বলল সে। 'আমি সীমা লংঘন করেছিলাম।'

যখন ছোট্ট পোতাশ্রয়ে ঢুকল সে টেরাসের বাতিগুলো নিভে গেছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, বুঝতে পারে ও। ক্রমশ বেড়ে এখন দামাল হাওয়া বইছে। তবু গোটা বন্দর নিঝুম। বড় বড় পাথরের নিচে নুড়ি বিছান ছোট্ট একটা সৈকতে এসে ভিড়ল সে। ওকে সাহায্য করবার মত কেউ নেই, তাই নিজেই নৌকা টেনে নিয়ে যতটা পারে চড়ায় তুলল। তারপর এগিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখল একটা পাথরের সঙ্গে।

মাস্তুল নামিয়ে ও পাল গুটিয়ে ফেলল এবং বাঁধল শক্ত করে। তারপর মাস্তুলটা কাঁধে চাপিয়ে উঠতে শুরু করল পাড় বেয়ে। এতক্ষণে ও বুঝতে পারল আসলে ও কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মুহূর্তের জন্য থেমে পেছন ফিরে তাকাল ও, রাস্তার বাতির প্রতিফলিত আলোয় দেখল মাছটার বিশাল লেজ ডিঙির

পেছনের গলুই ছাড়িয়ে বহুদূর চলে গেছে। ওর মেরুদণ্ডের সাদা নগ্ন হাড়, ছুঁচাল ঠোঁটসমেত কাল মাথা আর মাঝখানের সীমাহীন নগ্নতাও ওর চোখে পড়ল।

আবার উঠতে শুরু করল সে এবং রাস্তার কিনারে পৌঁছে পড়ে গেল এবং কাঁধে মাস্তুল নিয়ে ওখানেই পড়ে থাকল কিছুক্ষণ। উঠতে চেষ্টা করল ও। কিন্তু পারল না, কাঁধে মাস্তুলটা রেখে ওখানে বসল এবং রাস্তার দিকে তাকাল। ওপাশে একটা বেড়াল হেঁটে চলে গেল নিজের কাজে। কিছুক্ষণ বেড়াল-টাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল বুড়ো, তারপর শুধুই রাস্তাটা দেখতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত মাস্তুলটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল ও। তারপর উবু হয়ে ওটা কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটা ধরল রাস্তায়। নিজের ঝুপড়িতে পৌঁছানোর আগে পথে পাঁচবার বসতে হল ওকে।

ঝুপড়িতে ঢুকে মাস্তুলটা ও দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখল। অন্ধকারে হাতড়ে একটা পানির বোতল খুঁজে পেয়ে পান করল এক ঢোক। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায় গিয়ে। কাঁধের ওপর কম্বলটা টেনে নিল সে, তারপর পিঠ আর পা ঢেকে খবর-কাগজগুলোর ওপর মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল। ওর হাত প্রসা-রিত, তালু দুটো ওপর দিকে ফেরান।

সকালে ছেলেটা যখন দরজায় উঁকি দিল বুড়ো তখনও ঘুমিয়ে। বাতাস এত জোরে বইছে যে দূরপাল্লার নৌকাগুলো

ঘাট ছেড়ে যায়নি আর ছেলেটাও তাই বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রোজকার মত আজও এসেছে বুড়োর ঝুপড়িতে। ছেলেটা দেখল বুড়োর বুক ওঠানামা করছে শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে এবং তারপর বুড়োর হাত দুটোর দিকে চোখ পড়তে ও কাঁদতে শুরু করল। কফি আনতে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে গেল সে এবং পথে কাঁদল সারাক্ষণ।

বহু জেলে ডিঙির পাশে বাঁধা বস্তুটা ভিড় করে দেখছিল আর একজন, প্যান্ট গুটিয়ে, পানিতে নেমে গিয়ে মাছধরা দড়ি দিয়ে মাপে দেখছিল কঙ্কালটার দৈর্ঘ্য।

ছেলেটা নেমে গেল না। আগেই সে একবার ঘুরে এসেছে ওখানে এবং এতক্ষণ ধরে ওর হয়েই ডিঙিটা পাহারা দিচ্ছে একজন জেলে।

'কেমন আছে ও?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল একজন জেলে।

'ঘুমাচ্ছে,' জবাব দিল ছেলেটা। ওরা যে ওর কান্না দেখতে পাচ্ছে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই ওর। 'ওকে তোমরা কেউ বিরক্ত কর না।'

'নাক থেকে লেজ পর্যন্ত আঠার ফুট লম্বা,' যে জেলেটি মাছ মাপছিল সে বলে উঠল চিৎকার করে।

'আমি বিশ্বাস করি,' বলল ছেলেটা।

টেরাসে ঢুকে এক পেয়ালা কফি চাইল ও।

'গরম আর প্রচুর দুধ চিনি মিশিয়ে।'

'আর কিছু?'

'না। পরে দেখব কি খেতে পারে ও।'

'একখানা মাছ ছিল বটে,' বলল দোকানি। 'এতবড় মাছ আর দেখিনি। কাল তুমি যে দুটো মাছ ধরছিলে সেগুলোও চমৎকার ছিল।'

'চুলোয় যাক আমার মাছ,' বলে আবার কাঁদতে শুরু করে ছেলেটা।

'তুমি কিছু খাবে?' দোকানি জিজ্ঞেস করল।

'না,' বলল ছেলেটা। 'ওদের বলে দিয়ো সান্তিয়াগোকে যেন বিরক্ত না করে। আমি আবার আসব।'

'ওকে বল ওর জন্য আমি সত্যিই খুব ব্যথিত।'

'ধন্যবাদ,' বলল ছেলেটা।

কৌটায় করে গরম কফি নিয়ে বুড়োর ঝুপড়িতে ফিরে এল ছেলেটা এবং ও না জেগে ওঠা পর্যন্ত ওর পাশেই বসে রইল। একবার মনে হল ও বুঝি এবার জেগে উঠবে। কিন্তু ফের গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল সে এবং ছেলেটা রাস্তার ওপাশে গিয়ে কফি গরম করার জন্য কয়েকটা লাকড়ি ধার করে আনল।

অবশেষে জেগে উঠল বুড়ো।

'উঠ না,' বলল ছেলেটা। 'এটা খেয়ে নাও।' একটা গ্লাসে খানিকটা কফি ঢেলে দিল ও।

গ্লাসটা নিয়ে বুড়ো কফিটুকু খেয়ে ফেলল।

'ওরা আমাকে হারিয়ে দিয়েছে, ম্যানোলিন,' ও বলল। 'সত্যি সত্যি হারিয়ে দিয়েছে।'

'ও তোমাকে হারায়নি। মাছটা না।'

'না। সত্যি তাই। ওটা পরের ঘটনা।'

'পেড্রিকো ডিঙি আর জিনিসপত্র পাহারা দিচ্ছে। মাথাটা দিয়ে কি করবে তুমি?'

'পেড্রিকো নিয়ে যাক। ভেঙে মাছের চার বানাবে।'

'আর ঠোঁটটা?'

'মনে চাইলে তুমি নাও।'

'চাই,' বলল ছেলেটা। 'এবার অন্যান্য ব্যাপারগুলো নিয়ে ভাবতে হয় আমাদের।'

'ওরা কি আমার খোঁজ করেছিল?'

'অবশ্যই। উপকূল রক্ষী আর প্লেন দিয়ে।'

'মহা সমুদ্রটা খুব বড় আর ডিঙি ছোট—তাই খুঁজে পাওয়া মুশকিল,' বলল বুড়ো। ও খেয়াল করল নিজের আর সমুদ্রের সাথে কথা বলার চাইতে কোন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারাটা কত আনন্দের। 'তোমাকে আমার খুব মনে পড়েছে,' বলল ও। 'কটা ধরলে এই কদিনে?'

'প্রথম দিন একটা। দ্বিতীয় দিন একটা। আর তৃতীয় দিনে দুটো।'

'সাবাস।'

'এবার থেকে আবার আমরা দুজন একসাথে মাছ ধরব।'

'না। আমি ভাগ্যবান নই। যতটুক ছিলাম তাও শেষ হয়ে গেছে।'

'নিকুচি করি ভাগ্যের,' বলল ছেলেটা। 'ভাগ্যকে আমি গড়ে নেব।'

'তোমার পরিবারের লোকেরা কি বলবে?'

'পরোয়া করি না। কাল দুটো ধরেছি আমি। তবু এখন থেকে একসাথে মাছ ধরব আমরা কারণ আমার এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।'

'আমাদের তাহলে খুব ভাল একটা বর্শা লাগবে এবং সব-সময় নৌকাতেই থাকবে ওটা। পুরান ফোর্ড গাড়ির স্প্রিং থেকে তুমি ওটার ফলা তৈরি করে নিতে পারবে। গুয়ানোবাকোয়ায় গিয়ে ধার দিয়ে নেব আমরা। খুব ধারাল হওয়া চাই আর যাতে ভেঙে না যায় তাই পান দেয়া চলবে না। আমার ছুরিটা ভেঙে গেছে।'

'আর একটা ছুরি এনে দেব আমি। আর স্প্রিংটাও ধার করে নেব। এই ঝোড়ো হাওয়া কদ্দিন চলবে?'

'তিন। বা তার বেশিও হতে পারে।'

'আমি এর মাঝে সবকিছু জোগাড় করে ফেলব,' বলল ছেলেটা। 'তুমি তোমার হাত ঠিক করে নাও, বুড়ো।'

'আমি জানি কিভাবে ওগুলোর যত্ন নিতে হয়। তবে রাতে একবার থুতু ফেলার সময় বিজাতীয় স্বাদ অনুভব করেছিলাম মুখে। আর মনে হয়েছিল বুকের ভেতর কি যেন ভেঙে গেছে।'

'ওটাও তাহলে ঠিক করে নাও,' বলল ছেলেটা। 'শুয়ে থাক, বুড়ো। আমি তোমার ধোয়া শার্টখানা নিয়ে আসছি।

আর কিছু খাবার।'

'এই কদিনের খবরকাগজও আনবে,' বলল বুড়ো।

'তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ তুমি। কারণ আমার এখনও বেশ কিছু শেখার আছে। আর তুমি সবকিছুই শেখাতে পারবে আমাকে। কি রকম ভোগান্তি হয়েছে তোমার?'

'অনেক,' বুড়ো বলল।

'আমি খাবার আর কাগজ নিয়ে আসছি,' ছেলেটা বলল। 'তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর, বুড়ো। ওষুধের দোকান থেকে তোমার হাতের জন্যেও কিছু নিয়ে আসব আমি।'

'পেড্রিকোকে যেন বলতে ভুলে যেয়ো না—মাথাটা ওর।'

'না। আমার মনে থাকবে।'

ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে ছেলেটা ভাঙা প্রবাল পাথরের রাস্তায় নামল। আবার কাঁদছে ও।

সেদিন বিকেলে একদল পর্যটক এল টেরাসে। একটি মেয়ে পানির ভেতরে তাকাতে খালি বিয়ারের টিন আর ব্যারাকুডার ভাগাড়ের মাঝে একটা বিশাল শ্বেতশুভ্র মাছের কাঁটা দেখতে পেল। কাঁটাটার শেষে প্রকাণ্ড লেজ, জোয়ারের মাথায় নাচছে। ওদিকে বন্দরের বাইরের সমুদ্রে মাতামাতি করছে তখন একটানা দুরন্ত পুবালি হাওয়া।

'ওটা কি?'

সেই বিশাল মাছটার দীর্ঘ মেরুদণ্ড, যেটা এখন নিছক আবর্জনার মত জোয়ারের টানে ভেসে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে

সেটা দেখিয়ে মেয়েটা একজন ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করল।

'হাঙর,' বলল ওয়েটার। আসলে ব্যাপারটা কি ঘটেছে তাই বোঝাতে চাইছিল ও।

'হাঙরের অমন অপূর্ব, সুন্দর লেজ হয় আমি জানতাম না।'

'আমিও না,' বলল মেয়েটার পুরুষ সঙ্গী।

রাস্তার ওপাশে, নিজের ঝুপড়িতে, তখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল বুড়ো। এবারেও উপুড় হয়ে ঘুমাচ্ছিল সে আর ছেলেটা পাশে বসে তাকিয়েছিল ওর দিকে। সিংহের স্বপ্ন দেখছিল বুড়ো।